বাংলাদেশের পোস্টার : টাইপোগ্রাফি, উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (১৯৪৭–২০১০)

[Posters of Bangladesh : Typography, Origins and Development (1947–2010)]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত
অভিসন্দর্ভ

সিদ্ধার্থ দে
অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের পোস্টার : টাইপোগ্রাফি, উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (১৯৪৭–২০১০)

[Posters of Bangladesh : Typography, Origins and Development (1947–2010)]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত
অভিসন্দর্ভ

গবেষক

সিদ্ধার্থ দে
পিএইচ. ডি. প্রোগ্রামের ফেলো
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৩৫
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৯–১০
অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ, চারুকলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. ফরিদা জামান
অধ্যাপক
অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, *বাংলাদেশের পোস্টার : টাইপোগ্রাফি, উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (১৯৪৭–২০১০)* [Posters of Bangladesh : Typography, Origins and Development (1947–2010)] শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক গবেষণা। এ গবেষণার বিষয়বস্তু পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি।

তারিখ :

(সিদ্ধার্থ দে)
পিএইচ. ডি. প্রোগ্রামের ফেলো
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৩৫
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৯–১০

অংকন ও চিত্রায়ন বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের গবেষক জনাব সিদ্ধার্থ দে (পিএইচ. ডি. প্রোগ্রামের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৩৫, শিক্ষাবর্ষ : ২০০৯–১০, অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি.) কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত *বাংলাদেশের পোস্টার : টাইপোগ্রাফি, উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (১৯৪৭–২০১০)* [Posters of Bangladesh : Typography, Origins and Development (1947–2010)] শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এটি কোনো যুগ্ম গবেষণাকর্ম নয়। এটি গবেষকের স্বকীয় এবং মৌলিক গবেষণাকর্ম।

এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোনো ডিগ্রিপ্রাপ্তির জন্য উপস্থাপন করেননি। আমি অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত গভীরভাবে পাঠ করেছি এবং এই গবেষণার মৌলিকত্ব বিচার করে পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার অনুমতি প্রদান করছি।

(ড. ফরিদা জামান)
অধ্যাপক
অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের পোস্টারের সুবিশাল ভাণ্ডার সম্পর্কে জানার প্রয়াস হিসেবে পরিচালিত এই গবেষণার মাধ্যমে পোস্টারের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের পোস্টার ও বাংলা টাইপোগ্রাফির একটি ধারাবাহিক বিবরণও দেওয়া হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বের সাথে পোস্টারের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করা হয়েছে এবং পোস্টারের ইতিহাসকে তুলে ধরার জন্য বেশ কিছু (৯০টি) ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৪৭ থেকে ২০১০ পর্যন্ত বাংলাদেশের পোস্টারের একটি রূপরেখা এই অভিসন্দর্ভের উপজীব্য বিষয়।

শিল্প গবেষণার মতো মহৎ একটি কাজে আমার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. ফরিদা জামান। তাঁর দিকনির্দেশনা ও উপদেশ ব্যতিরেকে আমার গবেষণা সুসম্পন্ন হতো না। তিনি আমাকে গবেষণার পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহ, তথ্যের বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছেন। আমি তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলাদেশের পোস্টার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার প্রদান করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার, শিল্পী মর্তুজা বশীর, শিল্পী সমরজিৎ রায়চৌধুরী, শিল্পী বীরেন সোম, শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ, শিল্পী হামিদুজ্জামান খান, শিল্পী অলকেশ রায়, শিল্পী মামুন কায়সার, শিল্পী শিশির ভট্টাচার্য, শিল্পী মাকসুদুর রহমান এবং আমার বন্ধু ও প্রাচ্যকলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মলয় বালা।

গবেষণার শুরুতে SYNOPSIS (গবেষণা-প্রস্তাব) তৈরিতে সহযোগিতা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক। সেমিনার উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন ড. মলয় বালা। সেমিনারে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে নানান দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়েছেন চারুকলা অনুষদের বিভিন্নবিভাগের শিক্ষকমণ্ডলী, আমি তাঁদের সবার কাছে ঋণী।

তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা প্রদান করেছে লুতফি সুলতানা রুনা। শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, চলচ্চিত্র আর্কাইভ, বিজ্ঞান জাদুঘর, পাবলিক লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ লাইব্রেরি, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আমি এসকল প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

সবশেষে যার নাম উল্লেখ করতে হয়, তিনি আমার সহধর্মিণী অজিতা মিত্র। তার সাথে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সম্পর্ক নয়, তবে তার সহযোগিতা না পেলে এ কাজ পরিপূর্ণ হতো না।

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের পোস্টার ও তার টাইপোগ্রাফি বিষয়ক এই গবেষণা পোস্টারের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশের পোস্টার শিল্পের বিকাশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য গুণগত পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রথিতযশা শিল্পী, শিক্ষাবিদ, জাদুঘর, আর্কাইভ ও সংগ্রহশালার সংগ্রাহক, প্রকাশক এবং শিল্পানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে প্রকাশিত বিভিন্ন শিল্প গবেষণা প্রতিবেদন, গ্রন্থ, পোস্টার প্রদর্শনী, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ প্রভৃতি পর্যালোচনার মাধ্যমে গবেষণার তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। গবেষণালব্ধ তথ্য বিচার-বিশ্লেষণের পর ধারাবাহিকভাবে বর্ণনার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার জন্য পোস্টারকে কয়েকটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের তথ্য উপস্থাপনকে প্রাণবন্ত করতে উল্লেখযোগ্য ৯০টি ছবি সংযোজন করা হয়েছে। গবেষণা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সাথে পোস্টার শিল্পের ক্রমবিকাশের ইতিহাস নিবিড়ভাবে জড়িত। ১৯৪৭ থেকে ২০১০ পর্যন্ত পোস্টারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন, যেমন ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা আন্দোলন, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন, '৭১-এর অসহযোগ আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনসহ সকল আন্দোলনে পোস্টার ছিল প্রতিবাদের অন্যতম ভাষা, যা সর্বসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করেছে, জাতীয় চেতনা ও ঐক্য তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

রাজনৈতিক পোস্টার ছাড়াও আরও অনেক পোস্টার রয়েছে যা বিভিন্ন উদ্দেশ্য পূরণের পাশাপাশি বাংলাদেশের পোস্টার শিল্পের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে; যেমন: চলচ্চিত্রের পোস্টার, নাটকের পোস্টার, বাণিজ্যিক পোস্টার, শিক্ষামূলক পোস্টার প্রভৃতি পোস্টারের আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া এই গবেষণার অন্যতম আকর্ষণ হলো শিল্পী কামরুল হাসানের কিছু অপ্রকাশিত পোস্টারের ছবি যা বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

পোস্টারের পূর্ণতার জন্য শৈল্পিক ও সংগতিপূর্ণ টাইপোগ্রাফি একটি অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রকাশনা শিল্প ও প্রযুক্তির ক্রমবিকাশের সাথে সাথে বাংলা টাইপোগ্রাফিরও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। তাই বাংলাদেশের পোস্টার ইতিহাস সম্পর্কিত এই গবেষণায় বাংলা টাইপোগ্রাফির ইতিহাসও তুলে ধরা হয়েছে এবং পোস্টারের টাইপোগ্রাফির বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়েছে। সর্বোপরি বাংলাদেশের পোস্টার সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনাপূর্বক তথ্যবহুল এই অভিসন্দর্ভটি পোস্টারের পঠন-পাঠনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অন্যতম ভূমিকা রাখবে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
ঘোষণাপত্র	i
প্রত্যয়নপত্র	ii
মুখবন্ধ	iii
সারসংক্ষেপ	iv

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ : প্রস্তাবনা	২
১.২ : গবেষণার উদ্দেশ্য	২
১.৩ : গবেষণার গুরুত্ব	৩
১.৪ : গবেষণার পরিধি	৩
১.৫ : গবেষণার পদ্ধতি	৩
১.৬ : গবেষণার সীমাবদ্ধতা	৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

২.১ : শিল্প কী	৬
২.২ : গ্রাফিক ডিজাইন কী	৭
২.৩ : পোস্টার কী	৯
২.৪ : পোস্টারের ইতিহাস	১০
২.৫ : বাংলাদেশে পোস্টার শিল্পের বিকাশ	১২
২.৬ : পোস্টারের প্রয়োজনীয়তা	১৫
২.৭ : পোস্টারের উপাদানসমূহ	১৫
২.৮ : পোস্টারের প্রকারভেদ	১৭
২.৯ : পোস্টারের আকার	৩৪
২.১০ : টাইপোগ্রাফি কী	৩৪
২.১১ : পোস্টারে টাইপোগ্রাফির গুরুত্ব	৩৫

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের পোস্টার সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

৩.১ : রাজনৈতিক ও মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার	৩৭
৩.২ : চলচ্চিত্রের পোস্টার	৫৪
৩.৩ : নাটকের পোস্টার	৬০
৩.৪ : বাণিজ্যিক পোস্টার	৬৫
৩.৫ : উন্নয়নমূলক/শিক্ষামূলক পোস্টার	৬৬
৩.৬ : অন্যান্য পোস্টার	৬৯
৩.৭ : শিল্পী কামরুল হাসানের অপ্রকাশিত পোস্টার	৭৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

পোস্টারের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশে টাইপোগ্রাফি

৪.১ : টাইপোগ্রাফি ৮৬
৪.২ : টাইপোগ্রাফির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ৮৬
৪.৩ : পোস্টারে টাইপোগ্রাফির ব্যবহার ৮৮

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

উপসংহার ৯৪
তথ্যনির্দেশ ৯৬
চিত্রসূচি ১০০
গ্রন্থপঞ্জি ১০৩

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

১.১ প্রস্তাবনা

১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক পটপরিবর্তন সংস্কৃতিতে এনে দিয়েছিল ভিন্ন মাত্রা, যার ফলে ১৯৪৮ সালে স্থাপিত হয়েছিল গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট। এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পেছনে যাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য, তাঁরা হলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, আনোয়ারুল হক, সফিউদ্দিন আহমেদ, পটুয়া কামরুল হাসান প্রমুখ।

স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে রয়েছে সময়ের নানা ঘাত-প্রতিঘাত। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, '৬২-এর ছাত্র আন্দোলন, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, '৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধ, '৯০-এর গণ-অভ্যুত্থানসহ নানা আন্দোলনে শিল্পীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। শিল্পীরা তাদের নিজ নিজ শিল্পের মাধ্যমেই প্রতিবাদের ভাষা প্রকাশ করেছেন। তারা চিত্রকলার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের প্রতিবাদী পোস্টারও সৃষ্টি করেন। প্রতিটি আন্দোলনে পোস্টার নতুন মাত্রা যোগ করেছে এবং আন্দোলনকে বেগবান করেছে।

বাংলাদেশের চিত্রকলা সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে নানা গবেষণা সম্পন্ন হলেও পোস্টার ও টাইপোগ্রাফি নিয়ে গবেষণা হয়েছে সামান্যই। এ-সংক্রান্ত তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি। এ কারণেই ১৯৪৭-২০১০ সাল পর্যন্ত সময়ে শিল্পীদের দ্বারা যে ধরনের পোস্টার ও টাইপোগ্রাফি সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে ইতিহাস রচনা করার প্রয়াসে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে।

এই গবেষণায় ১৯৪৭ থেকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত পূর্ববঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশকে 'বাংলাদেশ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

বর্ণিত সময়ে সৃষ্ট পোস্টার ও টাইপোগ্রাফিকে একটি ধারাবাহিকতায় বিন্যস্ত করা এবং ১৯৪৭-২০১০ সালের সময় পরিসরে আধুনিক শিল্পীরা যে ধরনের পোস্টার ও টাইপোগ্রাফি সৃষ্টি করেছেন, তার বিচার-বিশ্লেষণ ও ইতিহাস সংরক্ষণ এই গবেষণার উদ্দেশ্য। সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, গবেষণার উদ্দেশ্য হলো :

১. পোস্টারের ধারাবাহিক ইতিহাস সংরক্ষণ

২. বাংলা টাইপোগ্রাফির বিচার-বিশ্লেষণ ও ইতিহাস সংরক্ষণ

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ গবেষণার গুরুত্ব

শিল্পক্ষেত্রে বহু গবেষণা পারিচালিত হলেও বাংলাদেশের পোস্টার ও টাইপোগ্রাফি সম্পর্কিত তথ্য অপ্রতুল। এই গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য শিল্পকলার তথ্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে এবং শিল্প অনুরাগী ব্যক্তি ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞানান্বেষণকে ত্বরান্বিত করতে ভূমিকা রাখবে। শিল্প গবেষকদের জন্যও বাংলাদেশের পোস্টার ও টাইপোগ্রাফি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করবে। সর্বোপরি এই গবেষণা ১৯৪৭–২০১০ সময়ে বাংলাদেশের পোস্টার ও টাইপোগ্রাফি সম্পর্কিত তথ্যগুলোকে এক সুতোয় গাঁথার মাধ্যমে শিল্প গবেষণার ক্ষেত্রে অপরিসীম গুরুত্ব বহন করবে।

১.৪ গবেষণার পরিধি

সাধারণত পোস্টার সৃষ্টি হয় যেকোনো তথ্যের প্রচার ও প্রসারের জন্য, যার মাধ্যমে খুব সহজেই সর্বস্তরের মানুষ আকৃষ্ট হয় এবং তার উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারে। বিভিন্ন চিত্র বা নকশা পোস্টার সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, পাশাপাশি একটি পোস্টারকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে উপযুক্ত টাইপোগ্রাফি ব্যবহৃত হয়। এই টাইপোগ্রাফিই পোস্টারের অন্তর্নিহিত অর্থকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে। ১৯৪৭–২০১০ সময়ের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে নানা পোস্টার ও টাইপোগ্রাফি। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন, রাজনৈতিক দল ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশিত পোস্টার ও টাইপোগ্রাফির সাথে জড়িত ছিলেন বাংলাদেশের শিল্পীরা। এই গবেষণার পরিধি এসকল উৎসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি

১৯৪৭–২০১০ সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে শিল্পীরা ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমে শিল্পের বিকাশে নানাবিধ ভূমিকা রেখেছেন। পোস্টার ও টাইপোগ্রাফি বিষয়টিও তা থেকে ভিন্ন নয়। এখানে সেই সকল গুণী শিল্পীর শিল্পকর্মগুলোর সার্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে পোস্টার ও পোস্টার সম্পর্কিত তথ্য অন্বেষণের ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। ১৯৪৭–২০১০ সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পোস্টারগুলোর তথ্য সংরক্ষণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশনের মাধ্যমে এই গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য পোস্টার ও টাইপোগ্রাফি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য গুণগত পদ্ধতিতে বিশিষ্ট শিল্পীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন আর্কাইভ, জাদুঘর, লাইব্রেরি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের মতামত প্রভৃতি থেকে এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বই, জার্নাল, পত্রিকা, অনলাইন নিউজ পোর্টাল, ওয়েবসাইট ইতাদি থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৬ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশের পোস্টার ও বাংলা টাইপোগ্রাফি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গেলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা খুবই সংক্ষিপ্ত এবং অস্পষ্ট। নতুন ও আধুনিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তি আবিষ্কারের ফলে পুরনো টাইপোগ্রাফি এবং প্রযুক্তি সম্পর্কে শিল্পী এবং প্রকাশকের আগ্রহ অত্যন্ত কম। বাংলাদেশের পোস্টারের ক্রমবিকাশের বর্ণনায় নানা প্রেক্ষাপটের নানা ধরনের পোস্টারের আলোচনা উঠে এসেছে। তবে অনেক পোস্টারের কোনো ছবি বা নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পোস্টার বা তার ছবি পাওয়া গেলেও অনেক ক্ষেত্রেই সেসব পোস্টারের শিল্পী বা প্রেক্ষাপট সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

Dhaka University Institutional Repository

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

২.১ শিল্প কী

বিশ্ববিখ্যাত অনেক কবি, সাহিত্যিক, লেখক, শিল্পী, দার্শনিক শিল্পকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন, বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শিল্প কী, সেকথা কেউ সুনির্দিষ্ট করতে পারেননি। বরং শিল্পের বিশালতা, বিস্তৃতি ও গভীরতার কাছে যেকোনো সংজ্ঞাই অপর্যাপ্ত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। শিল্প বিষয়টি মানব সভ্যতার মতোই সুপ্রাচীন। সভ্যতার ক্রমবিকাশের পথে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে জীবন ধারণের জন্য নানা প্রতিকূলতাকে জয় করেছে এবং সৃষ্টি করেছে অনুকূল অবস্থা। আর মৌলিক প্রয়োজনের বাইরে জগতের সৌন্দর্যকেও তারা উপলব্ধি করতে শিখেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'শিল্প হচ্ছে তাই যা নিছক প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি তাগিদ থেকে মানুষকে চালনা করে, শিল্প সৃষ্টিতে নিযুক্ত করে।' [১]

সাধারণভাবে তাকেই শিল্প বলা হয় যার বিকাশ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা চালিত নয়, বরং একটি অভ্যন্তরীণ বোধ এবং কল্পনা প্রতিভার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার দ্বারা যা অনেক সময় অনুভব করা যায়। শিল্পের প্রকাশ আদিম মানবসমাজেও ছিল। তাদের বিভিন্ন শিল্প প্রকাশ দেখলে অনেক সময় বিস্মিত ও মুগ্ধ হতে হয়। মুখে মুখে তারা ছড়া বেঁধেছে, দলবেঁধে নৃত্যছন্দে আনন্দ খুঁজেছে, গুহার প্রাচীরে ছবি এঁকেছে, দেবদেবীর মূর্তি বানিয়েছে, নানা ধরনের প্রতীক সৃষ্টি করেছে।

শিল্প শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'art' গ্রিক ভাষা থেকে রূপান্তরিত ল্যাটিন শব্দ 'ars' থেকে এসেছে। প্রাচীনকালে 'ars' শব্দটি বর্তমান কালের 'craft' অর্থে ব্যবহার করা হতো, অবশ্য কবিতার মতো কল্পনাপ্রধান শিল্পকেও সেকালে 'craft of poetry' বলা হতো। হোরেস-এর 'Ars Poetica' বইটির নামকরণ থেকেই এ প্রসঙ্গটি অনুমিত হয়।

বর্তমানে শিল্পকলার বিশ্বব্যাপী চর্চা, প্রসার ও সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে। বিংশ শতাব্দী জুড়ে ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগে শিল্প জাদুঘর, শিল্প প্রদর্শনশালা প্রভৃতি নির্মিত হয়েছে। এ সমস্ত স্থানে বিভিন্ন প্রকার শিল্পকীর্তির বিশ্লেষণ ও নথিবদ্ধকরণের পাশাপাশি জনসাধারণের উপভোগের স্বার্থে শিল্প প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়। গণমাধ্যমের উদ্ভব ও অগ্রগতি শিল্পকলার চর্চা ও বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রভূত সহায়তা করেছে।

শিল্প হলো শিল্পীর জীবনোপলব্ধি ও জীবনদর্শন। সৃষ্টি মাত্রই শিল্পীর সমগ্র জীবনচর্চার ফসল। সৃষ্টির মধ্য দিয়ে স্রষ্টাকে চেনা যায়। অনুধাবন করা যায় শিল্পীর মানসিকতা, দৃষ্টিকোণ, রুচি ও সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং বিশেষ জীবনধারাকে।[২]

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীনকাল থেকেই পণ্ডিতরা শিল্পকে নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। অস্কার ওয়াইল্ড যেমন 'art for art's sake' তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, তলস্তয় বা বার্নার্ড শ তেমনি শিল্পের সামাজিক মূল্যমানকে শিল্পের উদ্দেশ্য মনে করেছেন।[৩] অস্কার ওয়াইল্ড বলেছেন, সুন্দর সৃষ্টিই হচ্ছে শিল্পের একমাত্র লক্ষ্য, 'The artist is the creator of beautiful things'.[৪]

শিল্পের সংজ্ঞা দেওয়া যায় নানাভাবে। শিল্প হতে পারে ধ্যান, ক্রোচে মনে করতেন, শিল্প হতে পারে কল্পনার প্রকাশ; রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, শিল্প হতে পারে বিস্ময়ের প্রকাশ; বৈদিক ঋষিরা তাদের সূর্যমন্ত্রে বর্ণনা করেছেন, শিল্প হতে পারে ব্যক্তিত্বের লুপ্তি এবং আবেগের প্রস্থান।[৫]

হেগেলের ভাষায়, 'Art is sensous presentation of the absolute'.[৬]

শিল্পকলা বলতে নান্দনিক বা ভাব-বিনিময়ের উদ্দেশ্যে মানুষের দ্বারা নির্মিত সেই সব দৃশ্যমান বস্তুকে বোঝায় যেগুলোর মারফত বিভিন্ন ধারণা, আবেগ বা সাধারণভাবে কোনো দৃষ্টিভঙ্গি দর্শকসমক্ষে উপস্থাপিত হয়েছে।[৭] বিংশ শতাব্দীতে শিল্পকলার প্রধান শাখা হিসেবে নয়টি বিদ্যাকে চিহ্নিত করা হয়, যেমনঃ স্থাপত্য, নৃত্য, ভাস্কর্য, সংগীত, চিত্রকলা, কাব্য, চলচ্চিত্র, ফটোগ্রাফি এবং গ্রাফিক আর্ট।

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে শিল্পকর্ম হয়ে থাকে। প্রাথমিক মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য যে শিল্পকর্মগুলো হয় সেগুলো হলো লোকজ শিল্প। আর শুধু অনুভূতি প্রকাশের জন্য যে শিল্পকর্মগুলো হয় সেগুলো হলো সুকুমার শিল্প। লোকজ শিল্প থেকে বেরিয়ে এসে আরেকটা ভিন্ন ধারায় কাজ করা হয় বলে সুকুমার শিল্পেও লোকজ শিল্পের প্রভাব থাকতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, শিল্পের ভাষা সর্বজনীন। এটা পার্থিব প্রয়োজনের ঊর্ধে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অনুভূতিকে প্রকাশ করে। এর আবেদন মানুষের মনকে আন্দোলিত করে, জাগ্রত করে, কখনো উদ্বুদ্ধ করে নতুন চেতনায়। বস্তুত শিল্পকে কোনো ছকে বাঁধা সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা যায় না। শিল্পের আবেদন নির্ভর করে এর আধারের উপর। একই শিল্পকর্ম স্থান, কাল, পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আবেদন রেখে যায়।

২.২ গ্রাফিক ডিজাইন কী

গ্রাফিক ডিজাইন নকশা, প্রতীক ও উপস্থাপনা-সংশ্লিষ্ট সুপ্রাচীন নন্দন শিল্পের আধুনিক পরিভাষা।[৮]

গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়টি ফাইন আর্টের একটা একাডেমিক পার্ট। একাডেমিক বিষয় হিসেবে এটা সুকুমার শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। সেইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পাঠ্য বিষয় এটা শিক্ষা ও গবেষণাভিত্তিক। গ্রাফিক ডিজাইনের ইতিহাস, বর্তমান কর্মকৌশল, পেশাগত ক্ষেত্রে এর কী অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষণা করা হয় এবং সেসব বিষয়ে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এটা সরাসরি সুকুমার শিল্পের একটা অংশ। আর পেশাগত গ্রাফিক ডিজাইন একটু আলাদা।

Dhaka University Institutional Repository

পেশাগত বিষয় হিসেবে গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ হলো কম্যুনিকেশন বা যোগাযোগ। কোনো বিষয়ের সাথে জনগণের যে কম্যুনিকেশনগুলো হয় সেটা ভাষাভিত্তিক কম্যুনিকেশন, লেখাভিত্তিক কম্যুনিকেশন। অর্থাৎ এটা ভিজ্যুয়াল আর্টভিত্তিক কম্যুনিকেশন। এই কম্যুনিকেশন করতে গিয়ে যে শিল্পকলা চলে আসে সেটাই গ্রাফিক ডিজাইন। আধুনিক সংজ্ঞায় এটাকে আবার কম্যুনিকেশন ডিজাইনও বলা যেতে পারে।

বিষয়টি প্রচার ও প্রকাশনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। টেলিভিশন থেকে পত্রপত্রিকা, গ্রন্থাদি ও যাবতীয় প্রকাশনা, বিলবোর্ড, নিয়ন সাইন, সাইন বোর্ড, পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন, লিফলেট প্রভৃতি এর আওতাভুক্ত।[৯] নন্দনশিল্প হিসেবে বর্তমানে গ্রাফিক ডিজাইন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অন্তর্গত। অপরদিকে পেশাশিল্প হিসেবে এটি প্রকাশনা, প্রচার, প্রিন্ট ও ডিজিটাল মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত একটি সৃজনশীল প্রক্রিয়া। অর্থাৎ সাধারণভাবে একে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হলো প্রকাশনা বা মুদ্রণ শিল্পনির্ভর এবং অন্যটি ডিজিটাল মিডিয়া-নির্ভর। ছাপা পদ্ধতি উদ্ভাবনের পর থেকে এটি পরিচিত ছিল বাণিজ্যিক শিল্পকলা (Commercial Art) নামে।[১০] উল্লেখ্য, মুদ্রণশিল্প এবং ডিজিটাল মিডিয়া আবিষ্কারের আগেও গ্রাফিক ডিজাইন ছিল, তবে এর আদিরূপটি ছিল ভিন্ন।

বাংলাদেশে গ্রাফিক ডিজাইনের আদিরূপ আলোচনা করতে গেলে সুপ্রাচীন কালের বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মপ্রচারের জন্য রচিত পুঁথি, চিত্রপট ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুদ্রণশিল্পের আবিষ্কারের পূর্বে তালপাতায়, কাঠের ফলকে বা কাগজে নানারকম লোকজ ও ধর্মীয় পুঁথি ও আখ্যান রচিত হয়েছে।[১১] এগুলো দেশের ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে তুলে ধরার পাশাপাশি এদেশে আবহমানকাল ধরে যে উচ্চমার্গের শিল্পের অস্তিত্ব ছিল, তারও স্বাক্ষর বহন করে।

মুদ্রণশিল্পের আবিষ্কারের পর গ্রাফিক ডিজাইন যে ব্যাপকতা লাভ করেছে তা বলা বাহুল্য। পত্রপত্রিকা, বিজ্ঞাপন, গ্রন্থ নকশা, প্রচ্ছদ ও অলংকরণ, পোস্টার, ব্যানার, হোর্ডিং, নিয়ন সাইন, বুকলেট, লিফলেট, ক্যালেন্ডার, ব্যঙ্গচিত্র, ডাকটিকেট, প্যাকেজিং এবং প্রচারণা ও প্রকাশনার কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত আরও অনেক কিছুই গ্রাফিক ডিজাইনের আওতাভুক্ত। মুদ্রণসংক্রান্ত বিষয় ছাড়াও নানা মাধ্যমে বাংলাদেশে গ্রাফিক ডিজাইন সম্প্রসারিত হয়েছে। যেমন: সিনেমা স্লাইড, টিভি টেলোপ, ওয়েব ডিজাইন ইত্যাদি।

'গ্রাফিক' কথাটি ড্রইং, ডিজাইন ও প্রতিচিত্র সম্পর্কিত। কোনো বস্তু, বিষয় বা আইডিয়ার শৈল্পিক কল্পনার নকশাকে বলা হয় ডিজাইন। কোনো বিষয় সম্পর্কে তথ্য, পরিচয়, বার্তা, নির্দেশনা বা আইডিয়া আকর্ষণীয় ও সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য বিষয়বস্তুর সঠিক visualization অত্যন্ত জরুরি যাতে শিল্পমাধ্যমটি দর্শকের জন্য উপযুক্ত ভাষা নির্মাণে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে টাইপোগ্রাফি (typography) ও ইমেজ (Image) ভাষা নির্মাণে প্রধান দুটি উপাদান। টাইপোগ্রাফি বলা হয় লিপির একটি সুনির্দিষ্ট ও প্রযুক্তিনির্ভর নান্দনিক রূপায়ণকে, আবার টাইপ বা ক্যালিগ্রাফ নিয়ে তৈরি ডিজাইনও টাইপোগ্রাফি। অপরদিকে ইমেজ হলো গ্রাফিক ডিজাইনের শিল্পকর্মে ব্যবহৃত ফটোগ্রাফ, ড্রইং, ইলাস্ট্রেশন, ডিজাইন, কোনো আকার-আকৃতি, লাইন, টোন বা টেক্সার।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

একটি সৃজনশীল প্রক্রিয়ায় টাইপোগ্রাফির সঙ্গে ইমেজ সন্নিবেশিত হয়ে একটি দৃষ্টিনির্ভর ভাষা সৃষ্টি করে। এ ভাষায় তথ্য, বক্তব্য বা আইডিয়া প্রকাশের মাধ্যম হলো লোগো, পোস্টার, বইয়ের প্রচ্ছদ, ইলাস্ট্রেশন, বিজ্ঞাপন, প্যাকেজিং, ওয়েবপেজ ইত্যাদি। এখানে টাইপোগ্রাফি ও ইমেজ এককভাবে কিংবা সমন্বিত কম্পোজিশনে তথ্যের বা আইডিয়ার একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সত্তা তৈরি করে, যা দৃষ্টির মধ্য দিয়ে দর্শকের উপলব্ধিতে চিত্রিত হয়। সময়ক্রমে এ সত্তাটি দর্শক-গ্রাহকের স্মৃতিতে স্থায়ীভাবে চিহ্নিত হয় স্টাইল, প্রতীক বা রূপক হিসেবে। গ্রাফিক ডিজাইন এ পর্যায়ে বিষয়টির প্রতি দর্শক-গ্রাহকের মনোযোগ আকর্ষণ করে, আগ্রহ ও সমর্থন সৃষ্টি করে, চিন্তাকে আধুনিক করে, দর্শককে উদ্দীপ্ত-উদ্বুদ্ধ করে এবং আনন্দ দেয়। এভাবে একটি অনুভবের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এটাকেই বলা হয় Visual Communication বা চোখে দেখে চেনা।[১৩]

গ্রাফিক ডিজাইন কথাটির সাথে বাণিজ্যের সরাসরি একটা যোগাযোগ লক্ষণীয়, অর্থাৎ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যের জন্য বা বিষয়টির প্রচারের জন্য গ্রাফিক ডিজাইনকে উৎসাহিত করে। শুধু ব্যবসায়িক দিক নয়, জনসচেতনতা, সামাজিক পরিচিতি, নান্দনিক মূল্যবোধ–এ সব কিছু নিয়েই গ্রাফিক ডিজাইন। মোটকথা শিল্পকলার যা কিছু ব্যবহারিক দিক তার সবকিছুই গ্রাফিক ডিজাইনের অন্তর্ভুক্ত।

২.৩ পোস্টার কী

কোনো বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য পোস্টার একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। 'প্রচারের উদ্দেশ্যে কোনো তথ্য বা বক্তব্য কাগজে লিখে বা ছেপে রাস্তার পাশে দেয়ালে বা লোকসমাগম হয় এমন স্থানে লাগানো হলে তাকে পোস্টার নামে চিহ্নিত করা হয়'।[১৪]

'পোস্টারের' কোনো সর্বজনবিদিত বা আভিধানিক প্রতিশব্দ বাংলায় নেই। অনেকে একে 'প্রচারপত্র' কিংবা 'দেয়ালচিত্র' বা 'প্রাচীরচিত্র' বলে অভিহিত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে পোস্টারগুলো তৈরি হয়েছিল সেগুলো প্রচারের জন্য নয়, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। প্রাচীরচিত্র বলতে একধরনের চিত্র আছে, যাকে গ্রাফিটি বলা হয়। এগুলো সরাসরি প্রাচীরে করা হয়। আর পোস্টার প্রাচীরে নাও লাগানো হতে পারে। কোনো একটা পাবলিক প্লেসে ফ্রেমে করেও দেওয়া হতে পারে, চলন্ত যানবাহনের গায়েও লাগানো হতে পারে। তখন সেগুলো আর প্রাচীর থাকছে না। এ কারণে পোস্টার, পোস্টার হিসেবেই আছে। প্রকৃতপক্ষে বহুল ব্যবহারে পোস্টার শব্দটি আরও অনেক ইংরেজি শব্দের মতো বাংলা ভাষার সাথে মিশে গেছে।

পোস্টার মানে প্রচার ও প্রসার। অর্থাৎ পোস্টার হলো জানানোর মাধ্যম। পোস্টারের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য প্রধানত একটি বক্তব্যকে দর্শক-পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই পোস্টারের বহুমুখী ব্যবহার লক্ষ করা যায়; বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নয়। তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে পোস্টারের সাহায্যে অতি সহজেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক, শিক্ষামূলক কার্যক্রম এবং বিভিন্ন প্রকার

Dhaka University Institutional Repository

জনহিতকর কার্যক্রমকে সফল করতে পোস্টারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শুধু একটি পোস্টারের মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করা যেতে পারে, হতে পারে কোনো বিপ্লব, কিংবা মানব ইতিহাসে সূচনা হতে পারে কোনো নতুন অধ্যায়; জন্ম নিতে পারে কোনো নতুন চেতনার, বিকশিত হতে পারে নতুন বাস্তবতা। আবার এমনই একটি পোস্টারের শৈল্পিক আবেদন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারে কোনো একটি দেশের অস্তিত্বকে, টুকরো টুকরো করে দিতে পারে কোনো মানচিত্রকে। অর্থাৎ পোস্টার একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম; আকারের তুলনায় যার গভীরতা অনেক বেশি, ভাষার তুলনায় যার বক্তব্য অধিক। এক কথায় পোস্টার হলো তথ্য, চিত্র, ভাষা ও রঙের এমন একটি শিল্পসম্মত সমন্বয় যেখানে বক্তব্য বা তথ্যের পরিসর সংক্ষিপ্ত কিন্তু আবেদন অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। এ কারণে তথ্য প্রচারের সর্বাধিক জনপ্রিয় মাধ্যমগুলোর মধ্যে পোস্টার অন্যতম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন নতুন হয়ে উঠছে জনসংযোগের এ মাধ্যমটি।

পোস্টার গ্রাফিক ডিজাইনের একটি প্রকাশ মাধ্যম। গ্রাফিক ডিজাইনের মাধ্যমে একজন সুকুমার শিল্পী তাঁর শিল্পকলাকে ভিজ্যুয়ালাইজ করেন। এই ভিজ্যুয়ালাইজেশনকে যখন কম্যুনিকেশনের কাজে ব্যবহার করা হয় তখন লক্ষ রাখতে হয়, সেখান থেকে যেন একজন দর্শকের কাছে বক্তব্যটা পৌঁছে যায়। এটা মৌলিক সুকুমার শিল্পকলায় দরকার হয় না। দর্শক একটা পেইন্টিং দেখে শিল্পীর বক্তব্যটা বুঝতে পারে, আবার সেখান থেকে অন্য একটি অর্থও তৈরি করতে পারে। কিন্তু একজন গ্রাফিক ডিজাইনার যখন একটি শিল্পকর্ম তৈরি করবেন তখন এটার প্রধান বক্তব্য, আইডিয়া বা পরিচিতি অথবা এটার যে নির্দেশনা সেগুলো যেন একজন দর্শক পেয়ে যান, সেটা তাকে লক্ষ রাখতে হয়।

আইডিয়া প্রকাশের অনেকগুলো মাধ্যম হতে পারে গ্রাফিক ডিজাইনারদের জন্য। তার মধ্যে প্রধান একটি মাধ্যম হলো পোস্টার। যখন কোনো একটি প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য সেবা বা কোনো কর্মসূচি সম্পর্কে মানুষকে জানাতে চায়, তখন সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে সরাসরি তথ্য প্রদানের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে পোস্টার। অর্থাৎ পোস্টারে সংক্ষিপ্ত তথ্য বা আইডিয়া প্রকাশ করা হয়।

২.৪ পোস্টারের ইতিহাস

পোস্টারের জন্ম রহস্য ভেদ করা না গেলেও এই শিল্পের আদি পিতা হিসেবে স্বীকার করা হয় ইতালীয় এমিলিয়া সেলারকে।[১৫] পম্পেই এবং হার্কুলানিয়ামে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজের মাধ্যমে তুলে আনা হয়েছে পোস্টারের এক অনন্য নিদর্শন। এসব পোস্টারের অধিকাংশই বাণিজ্যিক পোস্টার; রয়েছে রাজনৈতিক নির্বাচনের পোস্টার, প্রদর্শনী, সরাইখানার বিজ্ঞাপন, জমি ভাড়া এবং বিক্রির সংবাদ জ্ঞাপক নোটিশ জাতীয় পোস্টার। পম্পেই নগরীতে নির্দিষ্ট দেয়ালে লাল এবং কালো দু' রঙেই পোস্টার লেখা হতো। প্রাচীন রোম সভ্যতায়ও পোস্টারে রঙের ব্যবহারের প্রমাণ মেলে। গণস্নানাগারে হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ জাতীয় পোস্টারেরও হদিস মেলে। পম্পেই নগরীর

Dhaka University Institutional Repository

একটি বাড়ির দেয়ালে অত্যন্ত ঘন ঘন পোস্টার লাগানো হয়েছিল; অনুমান করা হয়, বিজ্ঞাপনের হোর্ডিংয়ের জন্য যেমন ভাড়া নিতে হয়, পোস্টারের জন্যও তেমন ভাড়া নিতে হতো। পম্পেই নগরীর এই পোস্টার শিল্পের বিকাশে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন এমিলিয়াস সেলার। পম্পেই নগর খনন করে সেলারের একটি পোস্টার পাওয়া গেছে। বিজ্ঞাপনদাতারা যাতে যোগাযোগ করতে পারেন সেজন্য পোস্টারে নিজের ঠিকানাও লিখে দিতেন সেলার। কেবল পম্পেই এবং হার্কুলানিয়াম শহরেই আবিষ্কার হয়েছে এক হাজার ছয়শত নির্বাচনী পোস্টার। পম্পেইয়ের মতো প্রাদেশিক শহরেই পোস্টারের এমন বহুল ব্যবহার থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে রোমের সমৃদ্ধ নগরগুলো, কার্থেজ, আলেকজান্দ্রিয়ার মতো শহরের পথে-ঘাটে পোস্টারের বহুল ব্যবহার ছিল।[১৬]

ষোড়শ শতকে ব্যবসায়ী এবং কারিগররা তাদের দোকান তথা কর্মস্থলের কাছে দোকানের বিজ্ঞাপনস্বরূপ কিছু প্রতীক বা চিহ্ন ঝুলিয়ে দিতে শুরু করে। যেমন: তালাচাবির কারিগরের দোকানের সামনে বিশাল একটি চাবির ছবি, কিংবা দন্তানার কারিগরের দোকানের সামনে দন্তানার ছবি লাগিয়ে রাখা হতো। এই চিহ্নসমূহের মধ্যে ১৫১৬ সালে হ্যানস হলবেনের আঁকা একটি চিহ্ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেখানে একজন স্কুল শিক্ষার্থীর বিজ্ঞাপন ছিল। যিনি শিশু-কিশোর ও বয়স্কদের গ্যারান্টিসহ পড়ানোর বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। হলবেনের আঁকা এই পোস্টারটি আজও বাসেলের জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।[১৭]

১৪৯১ সালে ভাষ্যের সঙ্গে শিল্পীর আঁকা ছবি পোস্টারে সংযোজিত হলে পোস্টারের জগতে প্রথম বিপ্লবটি ঘটে। 'দ্য লাভলি মেলুগিনা' নামক আদিম যৌন আবেদন বিষয়ক একটি গ্রন্থের প্রচারের জন্য প্রকাশক একটি সচিত্র পোস্টার প্রকাশ করেন। ১৫১৮ সালে শিল্পী আলরেখট অল্টড্রোফারের আঁকা লটারির একটি পোস্টারে লক্ষ করা যায় পোস্টারের শুধু কাজের ভূমিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নান্দনিক সূক্ষ্মতা, যা বিজ্ঞাপনকে শিল্পের স্থানে নিয়ে যাওয়ার কুশলতা প্রদর্শন করে। পোস্টারটিতে শিল্পী এঁকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন লটারিটি জালিয়াতির আশঙ্কামুক্ত ও ন্যায়সম্মতভাবেই অনুষ্ঠিত হবে। নিচে ছিল বিভিন্ন পুরস্কারের বিবরণ এবং ক্রেতাদেরকে আকৃষ্ট করতে পুরস্কারগুলোর বাজারমূল্যও লিখে দিয়েছেলেন শিল্পী।[১৮]

১৭৯৫ সালে আলোইস সেনেফেল্ডারের আবিষ্কারের ফলে মুদ্রণ প্রক্রিয়ার দিক থেকে পোস্টার শিল্প এনগ্রেভিং যুগ পেরিয়ে লিথোগ্রাফি যুগে প্রবেশ করে। ফরাসি শিল্পী জুলেস শেরেট (১৮৩৬-১৯৩৩) প্যারিসে নিজের প্রেস থেকে রঙিন লিথোগ্রাফিক পোস্টার ছাপাতে শুরু করেন। তিনি সরাসরি লিথোগ্রাফিক স্টোনে নকশা এঁকে দিতেন এবং ছাপাতেন সেনেফেল্ডার মেশিনে। শেরেট আবিষ্কার করেন 'থ্রি স্টোন লিথোগ্রাফিক' প্রক্রিয়া। লাল, হলুদ ও নীল রঙের তিনটি পাথর রাঙিয়ে তার উপর কালি মাখিয়ে রংধনুর সাতটি রংই তৈরি করে ফেলেছিলেন শেরেট। ১৮৬৭ সালে তিনি পোস্টারে তুলে আনেন প্যারিসের নৈশ জীবন চিত্র ও তৈরি করেন বিখ্যাত অভিনেত্রী সারাহ বার্লহার্টের

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠানের একটি বিজ্ঞাপন। ১৮৭০ সাল নাগাদ পোস্টার মুভমেন্ট ছড়াতে শুরু করল সারাবিশ্বে। ১৮৮৯ সালে শিল্পে নববিপ্লব আনার জন্য পেলেন ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মান 'লিজিয় দ্য নর'।[১৯]

১৮৯১ সালে পোস্টারকে সর্বপ্রথম যথার্থ শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার অসামান্য কৃতিত্ব দেখালেন চিত্রকর অঁরি তুলো লেত্রেক। তিনি 'মুলা রুজ' নাইট ক্লাবের ক্যানভাসে এক নর্তকীর ছবি এঁকেছিলেন। নানা জায়গায় পোস্টারের প্রদর্শনীর আয়োজন হতে লাগল। ইতালিতে ফ্যাশন এবং অপেরা সংক্রান্ত পোস্টার নির্মিত হলো, স্পেনে বুল ফাইটের পোস্টার, হল্যান্ডে সাহিত্য সংক্রান্ত, ব্রিটেন ও আমেরিকায় সার্কাস বিষয়ক পোস্টার সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। প্রথম পোস্টার প্রদর্শনী হয়েছিল ইতালি ও ইংল্যান্ডে ১৮৯৪ সালে। এর পরের প্রদর্শনী হয় ১৮৯৫ সালে জার্মানিতে এবং ১৮৯৭ সালে রাশিয়ায়।[২০]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধের প্রামাণ্য চিত্র নিয়ে পোস্টার নির্মিত হয়। এগুলোকে রাজনৈতিক পোস্টার বলা যেতে পারে। সরাসরি রাজনৈতিক পোস্টার বলা যায় রাশিয়ার ১৯১৯ সালের পোস্টারকে। এসব পোস্টার ছিল ব্যঙ্গাত্মক ধাঁচের। এগুলো আঁকায় কবি মায়াকোভস্কির যথেষ্ট অবদান ছিল।[২১] উনিশ শতকের শেষে প্রকাশনা ব্যবসায় সাফল্য আমেরিকার পোস্টার শিল্পের বিকাশে সহায়তা করে। ১৮৯৫ সালে আমেরিকায় বিশ্বের প্রথম শিল্প প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। 'সেঞ্চুরি' পত্রিকা কভার ডিজাইনের জন্য নিয়মিত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রচ্ছদ চিত্র বাছাই করত এবং এগুলো পোস্টার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। জার্মানি, চীন, রাশিয়ায়ও বিভিন্ন শিল্প আন্দোলনের প্রচার হয়েছে পোস্টারের মাধ্যমেই। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় মাদ্রিদ এবং বার্সেলোনায় নির্মিত পোস্টারগুলো বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী 'আর যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' শীর্ষক পোস্টারটি সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।[২২]

২.৫ বাংলাদেশে পোস্টার শিল্পের বিকাশ

আঠারো শতকের শেষার্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতা দখলের পর যেসব বিলেতি প্রিন্ট বাংলাদেশে আসতে শুরু করেছিল সেগুলোকেই আধুনিক পোস্টারের সূচনা বিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে, উনিশ শতকে মুদ্রণশিল্পের প্রচলনের পর বটতলার ছাপাই ছবিগুলোও পোস্টারের পর্যায়ে পড়ে। কলকাতায় সরকারি আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার (১৮৬৪) পর এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রথম পর্যায়ের ছাত্র অন্নদাপ্রসাদ বাগচীর (১৮৪৯-১৯০৫) নেতৃত্বে কলকাতায় যে আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখান থেকেও প্রচুর দেবদেবীর ছবি, মহামনীষীদের প্রতিকৃতি, পৌরাণিক কাহিনি সংবলিত পোস্টার ছাপা হয়ে বিক্রি হতো বহুল পরিমাণে। এই রকম আরও কিছু আর্ট স্টুডিও পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছিল। এসব স্টুডিওতে প্রধানত লিথো পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো। ব্রিটিশ ভারতে স্বাধিকার আন্দোলনের সময় থেকেই এ দেশে আধুনিক পোস্টারের সূত্রপাত বলে একটি মত প্রচলিত আছে।[২৩] বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে ভারতের মুক্তিকামী

Dhaka University Institutional Repository

জনগণ পোস্টারের মাধ্যমে ব্রিটিশদের শোষণ ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছে। সে সময় 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' – এই বক্তব্যের সপক্ষে অনেক পোস্টার প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, ১৯৩৭-এ হরিপুরা কংগ্রেস উপলক্ষে নন্দলাল বসুর (১৮৮২-১৯৬৬) কাজগুলো উল্লেখ করা যেতে পারে।

দেশবিভাগের পর ঢাকার বর্ধমান হাউসে একটি পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল, যার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু জয় থেকে শুরু করে পাকিস্তান সৃষ্টি পর্যন্ত ঘটনাবলির ধারাবাহিক ইতিহাস। এসব পোস্টারের মূল ড্রয়িং করেছিলেন শিল্পী জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬) এবং রং করেছিলেন শিল্পী কামরুল হাসান। পরে জয়নুল আবেদিন রেখা ও রঙে ফিনিশিং টাচ দিয়েছিলেন।[২৪] এর কিছুকাল পর ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা আর্ট গ্রুপ। ঢাকা আর্ট গ্রুপের প্রথম প্রদর্শনীর পোস্টারে বিহযাদের একটি ড্রয়িংয়ের অনুলিপি ব্যবহার করা হয়েছিল। এই ড্রয়িংটি করেছিলেন কামরুল হাসান।[২৫]

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শিল্পীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। শিল্পী মর্তুজা বশীর ও শিল্পী ইমদাদ হোসেনের করা কয়েকটি পোস্টার উল্লেখযোগ্য।

চলচ্চিত্রের পোস্টার ছাড়াও বহুল প্রচলিত আরেক ধরনের পোস্টার হলো নির্বাচনী পোস্টার। পাকিস্তান আমলে প্রার্থী যে ধর্মেরই হোক না কেন পোস্টারের উপরের অংশে 'আল্লাহু আকবার' কথাটি লেখা থাকত। ১৯৭১ থেকে ৭৫/৭৬ সাল পর্যন্ত নির্বাচনী পোস্টারে শুধু প্রার্থীর নাম ও নির্বাচনী প্রতীক ব্যবহারের প্রচলন ছিল। পরবর্তীকালে প্রার্থীর ছবি ব্যবহারের প্রচলন ঘটে। আশির দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত পোস্টারগুলো এক/দুই রঙের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। আশির দশকের মাঝামাঝি চার রঙের নির্বাচনী পোস্টার ছাপানো শুরু হয়। নির্বাচনী পোস্টার ছাড়াও রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মতাদর্শ ও বিভিন্ন সভা-সমাবেশের সংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে পোস্টার ব্যবহার করতে শুরু করে।

সত্তরের দশক থেকে বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। প্রথম দিকে নাটকের নাম ও অন্যান্য তথ্য সাজিয়ে পোস্টার তৈরি করা হতো। কখনো কখনো আলোকচিত্র ব্যবহার করা হতো। তবে নাটকের বিষবস্তুকে আত্মস্থ করে এর শিল্পিত প্রকাশ দেখা যায় অশোক কর্মকারের হাতে ঢাকা পদাতিকের 'তাল পাতার সেপাই' নাটকের পোস্টারে। পরবর্তীকালে সৃষ্ট আরও অনেক পোস্টার নান্দনিকতার বিচারে উল্লেখযোগ্য। যেমন: মাহবুব আকন্দের ডিজাইনকৃত থিয়েটারের 'এখনও ক্রীতদাস', কাইয়ুম চৌধুরীর করা নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের 'নূরলদীনের সারা জীবন', ব্রিটিশ কাউন্সিলের পৃষ্ঠপোষকতায় থিয়েটার ও নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের যৌথ প্রযোজনা শেক্সপিয়ারের 'ম্যাকবেথ' ও 'টেম্পেস্ট', আরণ্যকের 'সাত পুরুষের ঋণ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। থিয়েটারের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটকে কুশীলবদের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। সব পোস্টারে

Dhaka University Institutional Repository

কুশীলবদের ছবি ব্যবহার করা হয় না। নাটকের বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কখনো ড্রয়িং, কখনো জলরং, কখনো আলোকচিত্র ব্যবহার করা হয়।

চলচ্চিত্র, নাটক বা নির্বাচনী পোস্টার ছাড়াও আরও অনেক ধরনের পোস্টার বাংলাদেশে বহু দিন যাবৎ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিভিন্ন পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের জন্য পোস্টারের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এ ধরনের পোস্টারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নারী বা পুরুষ মডেলের ব্যবহার। বাংলাদেশে মূলত আশির দশক থেকে পোস্টারসহ অন্যান্য বিজ্ঞাপনে মানুষের আলোকচিত্র ব্যবহার করা হচ্ছে।

এছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস ও উৎসব উপলক্ষে মানসম্পন্ন পোস্টার প্রকাশিত হয়। নজরুল বা রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রাষ্ট্রীয়ভাবে নানা উৎসবের আয়োজন করা হয় এবং এসব উৎসবে চমৎকার পোস্টার প্রাকাশিত হয়।

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে কিছু আকর্ষণীয় পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে। এসব পোস্টারে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য, কৃষক, পশুপাখি, প্রত্নস্থান ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য এসব পোস্টার প্রকাশ করা হয়।

বাণিজ্যিক প্রয়োজন ছাড়াও সামাজিক ও সেবামূলক কার্যক্রমে পোস্টারের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এসব পোস্টার প্রকাশ করে থাকে।

পোস্টার শিল্পের ক্রমবিকাশ এ দেশে কীভাবে ঘটল, তার পটভূমি কী ছিল তা এই গবেষণার জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। শুধু পোস্টারের জন্যই পোস্টার নয় বা কেবল ব্যবসায়িক প্রচারের মাধ্যম হিসেবেই এ দেশে পোস্টারের প্রচলন হয়নি। এ দেশে পোস্টারের মূল উৎসের সৃষ্টি হয়েছিল বাংলার সাত কোটি মানুষের সংগ্রামের ভেতর দিয়ে।

১৯৪৭ সালে মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রবল প্রভাবে পাকিস্তানের জন্ম হয়। কিন্তু বছর না ঘুরতেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনার স্থলে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদী' আন্দোলন প্রকৃত রূপ পেতে থাকে। এই আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পীদের ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততা ছিল। তৎকালীন শিল্পীরা প্রতিবাদের ভাষাস্বরূপ পোস্টারকে অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন। সংগ্রামী বাঙালির বিভিন্ন দাবি–দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে সভা-সমাবেশ ও মিছিলে এসব পোস্টার ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে পোস্টার শিল্পের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সাথে দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসও লীন হয়ে গেছে। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, '৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন তথা বাংলাদেশের সংগ্রামমুখর ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে পোস্টার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। রাজনৈতিক আন্দোলন ও দাবি আদায়ের

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনের জন্য এবং নানা বিষয়ের প্রচার ও প্রসারের জন্য পোস্টারের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

নানাবিধ আধুনিক সুবিধার প্রচণ্ড অভাব সত্ত্বেও বাংলাদেশের শিল্পীদের পোস্টার চিত্র ক্ষেত্রবিশেষে আন্তর্জাতিক সম্মান পাওয়ার অধিকারী। কোনো শক্তিই এই শিল্পীদের অভিযানকে রুদ্ধ করতে পারেনি। বাধা যত এসেছে, শিল্পীদের অনুশীলন ততই প্রখর হয়ে উঠেছে। কি আঙ্গিক, কি চিন্তাধারা–সব ক্ষেত্রেই।[২৬]

২.৬ পোস্টারের প্রয়োজনীয়তা

চিত্রকলার একটি অন্যতম বিভাগ হিসেবে পোস্টারের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তার শিল্পমূল্যও রয়েছে। কোনো কিছু সম্পর্কে প্রচারের জন্য পোস্টার অত্যন্ত জনপ্রিয় মাধ্যম। সাধারণত দুটি উদ্দেশ্যে পোস্টার ব্যবহার করা হয়।

১. কোন পণ্যের প্রচারণা (campaign) করার জন্য

২. বিভিন্ন অনুষ্ঠানে (event) এর প্রচারের জন্য

পোস্টারের মাধ্যমে কম সময়ে স্বল্প খরচে জনগণের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়া যায়। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম সফল করার জন্য পোস্টার প্রকাশ করে থাকে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, বিভিন্ন এনজিও পোস্টারের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করার প্রয়াস চালায়। রাজনৈতিক আন্দোলনসহ বিভিন্ন জনস্বার্থ সংবলিত আন্দোলনকে সফল করতে পোস্টারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও নিজ দলের পক্ষে প্রচারণার জন্য পোস্টার ব্যবহার করে থাকে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও পোস্টার বহুল ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন উৎসবের প্রচারের জন্য, নাটকের প্রতি দর্শককে আকৃষ্ট করার জন্য, চলচ্চিত্রের এবং বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রচারের জন্য পোস্টার অপরিহার্য।

২.৭ পোস্টারের উপাদানসমূহ

একটি আদর্শ পোস্টারের কিছু মূল উপাদান রয়েছে। যেমন:

২.৭.১ শিরোনাম/ক্যাপশন/শ্লোগান

ক্যাপশন একটি পোস্টারের চুম্বকীয় বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ একটি আকর্ষণীয় ও যথোপযুক্ত ক্যাপশন অতি সহজে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। ক্যাপশন/শ্লোগান হলো পোস্টারের ভিত্তি। প্রতিটি পোস্টারের একটি শ্লোগান থাকে, শ্লোগান ছাড়া পোস্টার হয় না। শ্লোগান ছাড়া পোস্টার মৃত। পোস্টারের ক্যাপশন মধুর, অর্থপূর্ণ ও সহজবোধ্য হতে হবে। বিষয়বস্তুর প্রেক্ষাপট এবং বিষয়বস্তুর সহজ-সরল উপস্থাপনই ক্যাপশনকে নান্দনিক করে তুলতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

কোকাকোলা যখন প্রথম বের হলো, তখন গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্মকালের পর কোকাকোলার মালিক চিন্তা করল বারো মাস চালানো যায় কীভাবে। অনেক প্রতিষ্ঠানকে জানানো হলো, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিল, কোকাকোলা সারা বছর খাওয়ানোর জন্য কী শ্লোগান দেওয়া যেতে পারে। তখন অনেক পোস্টারের মাঝে একটা পোস্টার পাওয়া গেছে, তার ভাবনাচিন্তাটা হলো– বারো মাস কোকাকোলার উপযোগ ধরে রাখা। পোস্টারটিতে background-এ বরফ পড়ছে। একটি গাড়ি এবং একটি মেয়ে। গাছপালা বরফে ঢাকা, বোঝা যায় যে ঠাণ্ডা। মেয়েটি কোকাকোলার বোতল খুলে খাচ্ছে। ক্যাপশন দেওয়া হলো 'তৃষ্ণার কোনো ঋতু নেই'।

পোস্টারে যদি টেক্সট খুব বেশি থাকে তাহলে দর্শক যদি রাস্তার অন্য পাশে থাকেন তাকে রাস্তার এপাশে এসে পড়তে হয়। সেজন্য পোস্টারে ছোট টেক্সটের কোনো প্রয়োজন নেই। পোস্টারে বড় একটা হেডিং বা সাব-টাইটেল দরকার। চলন্ত অবস্থায় যেন একজন দর্শক পোস্টারটা দেখে মেসেজটা নিয়ে নিতে পারে এবং পরপর কয়েকবার পড়ার পর ওনার মধ্যে বিষয়টা সম্পর্কে ধারণা চলে আসে। তিনি যদি পোস্টার সম্পর্কে আগ্রহী হন, তখন তিনি পোস্টারের কাছে আসবেন, যদি ছোট কোনো টেক্সট থাকে বা কোনো ঠিকানা থাকে, তিনি মনে রাখবেন, প্রয়োজনে লিখেও নিতে পারেন। পোস্টারের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে একজন দর্শককে প্রাথমিক তথ্য প্রদান করা/কম্যুনিকেট করা।

২.৭.২ বিষয়বস্তুকে দৃশ্যমান করে তোলা (visualization)

আলোকচিত্র, শিল্পকর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করা। পোস্টারের বিষয়বস্তুর নান্দনিক উপস্থাপনের জন্য উপযুক্ত visualization অত্যন্ত জরুরি। পোস্টারে বিভিন্নভাবে ছবি সংযোজন করা যেতে পারে। ফটোগ্রাফ বা হাতে আঁকা ছবি সাধারণত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যে ধরনের ছবিই হোক না কেন, তা নান্দনিক হওয়া চাই, অর্থাৎ যা দর্শকের হৃদয়ে আনন্দ দেবে, তার চোখকে পীড়া দেবে না। অর্থাৎ নান্দনিকতা বজায় রেখেই পোস্টার করতে হবে।

আলোকচিত্র (Photograph) বিভিন্ন রকম হতে পারে। সাদা-কালো হতে পারে, রঙিন হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে সাদা-কালো আলোকচিত্র সর্বাধিক উপযোগী ও নান্দনিক বলে মনে হয়। আবার রং (Color)-এর মাধুর্য এক রকম। পোস্টারের ধরন অনুযায়ী রং ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন: সিনেমার পোস্টারের রং আর painting-এর রং আলাদা। সিনেমার পোস্টারে টোনের variation কম। সবার দৃষ্টি একরকম না, তাই উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে (target population) মাথায় রেখে পোস্টার তৈরি করতে হবে। বস্তিবাসীকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে নির্মিত পোস্টার আর যারা বিজ্ঞ পণ্ডিতজন, শিক্ষিত সমাজের জন্য নির্মিত পোস্টার ভিন্ন হবে। তবে সবখানেই সামঞ্জস্য বজায় রাখা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

২.৭.৩ আনুষঙ্গিক তথ্য (Subtext)

ক্যাপশন বা শিরোনামের পরে স্থান, তারিখ ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য। ক্যাপশনের পরে সাধারণত অপেক্ষাকৃত ছোট হরফে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা হয়। যেমন: কোনো অনুষ্ঠানের ভেন্যু, তারিখ, স্থানের সংক্ষিপ্ত তথ্য দেওয়া হয়।

২.৭.৪ প্রতিষ্ঠানের নাম ও লোগো

যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পোস্টার প্রকাশিত হয় তার নাম ও লোগো পোস্টারের নিচের দিকে সাধারণত উল্লেখ করা হয়। এটা ওই প্রতিষ্ঠানের প্রচার ও প্রসারে সহায়তা করে। প্রতিষ্ঠানের লোগোর সাথেও সাধারণ মানুষের পরিচিতি ঘটে।

২.৮ পোস্টারের প্রকারভেদ

বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক এবং বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ইস্যু নিয়ে সর্বাধিক পোস্টার লক্ষ করা যায়। বিষয়বস্তুর তারতম্যের কারণে পোস্টারের ডিজাইন, আকার ও শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি, তথা সব কিছু ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই প্রধানত তিনভাবে বিভিন্ন প্রকার পোস্টারের শ্রেণিবিভাগ করা যেতে পারে।

২.৮.১ নির্মাণ কৌশলের ভিত্তিতে

২.৮.২ ব্যবহারের স্থানের ভিত্তিতে

২.৮.৩ বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে

২.৮.১ নির্মাণ কৌশলের ভিত্তিতে

শিল্পের বৈচিত্র্য, উপকরণের পার্থক্য, হরফের নানা রকম ব্যবহার, রঙের নানাবিধ প্রয়োগ ইত্যাদি কারণে পোস্টারের বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। নির্মাণ কৌশলের উপর ভিত্তি করে পোস্টারকে নিম্নলিখিত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

২.৮.১.১. টাইপোগ্রাফিক

২.৮.১.২. ইলাস্ট্রেটিভ

২.৮.১.৩. ফটোগ্রাফিক

২.৮.১.৪. মিশ্র

Dhaka University Institutional Repository

২.৮.২. ব্যবহারের স্থানের ভিত্তিতে পোস্টার দুই প্রকার :

২.৮.২.১ ইনডোর বা ডমিস্টিক পোস্টার

২.৮.২.২ আউটডোর বা স্ট্রিট পোস্টার

২.৮.৩ বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে

বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকার পোস্টার লক্ষ করা যায় :

২.৮.৩.১ রাজনৈতিক পোস্টার

২.৮.৩.২ বাণিজ্যিক পোস্টার

২.৮.৩.৩ নাটকের পোস্টার

২.৮.৩.৪ চলচ্চিত্রের পোস্টার

২.৮.৩.৫ উন্নয়নমূলক/শিক্ষামূলক পোস্টার

২.৮.৩.৬ অন্যান্য পোস্টার

২.৮.১.১ টাইপোগ্রাফিক পোস্টার

যেসব পোস্টার কেবল টাইপোগ্রাফি বা হরফকে গুরুত্ব দিয়ে তৈরি হয় সেগুলোকে টাইপোগ্রাফিক পোস্টার বলা হয়। এতে কোনো প্রকার ছবি বা নকশা থাকে না। পোস্টারের বক্তব্য লিখে প্রকাশ করা হয় এবং লেখার কৌশলটাই এখানে মুখ্য বিষয়। এসব পোস্টারে শুধু text থাকে। এখানে টাইপটাই কথা বলে। সুতরাং এখানে টাইপোগ্রাফির গুরুত্ব অপরিসীম।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২.১ : টাইপোগ্রাফিক পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

উপরোক্ত পোস্টারের টাইপোগ্রাফিতে দেখা যাচ্ছে, প্রথমত 'মুক্তিযোদ্ধা' শব্দটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; এবং লাল রঙের টাইপোগ্রাফির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, লাল রং দেখা যাচ্ছে, যথাক্রমে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক এই শব্দগুলো গঠনে। এছাড়া প্রতীয়মান, সবুজ রং আছে দুটি শব্দ 'বাংলাদেশের' ও 'সকলেই আজ'। বিষয়টি এমন, টাইপোগ্রাফিটি থিমেটিক আবহ নিয়ে উপস্থিত। যেখানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার লাল ও সবুজ রঙের যে সংমিশ্রণ, তাকেই প্রতীকায়িত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি স্বাধীন দেশের জন্য যে আলাদা মানচিত্র ও পতাকা থাকা আবশ্যক, সেই পতাকার রঙের চেতনায় মিশে আছে যে ঐক্য, যা জাতীয়তার আধার, তাকে প্রকারান্তরে সবুজ প্রকৃতি-শ্যামলিমা ও শহীদের, শ্রমিকের, কৃষকের ইত্যাদি শ্রেণির রক্তের যে প্রবাহ তার সঙ্গে প্রোথিত করা হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে নানা শ্রেণিপেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেছে, যা ঐতিহাসিক সত্য, ফলে এই পোস্টারে তাদের সংগঠিত করার জন্য যে ভাষাগত ও টাইপোগ্রাফিক প্রয়োগ তা এ ধরনের নির্যাতিত ও শোষিতদের শ্রেণিচেতনা তৈরির মাধ্যমে এই বিরাট শ্রেণিকে স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্দীপ্ত, উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল। ফলে একটি সাধারণ পোস্টার হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার। এই পোস্টার দেখে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে জনমত যেমন তৈরি হয়েছিল, তেমনি এই যুদ্ধ যে এই শ্রেণিটির জন্য সুফল বয়ে আনবে তারও প্রত্যক্ষ বয়ান ও প্রতিশ্রুতি এই টাইপোগ্রাফিক পোস্টার।

Dhaka University Institutional Repository

২.৮.১.২ ইলাস্ট্রেটিভ পোস্টার

যেসব পোস্টারে টাইপোগ্রাফিকে গৌণ করে দিয়ে কোনো বর্ণনামূলক ছবিকে মুখ্য হিসেবে তুলে ধরা হয় সেগুলোকে ইলাস্ট্রেটিভ পোস্টার বলা হয়। পোস্টারের বিষয়বস্তুকে এখানে ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের পোস্টার শিল্পের ভাণ্ডারে অসংখ্য ইলাস্ট্রেটিভ পোস্টার অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে; এসব পোস্টারের ছবিগুলো হাজার কথার থেকেও অধিক বক্তব্য তুলে ধরতে সক্ষম।

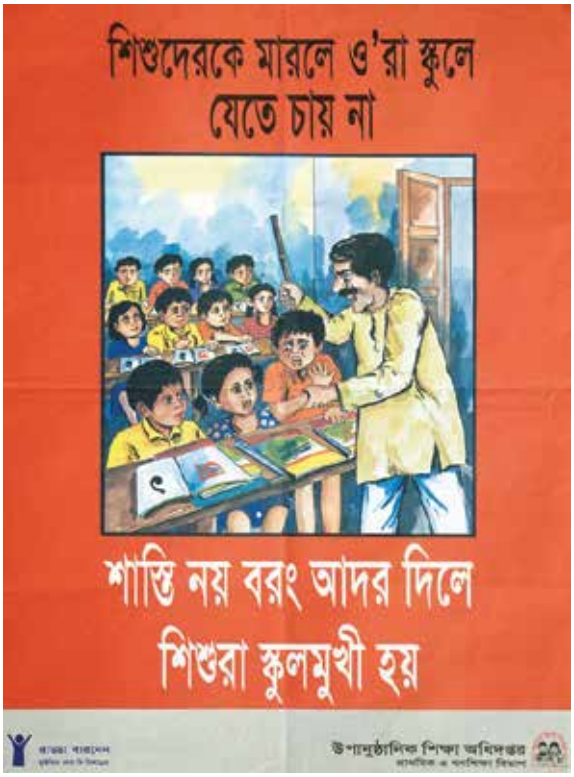

চিত্র ২.২ : ইলাস্ট্রেটিভ পোস্টার; সূত্র :[২৭]

চিত্র ২.২-এ দেখা যাচ্ছে, ইলাস্ট্রেটিভ পোস্টারটিতে বাণী বা উপদেশ প্রচার করা হয়েছে, যার লক্ষ্য প্রধানত সচেতনতা তৈরি। দুটি উপদেশমূলক বাক্যের মাঝে ব্যবহার করা হয়েছে একটি ইলাস্ট্রেশন। যাতে দেখা যাচ্ছে, শ্রেণিকক্ষে বেত হাতে শিক্ষক, তিনি সম্মুখে বসা শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তা উঁচিয়ে ধরেছেন। আরও লক্ষণীয়, শিক্ষার্থীরা ভীতসন্ত্রস্ত। তাদের মুখে বা চেহারায় ভয়ের অভিব্যক্তি।

একটা সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাথমিক, মাধ্যমিক এমনকি উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের প্রহার বা শাস্তির মাধ্যমে শিক্ষাদানের রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। বিশেষ করে দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে এই দশা বেশি বিরাজমান ছিল। এটা যে প্রচলিত ছিল তা আলাদা করে তথ্য উপস্থাপন করে বলার প্রয়োজন হয় না, এই পোস্টারই তার প্রমাণ। পোস্টারটির মাধ্যমে এ রকম প্রহার বা শাস্তির ব্যবস্থাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। মূলত শিক্ষক, অভিভাবকদের সচেতন করাই এই পোস্টারের উদ্দেশ্য। ইলাস্ট্রেটিভ পোস্টারের মূল ধরন হচ্ছে তাতে

Dhaka University Institutional Repository

ইলাস্ট্রেশন প্রাধান্য পাবে। পোস্টারের বেশি অংশ জুড়ে থাকবে ইলাস্ট্রেশন। এ ক্ষেত্রেও তা পরিলক্ষিত। আর এই ইলাস্ট্রেশন দেখে প্রান্তিক বা গ্রামীণ যে জনগোষ্ঠী রয়েছে যারা পড়তে জানেন না, নিরক্ষর, তারা ছবি দেখেই বুঝে যাবেন এটি প্রচারের উদ্দেশ্য। এমনকি এই পোস্টারটির ইলাস্ট্রেশন দেখে অন্য ভাষাভাষীর যে কেউ অনায়াসেই বুঝতে সক্ষম হবেন পোস্টারটির বিষয় বা কনটেন্ট সম্পর্কে। ছবিটি তাদের সচেতন করার পাশাপাশি মর্মমূলে আঘাত করবে। ফলে অযাচিত প্রহার, শাস্তিদান ইত্যাদির পরিবর্তে শিশুদের স্কুলমুখী করার জন্য একমাত্র আদরই হতে পারে পাথেয় তার নমুনা পেশ করা হয়েছে এই ইলাস্ট্রেটিভ পোস্টারের মাধ্যমে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের বরাতে মূলত এই তথ্যও প্রচারিত হয়েছে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা কখনোই ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষা দেয় না, বরং কোমলমতী শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশে এটাই পরামর্শ যে, আদর বা বুঝিয়ে-শুনিয়ে পরিচালিত করলে শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে, সুনিবিড় পরিচর্যায় বেড়ে উঠবে।

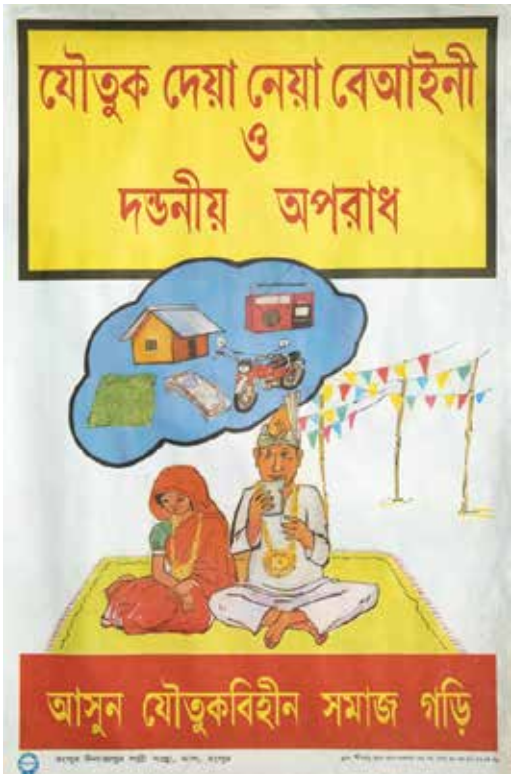

চিত্র ২.৩ : ইলাস্ট্রেটিভ পোস্টার; সূত্র :[২৮]

চিত্র ২.৩-এ দেখা যাচ্ছে, ইলাস্ট্রেটিভ পোস্টারের মাধ্যমে ঘৃণ্য ও সামাজিক ব্যাধি যৌতুক প্রথাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। যৌতুক দেওয়া-নেওয়া বেআইনি ও দণ্ডনীয় অপরাধ–ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে। সেইসঙ্গে যৌতুকবিহীন সমাজ গড়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এক্ষেত্রে ইলাস্ট্রেশনে যৌতুক ব্যাপারটি যাতে যে কেউ পোস্টারটি দেখলে সহজেই বুঝতে পারেন সেজন্য নগদ টাকাসহ বিভিন্ন পণ্যের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে, আবার যা কিনা দেখানো হয়েছে বরের চিন্তায় বা স্পষ্ট করে বললে অবচেতন। যেন সে কনেকে গুরুত্ব না দিয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে এসব যৌতুককে। বিয়ের আসরে কনের পাশে বসে বরের এ ধরনের কুচিন্তা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও জঘন্যতম বিকৃত রুচির বহিঃপ্রকাশ।

Dhaka University Institutional Repository

২.৮.১.৩ ফটোগ্রাফিক পোস্টার

যেসব পোস্টারে বিষয়বস্তুকে আলোকচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় সেগুলো ফটোগ্রাফিক পোস্টার। এই প্রক্রিয়ায় বিষয়বস্তুকে প্রত্যক্ষভাবে তুলে ধরা যায়।

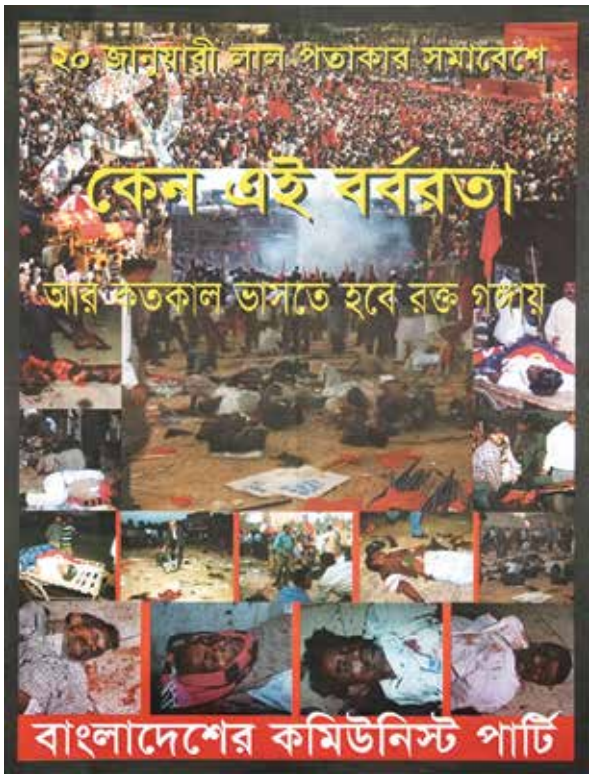

চিত্র ২.৪ : ফটোগ্রাফিক পোস্টার; সূত্র :[২৯]

চিত্র ২.৫ : ফটোগ্রাফিক পোস্টার সূত্র :[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

২.৮.১.৪ মিশ্র

যেসব পোস্টার তৈরির ক্ষেত্রে উল্লেখিত কৌশলগুলোর মধ্যে একাধিক কৌশল একসাথে প্রয়োগ করা হয় সেগুলো এই পর্যায়ে পড়ে। পোস্টার শিল্পীরা মিশ্র প্রক্রিয়ায় সহজেই তাদের বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন।

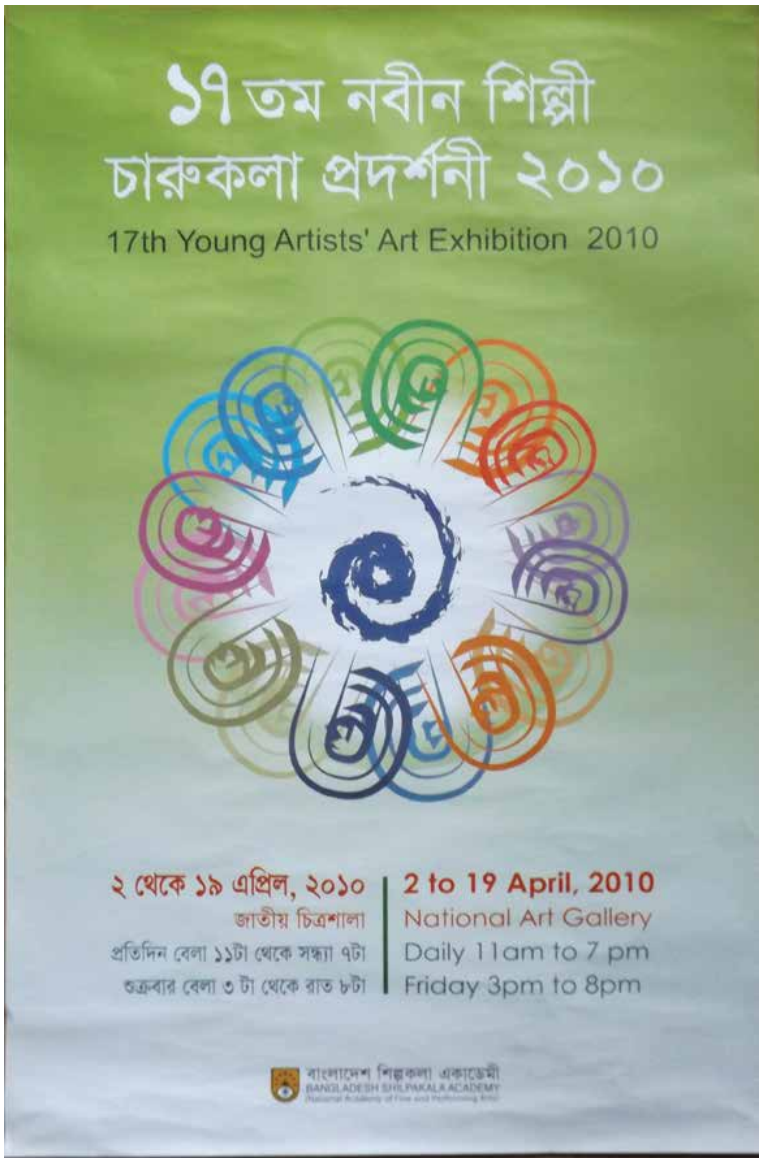

চিত্র ২.৬ : মিশ্র পোস্টার, সূত্র : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

২.৮.২ ব্যবহারের স্থানের ভিত্তিতে পোস্টার দুই প্রকার–

২.৮.২.১ ইনডোর বা ডমিস্টিক পোস্টার

২.৮.২.২ আউটডোর বা স্ট্রিট পোস্টার

Dhaka University Institutional Repository

ঘরের জন্য যে পোস্টার অর্থাৎ ইনডোর পোস্টার সীমিত সংখ্যক লোকের জন্য। যেমন : কোনো ব্যাংক, হাসপাতাল, শিল্পকারখানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস বা যেকোনো প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পোস্টার থাকতে পারে। এসব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য ব্যবহার করে।

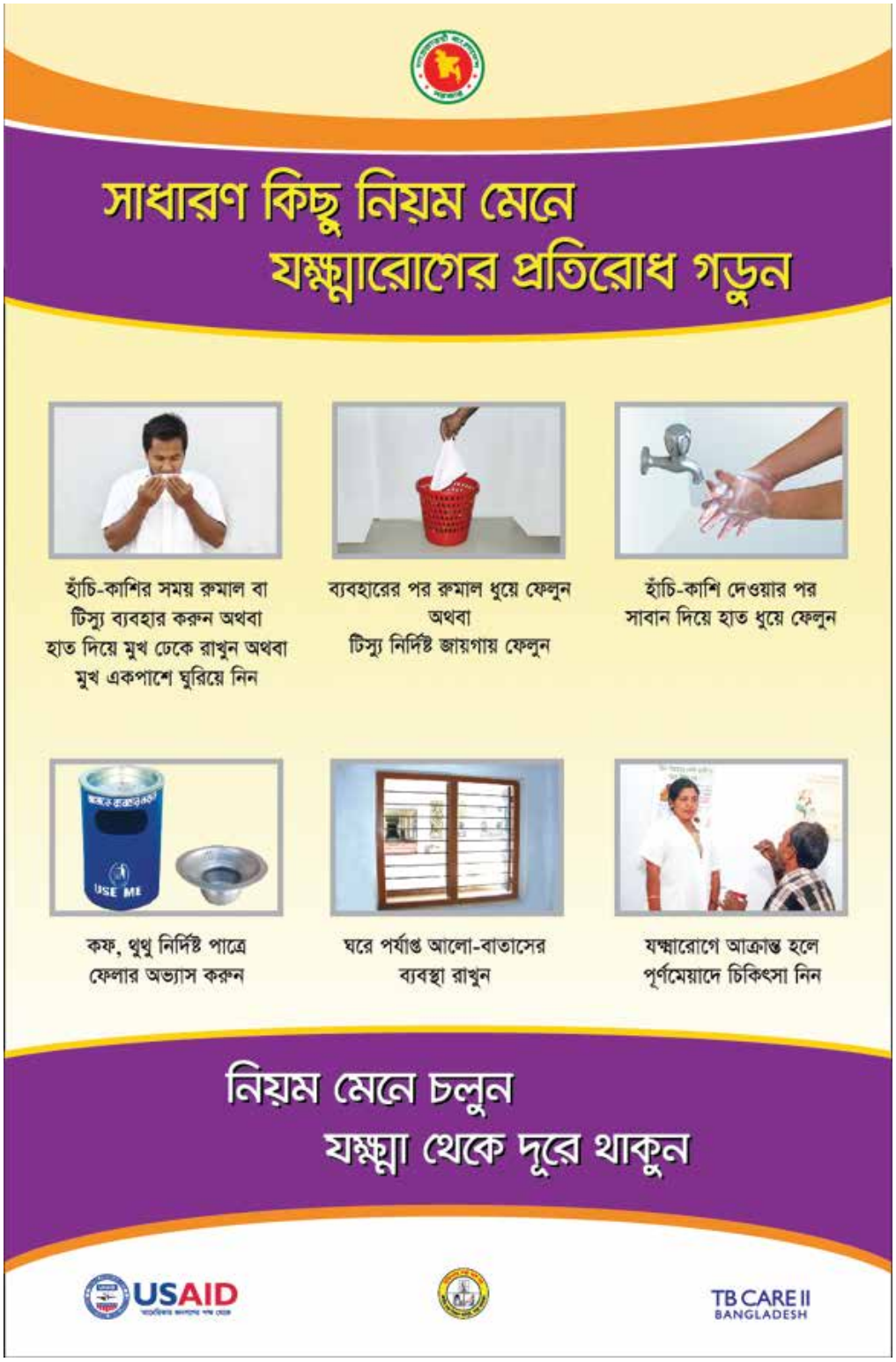

চিত্র ২.৭ : ইনডোর পোস্টার সূত্র : ব্যক্তিগত সংগ্রহ

Dhaka University Institutional Repository

২.২ আউটডোর পোস্টার

আউটডোর পোস্টার হচ্ছে বাইরে অর্থাৎ রাস্তার পাশের দেয়াল, যাত্রীছাউনি, ভবনের বাইরের দেয়াল, বাস টার্মিনাল, রেলস্টেশন, লঞ্চঘাট প্রভৃতি স্থানে যেসব পোস্টার লাগানো হয়।

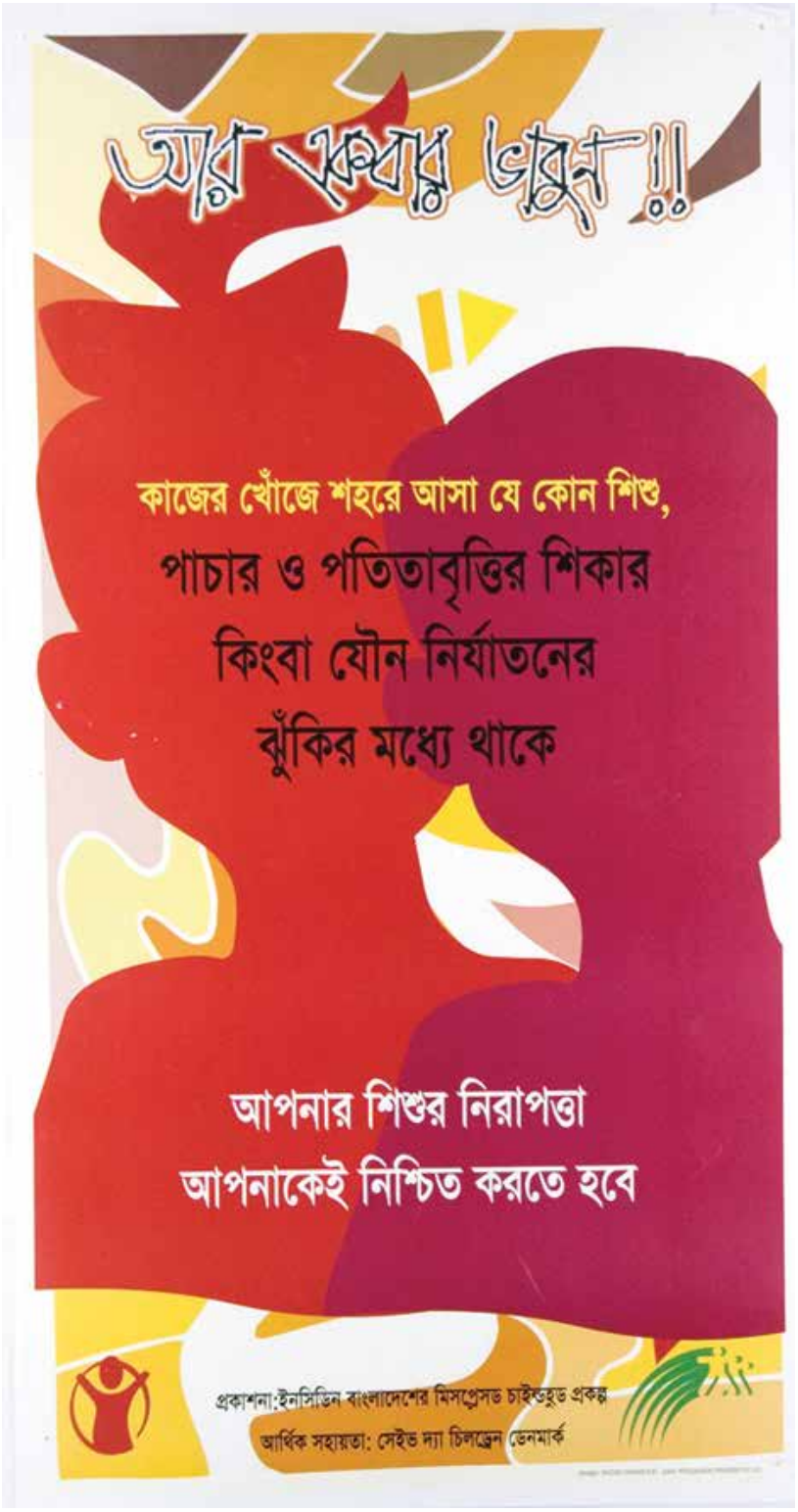

চিত্র ২.৮ : আউটডোর পোস্টার; সূত্র :[৩১]

Dhaka University Institutional Repository

২.৮.৩.১ রাজনৈতিক পোস্টার

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রচারণার সহজ ও সফলতম মাধ্যম হলো পোস্টার। বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে কিছু যুগান্তকারী পোস্টারের নিদর্শন পাওয়া যায় যা সমগ্র দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং বিশ্ববাসীর নজরও কেড়েছিল। এ ধরনের পোস্টারগুলো রাজনীতির চাকাকে সচল রাখতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

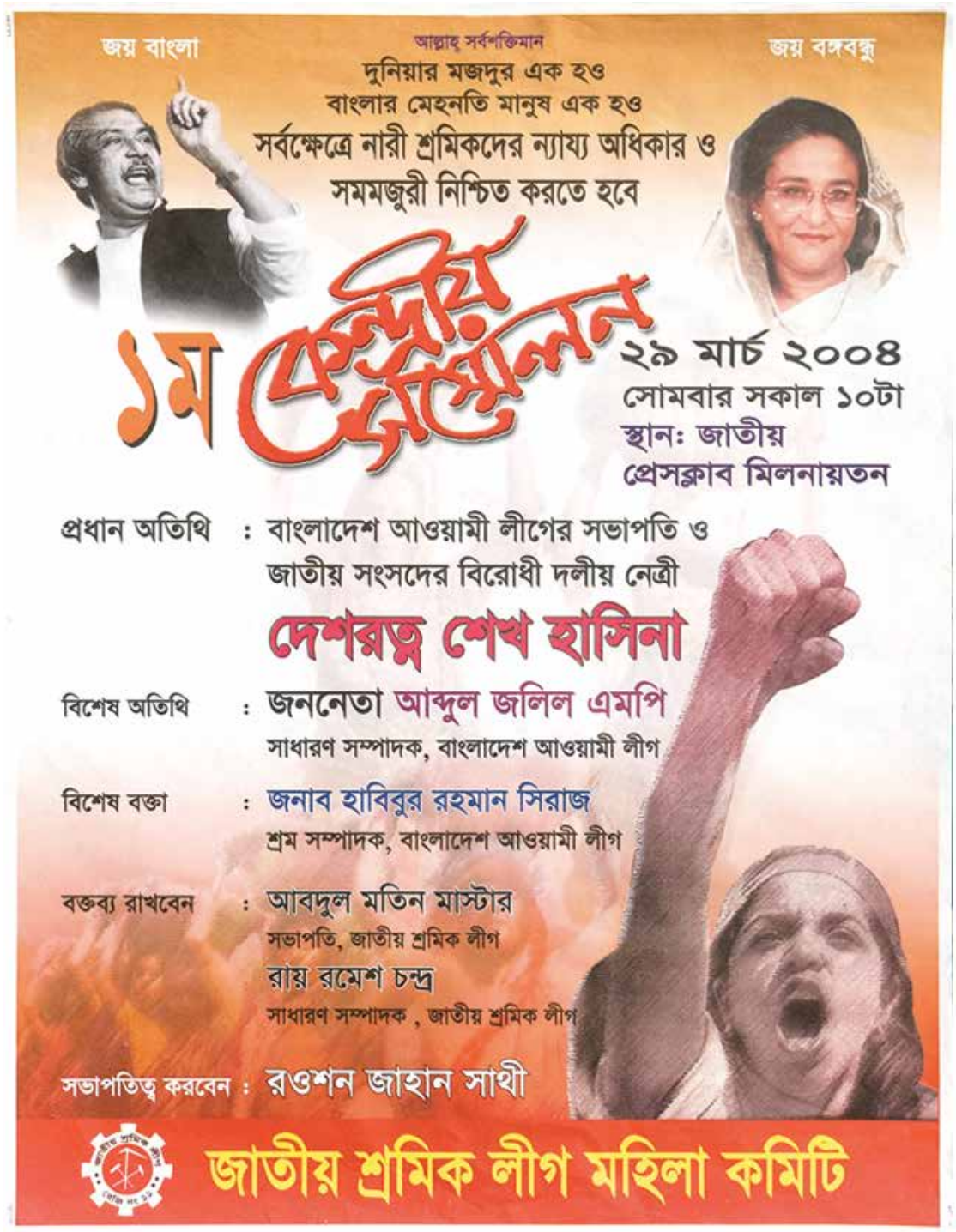

চিত্র ২.৯ : রাজনৈতিক পোস্টার; সূত্র :[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

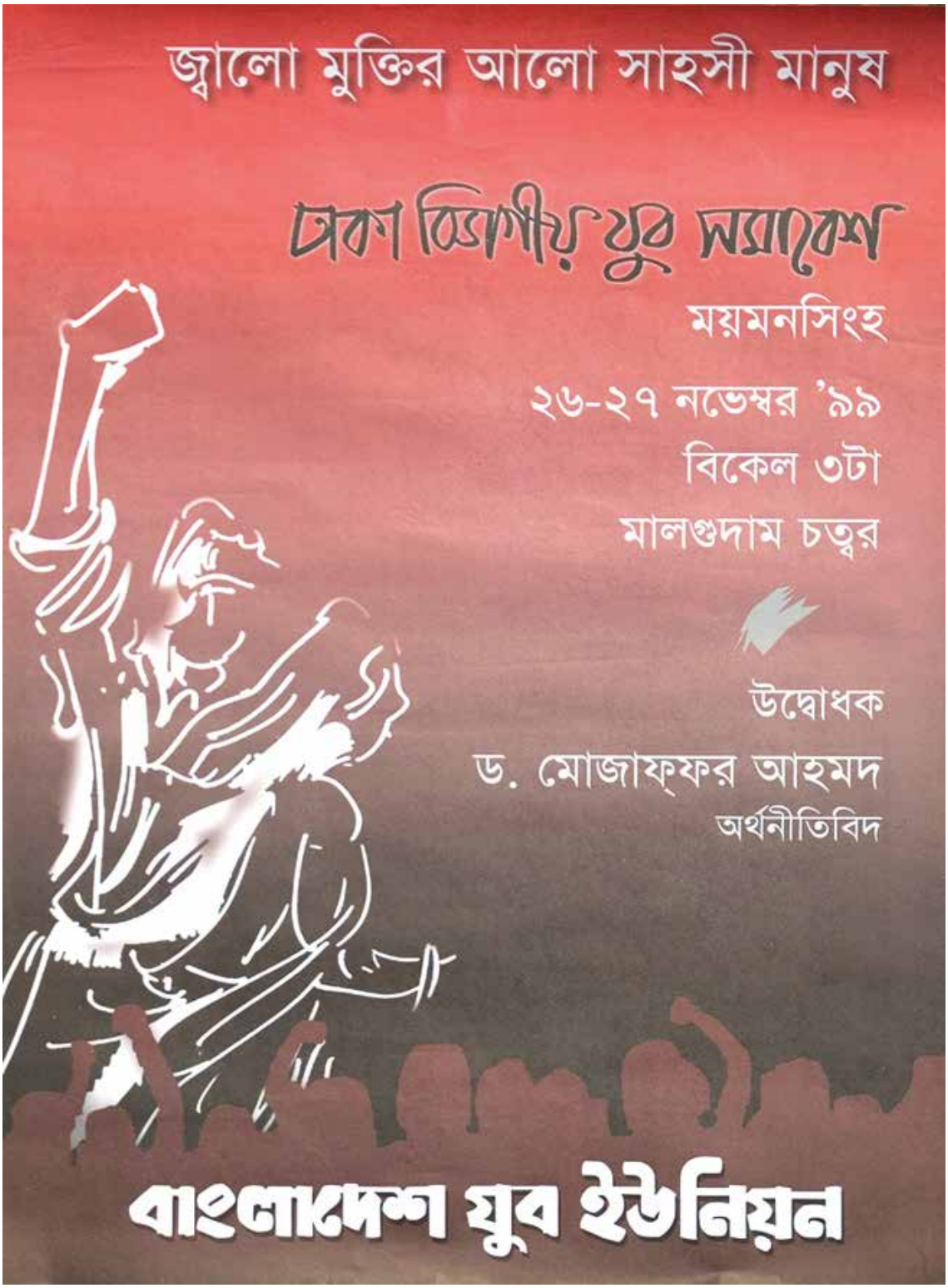

চিত্র ২.১০ : রাজনৈতিক পোস্টার; সূত্র :[৩৩]

২.৮.৩.২ বাণিজ্যিক পোস্টার

বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো পণ্য বিপণন বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্নভাবে প্রচার চালায়। সর্বস্তরের মানুষকে অবহিত করার জন্য তারা বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে পোস্টার ব্যবহার করে থাকে। তুলনামূলক কম ব্যয়বহুল হওয়ায় এর

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের পোস্টার ব্যবহার করে থাকে। শিল্পসম্মত ও আকর্ষণীয় পোস্টার যেকোনো পণ্যের বিপণন বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং একই সাথে কোম্পানির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে। উল্লেখ্য, এ ধরনের পোস্টারগুলোর মধ্যে এমন অনেক পোস্টার রয়েছে শিল্প-মানের বিচারে যা অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং এগুলো শিল্পকলার ক্ষেত্রে চিরন্তন স্থান অধিকার করে নেয়।

চিত্র ২.১১ : বাণিজ্যিক পোস্টার; সূত্র :[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

২.৮.৩.৩ নাটকের পোস্টার

শিল্পকলার একটি অন্যতম শাখা হলো নাট্যকলা। বাংলাদেশের মানুষের কাছে এটি একটি জনপ্রিয় বিনোদন মাধ্যম। কোনো নাটক অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে তার প্রচারণার জন্য পোস্টার অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে। পোস্টারের মাধ্যমে দর্শককে অনুষ্ঠিতব্য নাটকের স্থান, সময়, শিল্পীদের পরিচয় তথা ঐ নাটক সম্পর্কে এক নজরে একটি ধারণা দেয়া হয়। অর্থাৎ দর্শককে আকৃষ্ট করতে পোস্টার সহায়তা করে থাকে। নাটকের পোস্টার শিল্পকলার ভাণ্ডারকেও সমৃদ্ধ করে তোলে।

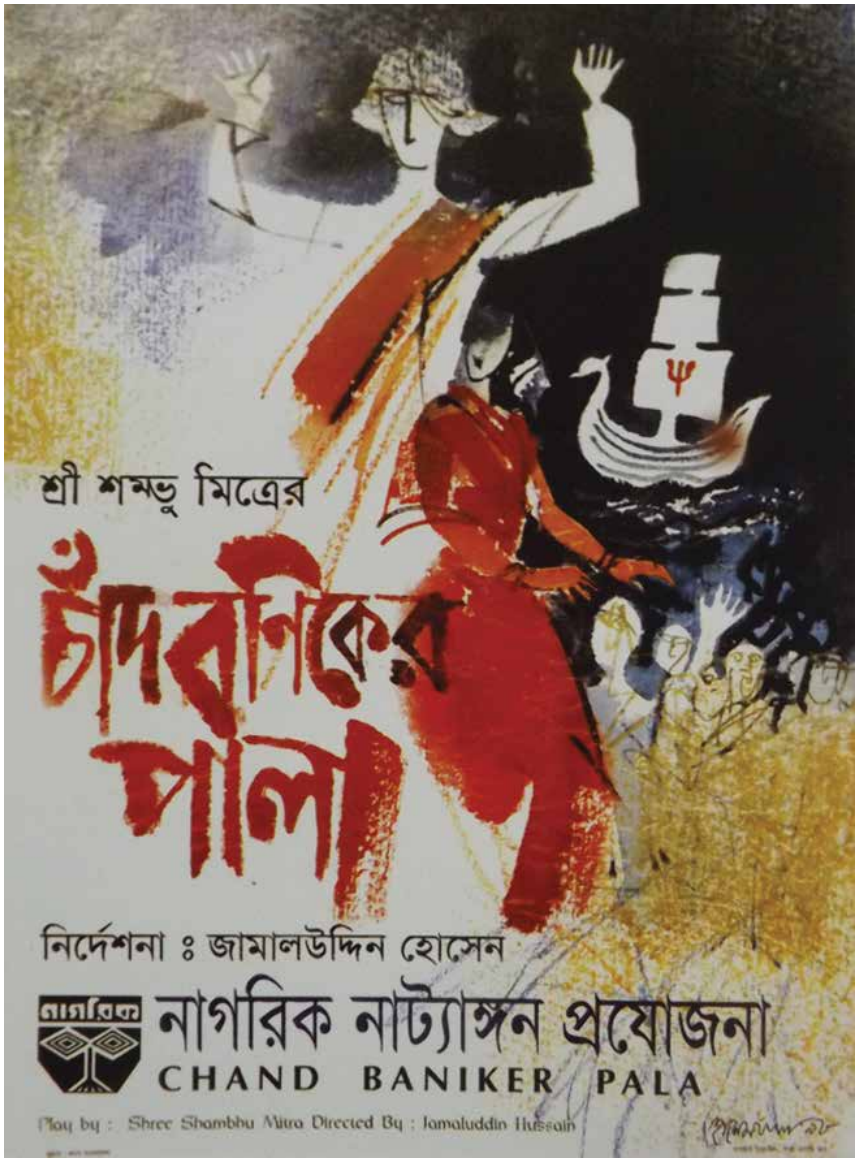

চিত্র ২.১২ : নাটকের পোস্টার; সূত্র :[৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

২.৮.৩.৪ চলচ্চিত্রের পোস্টার

চলচ্চিত্রের সাথে পোস্টারের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। চলচ্চিত্রের পোস্টার জনসাধারণকে ওই চলচ্চিত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে সহায়তা করে। পোস্টারের প্রকাশ ব্যতীত চলচ্চিত্রের মুক্তি আজও কল্পনাতীত। একটি আকর্ষণীয় পোস্টার দর্শককে সিনেমা হলে যেতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। প্রতিটি চলচ্চিত্রের বাণিজ্যিক সফলতা এনে দিতে পোস্টারের ভূমিকা অপরিসীম। তবে সবার দৃষ্টি এক রকম না। পোস্টার প্রকাশের জন্য উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নন্দনতত্ত্বের বোধ কতটা রয়েছে সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়। দেখতে হবে তার জ্ঞানের পরিধি কতটুকু। সব শ্রেণির লোকের জন্য নন্দনতত্ত্ব নয়। অতি সাধারণ মানুষের জন্য নির্মিত চলচ্চিত্রের পোস্টার আর বিজ্ঞ পণ্ডিতজন ও শিক্ষিতসমাজের জন্য নির্মিত চলচ্চিত্রের পোস্টার ভিন্ন হয়ে থাকে।

বিজ্ঞ ও শিক্ষিত শ্রেণির জন্য নির্মিত চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু কখনো ইতিহাস নির্ভর বা কিছুটা শিল্পনির্ভর অর্থাৎ ধ্রুপদী ঘরানার হয়ে থাকে। তাই এসব চলচ্চিত্রের পোস্টারও অনুরূপ শৈল্পিক গুণসম্পন্ন, কখনো বিমূর্ত বা গভীর অর্থপূর্ণ হয়ে থাকে, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতি সাধারণ মানুষের চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্য নির্মিত হয় না; বরং শিল্পবোধসম্পন্ন, শিক্ষিত শ্রেণিকে উদ্দেশ্য করে নির্মাণ করা হয়।

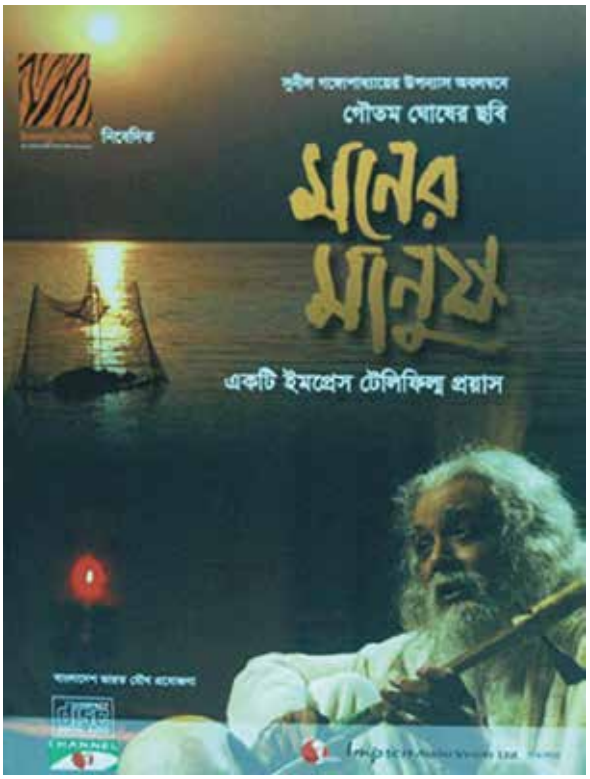

চিত্র ২.১৩ : চলচ্চিত্রের পোস্টার (বিজ্ঞজন ও শিক্ষিত শ্রেণির জন্য); সূত্র : ব্যক্তিগত সংগ্রহ

বিজ্ঞজন ও শিক্ষিত শ্রেণির জন্য নির্মিত চলচ্চিত্র পোস্টারের উদাহরণের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহারে প্রয়াসী হয়েছি মনের মানুষ চলচ্চিত্রের পোস্টারটি (চিত্র ২.১৩)। পোস্টারটি দেখেই অনুমেয় এটিতে রুচির পরিচয় দিয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। ক্লামজি বা হিজিবিজি না করে অল্প টেক্সট ও দুটি ছবি ব্যবহার করে পরিচ্ছন্ন ক্যানভাসে এই রুচির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তা আধুনিক গ্রাফিক ডিজাইনের ক্ষেত্রেও আদর্শ। পোস্টারটির কোথাও লেখা নেই এই চলচ্চিত্রের বিষয় সম্পর্কে অর্থাৎ অবহিত করা হয়নি। পোস্টারে বিষয় উল্লেখেরও কোনো সুযোগ নেই। সাধারণত এ ধরনের পোস্টারে চলচ্চিত্রের কোনো দৃশ্য সংযুক্ত করা হয়। দৃশ্যটির মাধ্যমে দর্শককে চলচ্চিত্রের বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা থাকে। এই পোস্টারটি দেখেও তেমনটিই অনুমান করা যায়। পোস্টারে ব্যবহার করা হয়েছে একজন বাউলের ছবি, যিনি উক্ত চলচ্চিত্রেরই একটি চরিত্র। ফলে এই ধারণা নেওয়া যাচ্ছে, আলোচ্য মনের মানুষ চলচ্চিত্রের বিষয় বাউল-দর্শন ও লালন ফকির, মোদ্দাকথা লালন ফকিরের জীবনী তো বটেই সমকালীন বাউল সম্প্রদায়। এছাড়া পোস্টারটিতে একটি নদীর ছবি দেওয়া হয়েছে। দর্শক পোস্টারটি দেখে ধারণা করবেন নিশ্চিত, এই নদীটির সঙ্গে চলচ্চিত্রের কোনো সম্পর্ক আছে, এমনকি বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গেও থাকতে পারে সম্পর্ক। তবে নদীতে গোধূলিবেলার যে দৃশ্য তা দিয়ে পোস্টারের নন্দনতাত্ত্বিক গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে একথা পোস্টারটি অবলোকন করলে নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

অতি সাধারণ মানুষের জন্য নির্মিত চলচ্চিত্রের প্রধান উপজীব্য বিষয় হলো বিনোদন; তা সাধারণত নারী-পুরুষের সম্পর্ক, সামাজিক শ্রেনী বৈষম্য, প্রাত্যহিক জীবনের ঘাত প্রতিঘাত, মানব জীবনের উত্থান-পতন, অথবা রুপকথানির্ভর কাহিনীভিত্তিক হয়ে থাকে। এসব চলচ্চিত্রের পোস্টারও বিষয় বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সাধারণত অনেক ছবি সম্বলিত ও রঙচঙে হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই এসব পোস্টারে যৌন আবেদনকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

চিত্র ২.১৪ : চলচ্চিত্রের পোস্টার (অতি সাধারণ মানুষের জন্য) সূত্র :[৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

২.৮.৩.৫. উন্নয়নমূলক/শিক্ষামূলক পোস্টার

সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং তথ্য প্রচারের জন্য পোস্টার একটি সুলভ ও সহজ মাধ্যম। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করে তারা পোস্টারকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকে। যেমন : কিছু পোস্টার তৈরি হয় রাস্তাঘাট, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করার জন্য। সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক এ ধরনের পোস্টার প্রকাশিত হয়। জনসচেতনতা সৃষ্টি ও শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে এগুলো অত্যন্ত কার্যকর এবং এর শৈল্পিক আবেদনও কম নয়।

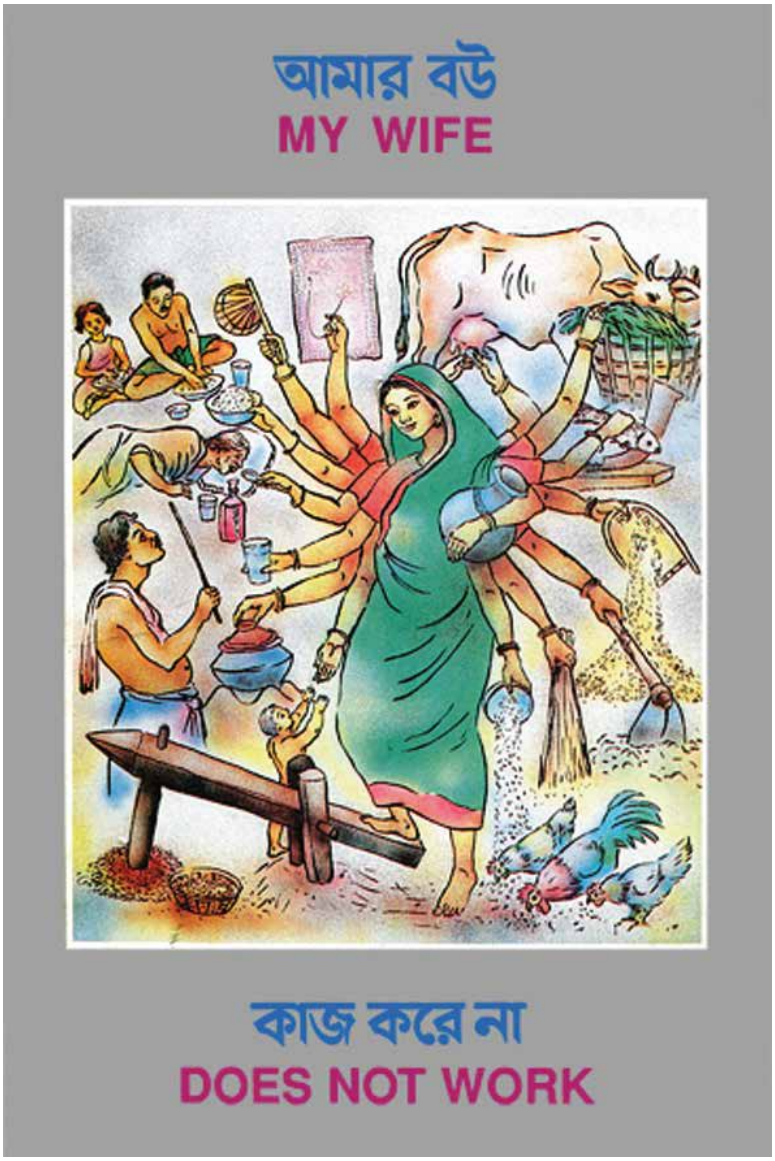

চিত্র ২.১৫ : উন্নয়নমূলক পোস্টার; সূত্র : ব্যক্তিগত সংগ্রহ

Dhaka University Institutional Repository

২.৮.৩.৬ অন্যান্য পোস্টার

উল্লেখিত কয়েক প্রকারের পোস্টার ছাড়াও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে পোস্টার তৈরি করা হয়ে থাকে। যেমন : ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, জরুরি শোকবার্তা সংবলিত পোস্টার বা হঠাৎ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ত্বরিত গতিতে সাধারণ মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য পোস্টারের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। চারুকলার বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্মের প্রদর্শনীকে সার্থক করতে পোস্টারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এছাড়া নানা প্রকার প্রদর্শনীর জন্যও পোস্টার ব্যবহার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে পোস্টারের ক্ষেত্রকে বা পরিসরকে শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে আলোচনা করা কঠিন, কারণ যেকোনো বিষয় সম্পর্কে তথ্য প্রচারের জন্য পোস্টার ব্যবহার করা যেতে পারে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে ১৯৪৭–২০১০ সময়ের মধ্যে সৃষ্ট উল্লেখযোগ্য পোস্টারগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

২.৯ পোস্টারের আকার

পোস্টার সাধারণত ১৮″/২৩″, ২০″/৩০″, ২৩″/৩৬″ আকারে হয়ে থাকে। পোস্টারের আকার নির্ভর করে সহজলভ্য কাগজের উপর। কাগজ যে মাপে পাওয়া যায়, আমদানি করা হয় অথবা প্রস্তুত করা হয়, তার মধ্যে যথেষ্ট বড় এবং যেটা সহজে বহনযোগ্য এ রকম আকারের কাগজ ব্যবহার করা হয়। এ রকম একটা লেখার মাপ হবে যেটা রাস্তার এক পাশে থাকলে আরেক পাশ থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। এ রকম একটা সাধারণ মাপ হচ্ছে ১৮″/২৩″, ২০″/৩০″, ২৩″/৩৬″ বা এর মাঝামাঝি।

২.১০ টাইপোগ্রাফি কী

টাইপোগ্রাফি হলো টাইপ অর্থাৎ অক্ষর নিয়ে সাজানোর কলা ও কৌশল। টাইপোগ্রাফির বাংলা হরফলিপি শিল্প। তবে গ্রাফিক ডিজাইনের অধ্যয়নে টাইপেগ্রাফি শব্দটিই সাধারণত ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ধরনের অক্ষরকে নানা পদ্ধতিতে সাজানোকেই বলে টাইপোগ্রাফি। যেমন কোনো একটি শব্দকে সোজাভাবে না লিখে প্রথম অক্ষরটা একটু বড় করে লেখা, কিংবা প্রথম অক্ষরটার রং অক্ষরগুলো থেকে আলাদা করে দেওয়া, অক্ষরগুলোতে কোনো নকশা বা প্রতীক ফুটিয়ে তোলা; এক কথায় অক্ষরগুলোকে শিল্পী নিজের পছন্দ অনুযায়ী সাজিয়ে নেন। এ কৌশলকেই টাইপোগ্রাফি বলা হয়।

অর্থাৎ বর্ণমালার বর্ণগুলোকে নির্দিষ্ট মাপের মধ্যে এবং নির্দিষ্ট স্টাইলে রাখার শিল্প প্রক্রিয়াই হচ্ছে টাইপোগ্রাফি। এই প্রক্রিয়াটি প্রযুক্তিনির্ভর।

ক্যালিগ্রাফির ভেতরে আরেকটা বিষয় থাকে। শিল্পীর ভেতরকার অনুভূতি কাজ করে এতে। যে বিষয়টা নিয়ে কাজ করছেন সে বিষয়টার অনুভূতি দর্শকের কাছে পৌঁছে যায়। কোথাও শিল্পী তুলিটা ধীরে, কোথাও দ্রুত, কোথাও

Dhaka University Institutional Repository

চওড়া, আবার কোথাও চিকন করবেন। ওই লেখার ভেতর যে মেসেজ আছে সে অনুযায়ী ক্যালিগ্রাফিটা হয়।

পোস্টারের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে লেখার ধরন (Style) নির্ধারণ করতে হবে। যদি একান্তই লোকজ শিল্প সম্পর্কিত তথ্য হয় তখন ক্যালিগ্রাফিক ধাঁচে অর্থাৎ মুক্ত হাতে লেখাটা দেওয়াই শ্রেয়। উদাহরণস্বরূপ পহেলা বৈশাখ, পৌষ মেলাতে (চিত্র ৩.৪৫) শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী যে পোস্টারগুলো এঁকেছেন সেখানে ক্যালিগ্রাফি ব্যবহার করা হয়েছে। রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুলজয়ন্তী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পোস্টারগুলো ক্যালিগ্রাফিনির্ভর।

২.১১ পোস্টারে টাইপোগ্রাফির গুরুত্ব

পোস্টারে টাইপোগ্রাফির ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশ্নাতীত। পোস্টারকে দর্শকের গোচরীভূত করতে উপযুক্ত টাইপোগ্রাফি ব্যবহার করা প্রয়োজন। ইনডোর ও আউটডোর পোস্টারে শিল্পী ভিন্ন ভিন্ন টাইপোগ্রাফি নির্বাচন করে থাকেন। আউটডোর বা স্ট্রিট পোস্টারে টাইপোগ্রাফির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এ ধরনের পোস্টারে ছোট টাইপোগ্রাফি ব্যবহার করলে পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হবে। আবার লেখাটা কী রঙের হবে, সেটাও বিবেচ্য বিষয়।

পোস্টার শিল্পের সাথে টাইপোগ্রাফির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত পোস্টারের টাইপোগ্রাফিতে নানা পরিবর্তন এসেছে, যা পোস্টারের উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করেছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে প্রযুক্তির ধাপে ধাপে উন্নয়নের ফলে বর্তমানে সীসার টাইপের ব্যবহার ও লেটার প্রেসের মুদ্রণ ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে। দ্রুত জায়গা দখল করে নিচ্ছে অফসেট মুদ্রণ, কম্পিউটার। ফলে টাইপের চেহারার পরিবর্তন ঘটছে দ্রুত। প্রযুক্তির কারণে হরফের চেহারা, আকার-আকৃতি যত দ্রুতই পরিবর্তন হোক না কেন মূল চেহারাটা তৈরি করে দিচ্ছেন শিল্পীরাই। সেই আদিকালের কাঠের হরফের আমল থেকে বর্তমান কম্পিউটার যুগ পর্যন্ত হরফের মূল চেহারাটা শিল্পীদের দ্বারাই সম্পন্ন হচ্ছে। শিল্পীরাই এগিয়ে নিয়ে চলেছেন পোস্টার ও তার টাইপোগ্রাফির ক্রমবিকাশের ধারাকে।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের পোস্টার সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের পোস্টার সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

৩.১. রাজনৈতিক ও মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার

বাংলাদেশের পোস্টারের আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই রাজনৈতিক পোস্টারের বিষয় উল্লেখ করতে হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে এ পোস্টারগুলো। চিত্রশিল্পীরা তাদের তুলির ছোঁয়ায় সাধারণ মানুষের দাবি-দাওয়া প্রকাশ করেছেন, জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বরেণ্য চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান বলেছেন, 'এ দেশের ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে সংগ্রামে সৃজনে নিজেদের সৃষ্টিশীলতা নিয়ে জনতার কাতারে শামিল হয়েছেন চিত্রশিল্পীরা। তাঁদের আঁকা ছবি, কার্টুন, পোস্টার যুগে যুগে উদ্দীপিত করেছে মানুষকে।' [৩৭]

বাংলাদেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, মানবমুক্তি, নারীমুক্তি, বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে, নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সবসময়ই পোস্টারের উল্লেখযোগ্য ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সকল আন্দোলনে দেশের মানুষকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পোস্টার একটি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে যুগে যুগে ব্যবহৃত হয়েছে। দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, শিক্ষক, সাংবাদিক, লেখক, কবি, তথা নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ বিভিন্ন সময় আন্দোলনে সক্রিয় হয়েছেন। এসব আন্দোলনে ব্যবহৃত সকল পোস্টারের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হলেও কিছু কিছু পোস্টার শিল্পমান এবং তার রাজনৈতিক গুরুত্বের কারণে মানুষের মনে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে, পেয়েছে সুরক্ষা জাদুঘরেও। আবার অনেক পোস্টারের তথ্য পাওয়া গেলেও সেগুলোর নমুনা বা ছবি পাওয়া যায় না। এখানে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক ও মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

ভারত বিভক্তির পর ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে হাতে লেখা পোস্টারই বেশি ব্যবহৃত হয়। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রচারের পর পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন মিছিল, মিটিং ও সমাবেশে যেসব পোস্টার দেখা যেত তা মূলত হাতে লেখা পোস্টারই ছিল।

১৯৪৭ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি আয়োজিত 'শান্তি মিছিলে' সমাজের মুক্তির পথ রচয়িতাদের অন্যতম পথিকৃৎ বেগম সুফিয়া কামাল সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এই মিছিলে হাতে লেখা পোস্টার ও ব্যানার ব্যবহার করা হয়। এখানে হাতে লেখা পোস্টারগুলো প্ল্যাকার্ডে লাগিয়ে ব্যবহার করা হয়।

চিত্র ৩.১ : প্ল্যাকার্ডে ব্যবহৃত হাতে লেখা রাজনৈতিক পোস্টার; সূত্র :[৩৮]

১৯৫২ সালের শুরু থেকেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত হতে শুরু করে। মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়তে থাকে। রাস্তার দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার লাগানো হয়। সেকালের পোস্টার লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল পুরনো খবরের কাগজের উপর লাল বা কালো রং দিয়ে লেখা শ্লোগান। সাধারণ রাজনৈতিক কর্মীরাই সেগুলো লিখতেন। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের সময় থেকেই প্রথম আমিনুল ইসলাম, মর্তুজা বশীর, ইমদাদ হোসেন ও রশীদ চৌধুরী প্রমুখ চারুশিল্পী পোস্টার লিখতে শুরু করেছেন। তাঁদের তুলির বলিষ্ঠ রেখায় সৃষ্ট পোস্টার ব্যবহার করে ভাষা আন্দোলনকে করা হয়েছে আরও প্রাণবন্ত, আরও গতিশীল। শিল্পী কামরুল হাসানও ছাত্রদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করেছেন সে সময়।[৩৯]

ভাষা আন্দোলনের সময় সহায়ক শক্তি হিসেবে আর্ট কলেজের শিক্ষার্থীরা শত শত হাতে লেখা পোস্টার দিয়ে সংগ্রামকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। শিল্পী-শিক্ষক কামরুল হাসানের নেতৃত্বে ইমদাদ হোসেন, আমিনুল ইসলাম, নিজামুল হক প্রমুখ এঁকেছিলেন ভাষা আন্দোলনের পোস্টার।[৪০] তখন বহু বর্ণের ছাপানো পোস্টার ছিল না। খবরের কাগজে মাটির পাত্রে গোলানো রং দিয়ে লেখা হতো। লেখার উপকরণ ছিল পাটখড়িতে ন্যাকড়া পেঁচানো একটি 'কলম' যা পোস্টার লেখাতেই ব্যবহৃত হতো।

চিত্র ৩.২ : ভাষা আন্দোলনের সময় হাতে লেখা পোস্টার নির্মাণ করছেন শিল্পীরা; সূত্র :[৪১]

ছয় দফা আন্দোলন বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'ছয় দফা দাবি' পেশ করেন। ছয় দফা দাবির মূল উদ্দেশ্য– পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র এবং ছয় দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে এই ফেডারেল রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। পরবর্তীকালে এই ছয় দফা দাবিকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতির স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন জোরদার করা হয়। এ সময় ছয় দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য হাতে লেখা অনেক পোস্টার ব্যবহার করা হয়।

চিত্র ৩.৩ : ছয় দফা দাবির মিছিলে প্ল্যাকার্ডে ব্যবহৃত হাতে লেখা পোস্টার; সূত্র :[৪২]

চিত্র ৩.৪ : ছয় দফা দাবির মিছিলে প্ল্যাকার্ডে ব্যবহৃত হাতে লেখা পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, '৬৬ সালের স্বাধিকার আন্দোলন, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে হাতে লেখা পোস্টারই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর ধারাবাহিকতা ছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচন পর্যন্ত। ১৯৭০-এর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন' শীর্ষক পোস্টারটি সাড়া জাগিয়েছিল।[৪৩]

১ মার্চ ১৯৭১, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করার পর বাঙালি জাতির ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩ মার্চ বাঙালি জাতির উদ্দেশ্যে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। সে সময় সাধারণ মানুষসহ সব রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংগঠন, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, সব ছাত্রসংগঠন, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী সোচ্চার হয়েছিলেন।[৪৪] আন্দোলন আর শ্লোগানের শহরে পরিণত হলো ঢাকা। দেশের চিত্রশিল্পীরা সে সময় প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে প্রায় সকলেই এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনেও হাতে লেখা পোস্টার ব্যবহার করা হয়েছে।

১৯৭১-এর উত্তাল দিনগুলোতে, মুক্তিকামী বাঙালিকে সাহস জোগাতে চারুশিল্পীরা ক্যানভাস রাঙান প্রতিবাদী তুলিতে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালো রাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী অন্যায়ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরীহ বাঙালিদের উপর। অপারেশন সার্চলাইট; যা ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এর পরপরই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে করাচি নিয়ে যায়। স্বাধীনতার ঘোষণায় উজ্জীবিত বাঙালি প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে, শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চারুশিল্পীগণের অবদান অনস্বীকার্য। চারুকলার হোস্টেলে পোস্টার, লিফলেট, ফেস্টুন, ব্যানার, আন্দোলনের মঞ্চসজ্জা করেছিলেন বীরেন সোম, মঞ্জুরুল হাই, রেজাউল করিম, সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ, শহীদ কবির, সিরাজ, অলক রায়সহ আরও অনেক শিল্পী। এমনকি শিল্পীরা সক্রিয়ভাবে পথে নেমে এসেছিলেন এবং সর্বসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। নিম্নের আলোকচিত্রে লক্ষ করা যায়, চারুশিল্পীরা 'স্বা-ধী-ন-তা' এই চারটি অক্ষর বুকে ধারণ করে মিছিল নিয়ে এগিয়ে যান, লাখ লাখ মানুষ নেমে আসে রাজপথে।[৪৫] শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এই মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[৪৬] 'স্বা-ধী-ন-তা' এই চারটি অক্ষরকে পোস্টার আকারে লিখে প্ল্যাকার্ডের মাধ্যমে তারা ব্যবহার করেছেন। এছাড়া উক্ত মিছিলে হাতে লেখা ব্যানার, পোস্টার, কার্টুন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে।

চিত্র ৩.৫ : হাতে লেখা পোস্টার নিয়ে চারুশিল্পীদের মিছিলে অংশগ্রহণ; সূত্র :[৪৭]

এভাবেই চারুশিল্পীরা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন এবং পোস্টার, ব্যানার, শিল্পকর্ম, কার্টুনসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে রাজপথ মুখর করে তুলেছিলেন, স্বাধীনতাসংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন। ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করলেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার সাথে সাথে মুক্তিচেতনায় উজ্জীবিত হয় বাঙালি। গঠিত হয় মুজিবনগর সরকার। মুজিবনগর সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের পরিচালক ছিলেন শিল্পী কামরুল হাসান এবং ডিজাইনার হিসেবে কাজ করেছেন শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী, শিল্পী নিতুন কুণ্ডু, শিল্পী নাসির বিশ্বাস ও শিল্পী বীরেন সোম। শিল্পীরা মনোগ্রাম, পোস্টার, কার্টুন, লিফলেট, ব্যানার ডিজাইন করতেন। সবাই মিলে 'বাংলার হিন্দু, বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান–আমরা সবাই বাঙালি', 'সদা জাগ্রত বাংলার মুক্তিবাহিনী', 'বাংলার মায়েরা-মেয়েরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা', 'একেকটি বাংলা অক্ষর অ আ ক খ একেকটি বাঙালির জীবন', 'বাংলাদেশের সম্পদ বৃদ্ধি করুন, পাকিস্তানি পণ্য বর্জন করুন', 'বাংলাদেশের কৃষক শ্রমিক ছাত্র যুবক সকলেই আজ মুক্তিযোদ্ধা', 'বাংলার বীর মুক্তিযোদ্ধা', 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব' এ রকম অসংখ্য পোস্টার নির্মাণ করেছিলেন। ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির তৎকালীন অ্যাক্টিং পাবলিসিটি কনভেনর নূরুল ইসলাম কিছু পোস্টারের কাজ করিয়েছিলেন।[৪৮] শিল্পী বীরেন সোম ও শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী যৌথভাবে সেসব পোস্টার ডিজাইনের পরিকল্পনা ও অঙ্কন করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পোস্টার হলো 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল', এবং 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব'। প্রতিবাদের ভাষা, প্রতিরোধের ভাষা হয়ে

এসব পোস্টার গর্জে উঠেছিল এদেশে একাত্তর সালে। প্রামাণ্য দলিলস্বরূপ এই পোস্টারগুলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে গৌরবের ইতিহাস বহন করবে।

৩.১.১ এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় একটি জীবন্ত পোস্টার মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ক্যাম্পে সাঁটানো হয়েছিল। তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়ার মুখাবয়বের উপর এক হায়েনার ছবি, যার উদ্গত সুচালো দন্তপাটি থেকে ছিটকে পড়ছে রক্ত। ছবির শিরোনাম ছিল– এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে। বাংলাদেশের প্রথিতযশা পটুয়া কামরুল হাসান সেই ঐতিহাসিক পোস্টারের ছবি অঙ্কন করেছিলেন। তিনি মূলত তিনটি পোস্টার করেছিলেন। একটি ছিল রক্তচোষা মুখমণ্ডল, হাঁ-করা মুখে দুদিকে দুটো দানবিক দাঁতে লাল রক্ত ঝরছে। বড় দুটো চোখ আর খাড়া কান দেখলেই মনে হয় রক্তপায়ী এক হিংস্র জন্তু। আরেকটি পোস্টার ছিল সম্মুখ দিকে তাকানো বড় বড় রক্তচক্ষু, কান দুটো হাতির কানের মতো খাড়া। মুখ কিছুটা বন্ধ, ঠোঁটের দুদিকে খোলা। দেখেই মনে হয় দানবরূপী ইয়াহিয়া খানের মুখাবয়ব। পোস্টারটির মধ্যে শত্রুর প্রতি প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ পায়। এই ঘৃণা আর ক্ষোভের আগুন প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার ভেতর ছড়িয়ে পড়ে। এই পোস্টার দুটোর একটি দুই রঙে ও অন্যটি এক রঙে করা হয়। দুটো পোস্টারই ছাপিয়ে মুক্তাঞ্চলে বিতরণ করা হয়। সে পোস্টার সেদিন বাঙালির রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। মানুষরূপী জানোয়ার হননের জিঘাংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল গোটা জাতি।

চিত্র ৩.৬ : মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার– এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে; সূত্র :[৪৯]

চিত্র ৩.৭ : 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' পোস্টারের জন্য অঙ্কিত ইয়াহিয়ার হিংস্র প্রতিকৃতি; সূত্র :[৫০]

চিত্র ৩.৮ : 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' পোস্টারের জন্য অঙ্কিত ইয়াহিয়ার হিংস্র প্রতিকৃতি; সূত্র :[৫১]

৩.১.২ বাংলার হিন্দু, বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান– আমরা সবাই বাঙালী

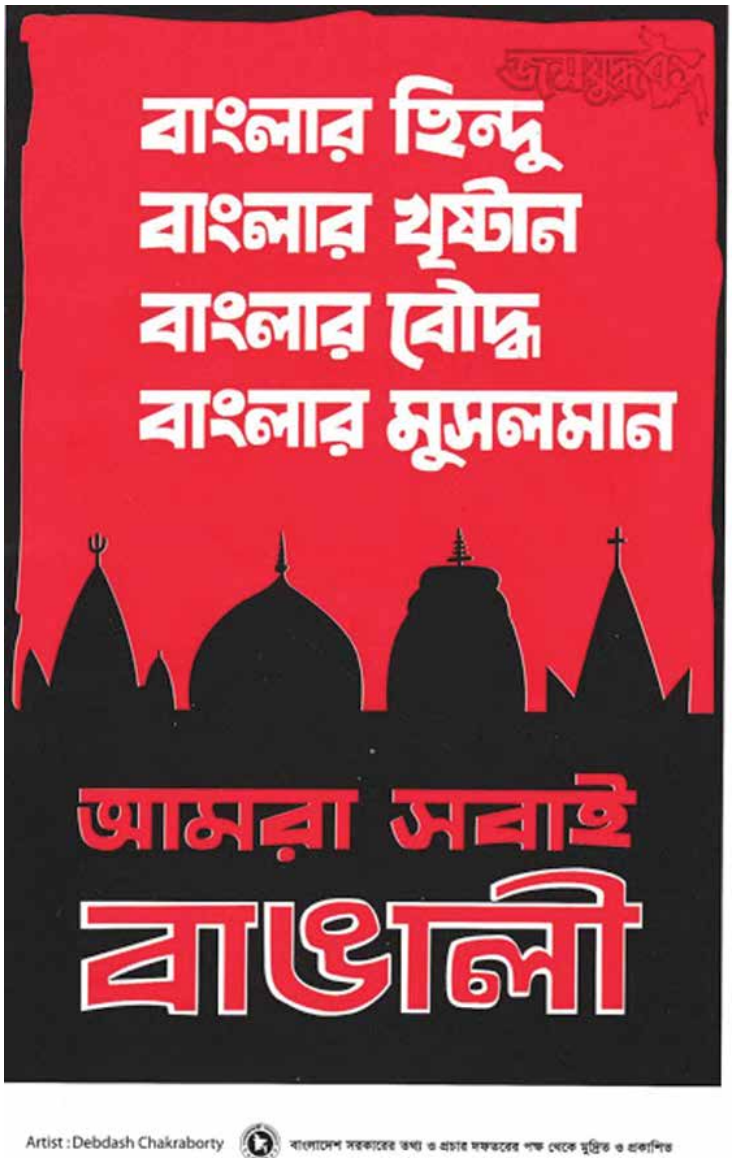

চিত্র ৩.৯ : মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার– 'বাংলার হিন্দু, বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান– আমরা সবাই বাঙালী'; সূত্র :[৫২]

এই পোস্টারটিতে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা বলা হয়েছে। যুগ যুগ ধরেই বাংলাদেশ হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান নির্বিশেষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য এক উদাহরণ। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। বাংলার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ অর্থাৎ হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান জনগোষ্ঠী ধর্মীয় পরিচয়কে ছাড়িয়ে বাঙালি জাতিসত্তার মধ্যে লীন হয়ে গেছে। তাই এ পোস্টারটিতে ধর্মীয় ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে বাঙালি পরিচয়কে মুখ্য করে প্রকাশ করা হয়েছে, যা সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে সকল ধর্মের মানুষ।

৩.১.৩ বাংলার মায়েরা মেয়েরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা

এটি শিল্পী প্রাণেশ কুমার মণ্ডলের আঁকা অনন্য একটি পোস্টার। এখানে বাংলার নারীসমাজকে স্পষ্ট করে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। বাঙালি নারীর এই যোদ্ধা রূপ শুধু '৭১-এ নয়, মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববর্তী সকল আন্দোলনে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অবদানের কারণেই এই পোস্টারের সৃষ্টি হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁরা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার দিয়েছেন, আশ্রয় দিয়েছেন, নিজের স্বামী, ভাই ও সন্তানদের যুদ্ধে পাঠিয়েছেন, সাহস জুগিয়েছেন, আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রূষা করেছেন, পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, সম্ভ্রম হারিয়েছেন, রক্ত দিয়েছেন, জীবন দিয়েছেন।[৫৩] তাই মুক্তিযুদ্ধে এদেশের নারীদের অবদানের কথা অনস্বীকার্য।

চিত্র ৩.১০ : মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার– বাংলার মায়েরা মেয়েরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা; সূত্র :[৫৪]

৩.১.৪ এক একটি বাংলা অক্ষর অ আ ক খ, এক একটি বাঙালীর জীবন

এই পোস্টারের শ্লোগানের মাধ্যমে ভাষাভিত্তিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অনুভূতিকে জাগ্রত করা হয়েছে। বাংলা ভাষা ও বর্ণমালাকে বাঙালি জাতিসত্তার শিকড় হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে।

চিত্র ৩.১১ : মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার– এক একটি বাংলা অক্ষর অ আ ক খ, এক একটি বাঙালির জীবন; সূত্র :[৫৫]

৩.১.৫ এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম

চিত্র ৩.১২ : মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার– এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম; সূত্র :[৫৬]

৭ মার্চে, যার জ্বালাময়ী ভাষণে মুক্তির স্পৃহা জেগে উঠেছিল সর্বস্তরের মানুষের মাঝে, সেই মহান নেতা, শতবর্ষের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে এ পোস্টার। এই পোস্টারের সঞ্জীবনীশক্তি উদ্বুদ্ধ করেছিল মুক্তিপাগল বাংলার মানুষকে।

৩.১.৬ সদা জাগ্রত বাংলার মুক্তিবাহিনী

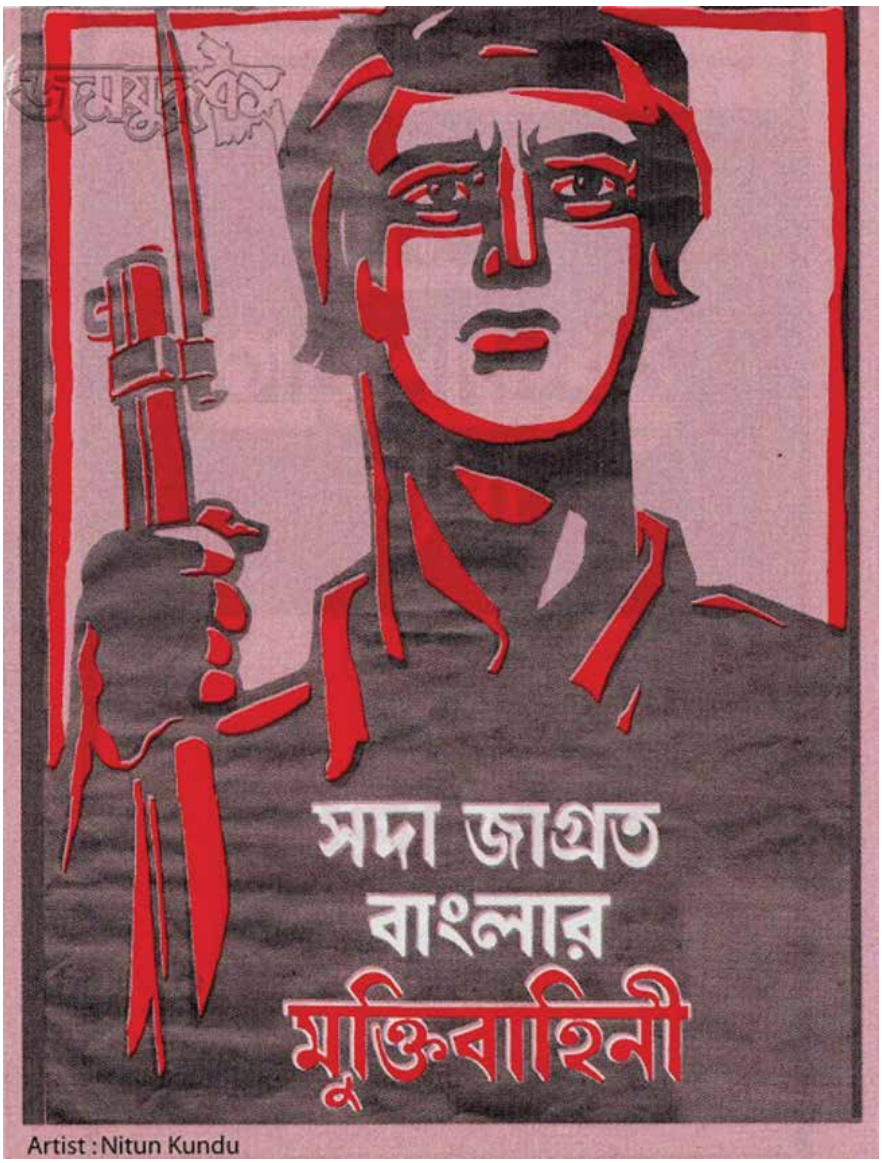

চিত্র ৩.১৩ : মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার– সদা জাগ্রত বাংলার মুক্তিবাহিনী; সূত্র :[৫৭]

বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের দৃঢ়সংকল্প ফুটে উঠেছে নিতুন কুণ্ডুর এ পোস্টারে। মুক্তিচেতনায় উদ্বেলিত হয়ে তারা দিন-রাত, সকাল-সন্ধ্যা, গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতের পার্থক্য ভুলে গিয়ে কেবলই আন্দোলনের ব্রত নিয়ে জাগ্রত থেকেছেন।

দেশের সীমানা পেরিয়ে, আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ে বিশেষ ভূমিকা রাখে মুক্তিযুদ্ধের পোস্টারগুলো। পাক হানাদারদের নৃশংস হত্যাযজ্ঞ নাড়া দিয়েছিল ভিনদেশি শিল্পীদেরও। তাদের আঁকা বেশ কিছু ছবি তখন প্রকাশিত হয় বিদেশি পত্রপত্রিকায়। দ্রোহের আগুনে স্বাধীনতার চেতনা ছড়িয়ে, পোস্টারগুলো হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের অসামান্য দলিল।

৩.১.৭ সোনার বাঙলা শ্মশান কেন

গবেষকদের গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে 'সোনার বাঙলা শ্মশান কেন' শীর্ষক পোস্টারটি প্রকাশ করা হয়, যা দ্বারা এদেশের মানুষকে বোঝানো যায় তারা কীভাবে শোষিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছে। তৎকালীন আন্দোলনের পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টিতে এ পোস্টারটির ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

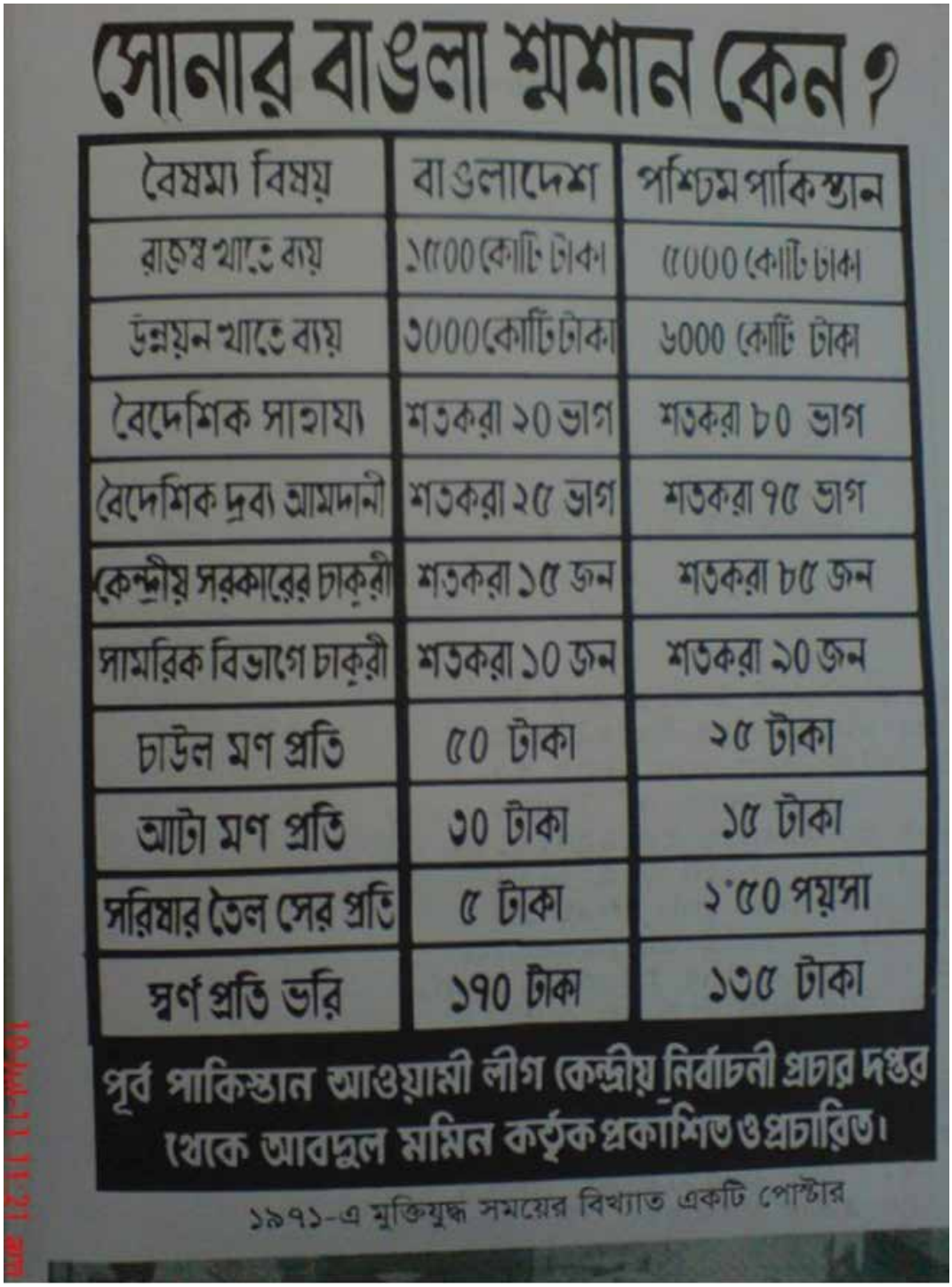

চিত্র ৩.১৪ : মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার– সোনার বাঙলা শ্মশান কেন; সূত্র :[৫৮]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগহণের প্রমাণ পাওয়া যায়। সর্বসাধারণের সম্মিলিত শক্তিই বাংলাদেশের মুক্তির পথ সুগম করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার নিয়ে শিশুরাও মিছিল করতে রাজপথে নেমে আসে।

১০ই মার্চ ১৯৭১: শিশু কিশোরদের মিছিলেও ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান।
ছবি: *বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ* থেকে সংগৃহীত

10th March 1971: Even in the processions of children and very young people (other than adults) the appeal was for building up a fortress in every home.
Photo: Collected from ***Silver Jubilee Commemorative Volume of Bangladesh Independence***

চিত্র ৩.১৫ : শিশুদের মিছিলে প্ল্যাকার্ডে ব্যবহৃত মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

৩.১.৮ ছাত্রজমায়েত

১৯৮২ সালের ১৪ মার্চ, সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতা দখল করেন স্বৈরাচার এরশাদ সরকার। সে সময়ের ছাত্র-জনতা প্রথম থেকেই এই স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে নির্ভয় চিত্তে। সেই ছাত্র আন্দোলন আরও জোরদার হয় তৎকালীন আমলে 'মজিদ খান শিক্ষানীতি' প্রণীত হওয়ার পর। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন খর্ব ও শিক্ষার ব্যয়ভার যারা ৫০% বহন করতে পারবে তাদের পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হলেও উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়– এই শিক্ষানীতিতে। গণবিরোধী এই শিক্ষানীতির প্রতিবাদে মধুর ক্যান্টিনে সকল

ছাত্রসংগঠনের সম্মিলিত রূপ, সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের উত্থান ঘটে। একই ধারার অবৈতনিক বৈষম্যহীন সেক্যুলার শিক্ষানীতির দাবিতে '৮৩-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশাল মিছিলে শামিল হয় শত শত ছাত্র।[৫৯] বিক্ষোভ প্রকাশের জন্য ছাত্ররা সে সময় হাতে লেখা পোস্টার ব্যবহার করে। সেই মহান ছাত্র আন্দোলন নিঃসন্দেহে ১৯৯০ সালের স্বৈরাচারবিরোধী গণ-আন্দোলনকেও প্রেরণা জুগিয়েছিল।

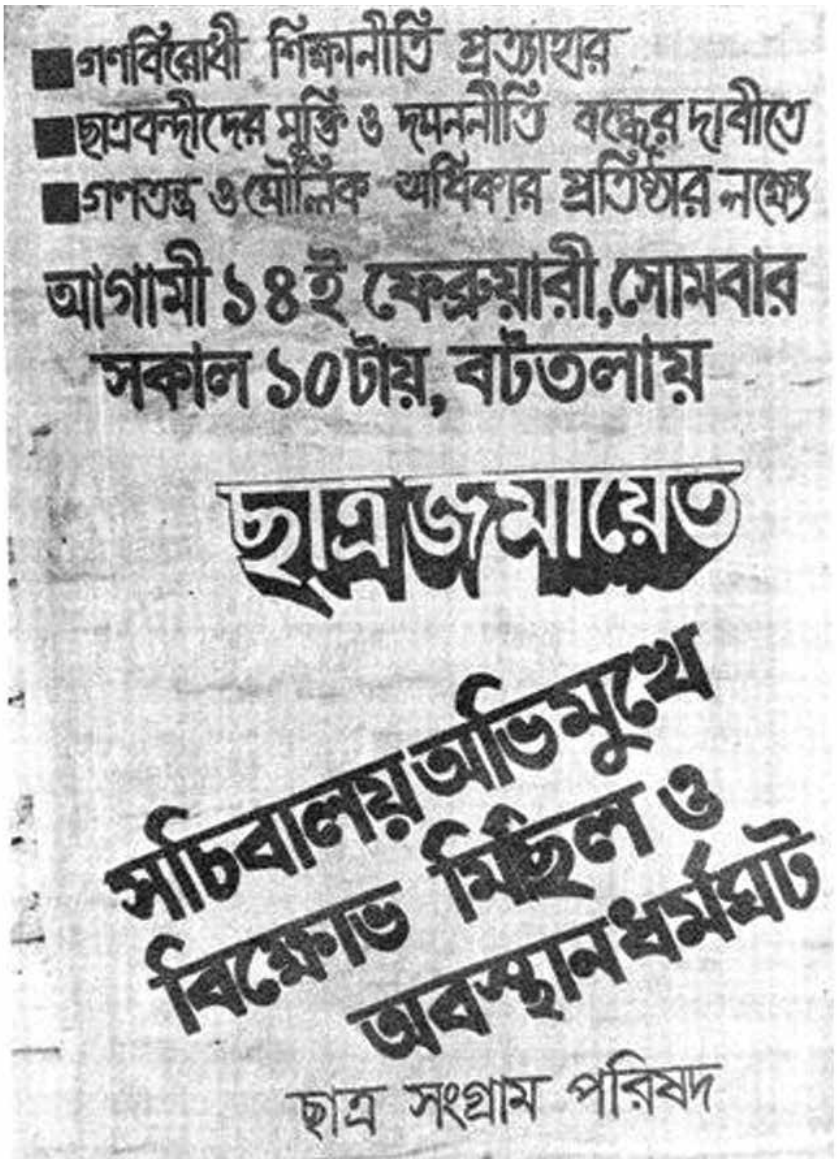

চিত্র ৩.১৬ : ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের হাতে লেখা পোস্টার; সূত্র :[৬০]

৩.১.৯ দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে

পটুয়া শিল্পী কামরুল হাসান তার জীবন অবসানের অব্যবহিত পূর্বে একটি যুগান্তকারী ছবি এঁকেছিলেন, যাতে ছিল তৎকালীন স্বৈরশাসক এরশাদের মুখাবয়ব। একটি দেশলাইয়ের বাক্সের উপর আঁকা তার সেই ছবিটি বারুদ হয়ে জ্বলে উঠেছিল, দেশলাইয়ের কাঠির মতো। প্রতিবাদের আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল গোটা দেশের মানুষের বুকে।

ছবিটি পোস্টার আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল ঢাকা শহরে। দুঃখিনী রমণী, একচোখা শ্মশান কুকুর আর বিষাক্ত সাপের সেই ছবির নিচে শিল্পী লিখেছিলেন 'দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে'।[৬১] তখন দেশের শাসক ছিলেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ।

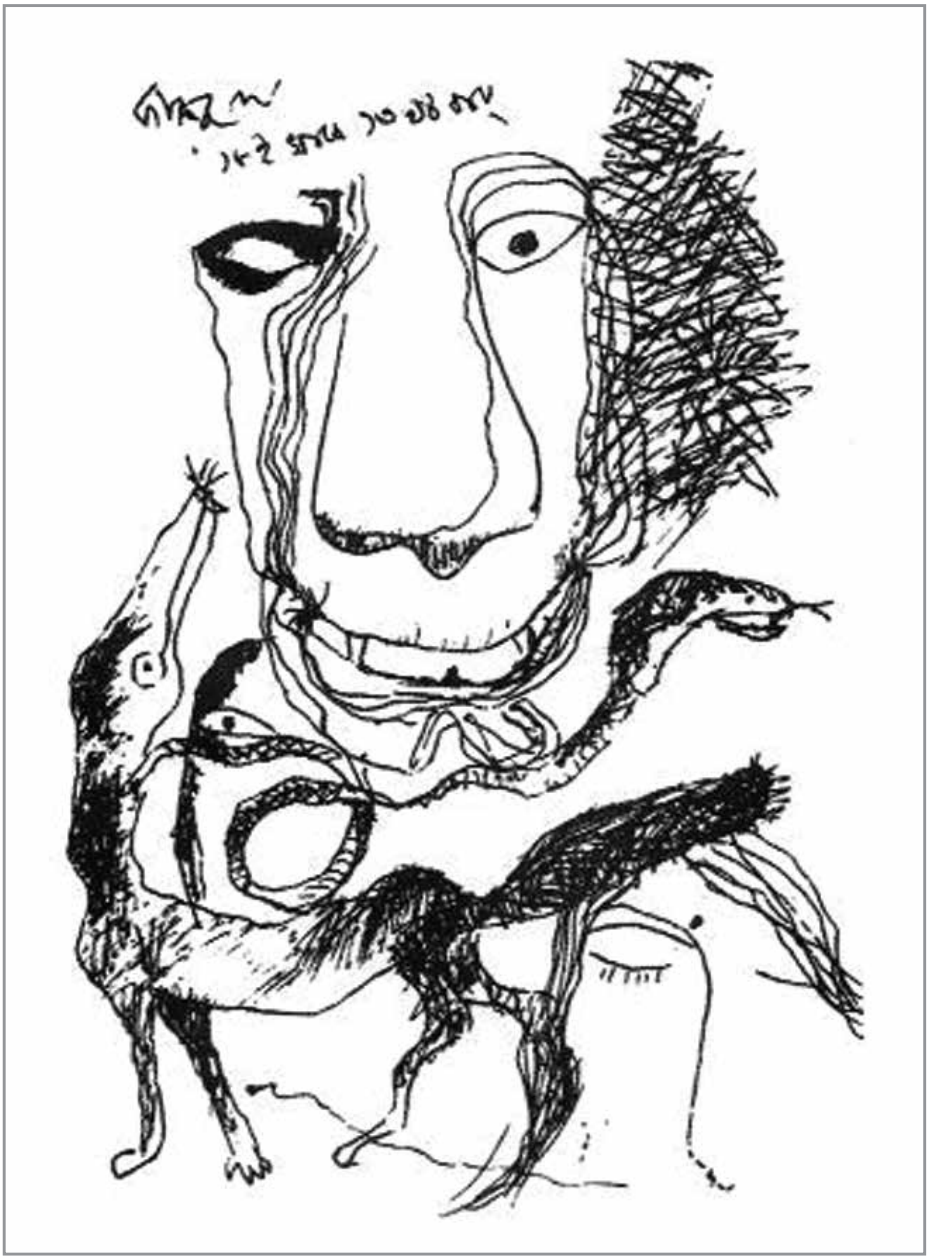

চিত্র ৩.১৭ : 'দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে' পোস্টারের স্কেচ; সূত্র :[৬২]

এরশাদ ক্ষমতা নিয়েছিলেন অগণতান্ত্রিকভাবে। তার প্রতিবাদে রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি রাজপথে নেমে এসেছিলেন দেশের লেখক, শিল্পী, কবি, নাট্যকর্মীসহ সর্বস্তরের মানুষ। গণতন্ত্রের চেতনায় সমগ্র বাংলাদেশ প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল। বাংলাদেশের ইতিহাসে আর কোনো শাসকের বিরুদ্ধে দেশের শিল্পমনস্ক মানুষের এমন অংশগ্রহণ দেখা যায়নি। দেশের সকল গণতন্ত্রকামী মানুষের ঘৃণা বুকে নিয়ে ক্ষমতা ছেড়েছিলেন স্বৈরশাসক এরশাদ।

৩.১.৯ গণতন্ত্রের জীবন্ত পোস্টার শহীদ নূর হোসেন

১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময় ১৫ দল, ৭ দল ও ৫ দলের সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি ছিল। সেই কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছাত্রসংগঠনগুলোর সমর্থনে অবস্থান ধর্মঘট ঘেরাও কর্মসূচিতে রূপ লাভ করে। স্বৈরশাসকের সব বাধা উপেক্ষা করে ১০ নভেম্বর সকাল থেকেই সচিবালয়ের চারদিকে আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা মিছিল সমবেত হয়। তখন তোপখানা রোডের মুখে পুলিশ বক্স পেরিয়ে শুরু হয় আন্দোলনকারীদের সাহসী মিছিল। একটি জীবন্ত পোস্টার হিসেবে মিছিলের সামনে ছিলেন নূর হোসেন। সাহসী এ যুবকের পিঠে ও বুকে লেখা ছিল 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক-স্বৈরাচার নিপাত যাক'। সমাবেশ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বেধড়ক লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। পল্টন তখন রণক্ষেত্র। পুলিশের গুলির্বষণে শহীদ হয়েছেন নূর হোসেন।[৬৩]

চিত্র ৩.১৮ : গণতন্ত্রের জীবন্ত পোস্টার; সূত্র :[৬৪]

নূর হোসেনকে হত্যার পর সারা দেশে জেগে উঠেছিল হাজার হাজার নূর হোসেন। আন্দোলনের দাবানল ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশে। পতন ঘটেছিল স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের। মুক্তি পেয়েছিল গণতন্ত্র।

৩.১.১০ নির্বাচনী পোস্টার

বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত আরেক ধরনের পোস্টার হলো নির্বাচনী পোস্টার। স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনের পাশাপাশি অন্যান্য অনেক ধরনের নির্বাচনেই পোস্টার ব্যবহার করা হয়। পোস্টার ছাড়া প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা সম্পূর্ণ হয় না। নির্বাচনের বিধিমালা ও প্রার্থীর আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী নির্বাচনী পোস্টার সাদাকালো বা রঙিন হয়ে থাকে।

পাকিস্তান আমলে প্রার্থী যে ধর্মেরই হোক না কেন পোস্টারের উপরের অংশে 'আলাহু আকবার' কথাটি লেখা থাকত। ১৯৭১ থেকে ৭৫/৭৬ সাল পর্যন্ত নির্বাচনী পোস্টারে শুধু প্রার্থীর নাম ও নির্বাচনী প্রতীক ব্যবহারের প্রচলন ছিল। পরবর্তীকালে প্রার্থীর ছবি ব্যবহারের প্রচলন ঘটে। আশির দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত পোস্টারগুলো এক/দুই রঙের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। আশির দশকের মাঝামাঝি চার রঙের নির্বাচনী পোস্টার ছাপানো শুরু হয়।[৬৫]

চিত্র ৩.১৯ : নির্বাচনী পোস্টার; সূত্র :[৬৬]

চিত্র ৩.২০ : নির্বাচনী পোস্টার; সূত্র :[৬৭]

৩.২ চলচ্চিত্রের পোস্টার

চলচ্চিত্রশিল্পের উদ্ভব, বিকাশ ও বিবর্তনে চলচ্চিত্রের পোস্টারের ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক জনসাধারণের সামনে চলচ্চিত্রের প্রথম প্রদর্শনী হয়েছিল ১৮৯৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে প্যারিসের এক ক্যাফেতে। এরপর ভারতবর্ষে প্রথম চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী হয় ১৮৯৬ সালের ৭ জুলাই মুম্বাই শহরের

এক হোটেলে। ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় প্রথম চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী হয়েছিল। এর পরের বছর চলচ্চিত্রের সঙ্গে ঢাকাবাসীর পরিচয় ঘটে। ১৮৯৮ সালের ১৭ এপ্রিল কলকাতার ব্রেডফোর্ড সিনেমা কোম্পানি ঢাকার ক্রাউন থিয়েটারে প্রথম চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী করে। ক্রমে চলচ্চিত্রের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়তে থাকায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চলচ্চিত্রের প্রদর্শনের জন্য স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ঢাকায় প্রথম যে প্রেক্ষাগৃহের কথা জানা যায়, তার নাম ছিল 'পিকচার হাউজ'। বর্তমানে আরমেনিয়ান স্ট্রিটে অবস্থিত 'শাবিস্তান' হচ্ছে সে সময়ের 'পিকচার হাউজ'। দেশবিভাগের সময় বাংলাদেশে প্রায় ১২০টি প্রেক্ষাগৃহ ছিল বলে জানা যায়।[৬৮]

বাণিজ্যিকভাবে চলচ্চিত্রের প্রদর্শন ও স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রচার-প্রচারণার প্রয়োজন হয়। জনসাধারণকে প্রেক্ষাগৃহে আকৃষ্ট করার জন্য যেসব পন্থা অবলম্বন করা হয় তার মধ্যে পোস্টার অন্যতম।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সোনালি দিনের পোস্টারগুলো সে সময়ের চলচ্চিত্রের ইতিহাস বহন করে। ১৯৫৯ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে ২৪০০০-এর বেশি।[৬৯] সেসব চলচ্চিত্রের নির্মাণকে সার্থক করতে পোস্টার বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। চলচ্চিত্রের পাশাপাশি এই পোস্টারগুলোও দর্শকনন্দিত হয়েছে, সাধারণ মানুষকে প্রেক্ষাগৃহে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা, সিনেমা চিত্রশিল্পী ও অভিনেতা সুভাষ দত্ত ষাটের দশক থেকে বাংলা চলচ্চিত্রের পরিচিত মুখ। তাঁর কর্মজীবনের শুরু হয়েছিল সিনেমার পোস্টার এঁকে। ১৯৫৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) বাংলা ভাষায় নির্মিত প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ'-এর পোস্টার ডিজাইনার হিসেবে কাজ করেন তিনি। 'মুখ ও মুখোশ' আব্দুল জব্বার খান পরিচালিত চলচ্চিত্র।

চিত্র ৩.২১ : চলচ্চিত্রের পোস্টার 'মুখ ও মুখোশ'; সূত্র :[৭০]

পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে পোস্টার বিকাশ লাভ করেছে মূলত চলচ্চিত্রের হাত ধরে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এখানকার চলচ্চিত্রের পোস্টার তৈরিতে লিথো পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো। আবার প্রযুক্তিগত সুবিধার জন্য কিছু পোস্টার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ছাপিয়ে আনা হতো। 'মিলন' ও 'ইন্ধন' চলচ্চিত্রের পোস্টার দুটি উল্লেখযোগ্য, যার ডিজাইন করেছিলেন কাইয়ুম চৌধুরী। খান আতাউর রহমানের 'নবাব সিরাজউদ্দোলা' ও 'ভাওয়াল সন্ন্যাসী'র আবদুস সবুরের করা নান্দনিক পোস্টার উল্লেখযোগ্য। এছাড়া নিতুন কুণ্ডু একটি ব্যতিক্রমী পোস্টার আঁকেন 'তানহা' ছবির জন্য। পাকিস্তান আমলে চলচ্চিত্রের পোস্টার ডিজাইনের জন্য দুটি প্রতিষ্ঠান কমার্ট ও এভারগ্রিন পাবলিসিটি বিখ্যাত ছিল।[৭১]

চিত্র ৩.২২ : চলচ্চিত্রের পোস্টার– 'নবাব সিরাজউদ্দোলা'; সূত্র : শিল্পকলা একাডেমি

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশেই ব্যাপকভাবে চলচ্চিত্রের পোস্টার ছাপা হতে থাকে। তখন পোস্টারগুলো হতো দুই রঙে। দুইরঙা পোস্টারের মধ্যে 'সুতরাং', 'আবির্ভাব', 'নীল আকাশের নীচে' প্রভৃতি চলচ্চিত্রের পোস্টার উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ৩.২৩ : চলচ্চিত্রের পোস্টার 'সুতরাং'; সূত্র : শিল্পকলা একাডেমি

চিত্র ৩.২৪ : চলচ্চিত্রের পোস্টার 'নীল আকাশের নীচে'; সূত্র : শিল্পকলা একাডেমি

সত্তরের দশকের শেষার্ধে প্রযুক্তির উন্নতির ফলে ছাপারও উন্নয়ন ঘটে। সত্তরের দশকের শেষের দিকে রঙিন পোস্টার ছাপানো শুরু হয়। রঙিন চলচ্চিত্রের পোস্টার বিশেষ আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় হয়েছিল।[৭২]

চলচ্চিত্রের পোস্টারে সাধারণত নায়ক-নায়িকা কিংবা কখনো কখনো খলনায়ককে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ছবির নামের বিশেষ ক্যালিগ্রাফিও চলচ্চিত্রের পোস্টারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সচরাচর বিষয়বস্তুর সাথে সংগতি রেখে চলচ্চিত্রের পোস্টার ডিজাইন করা হয়। সত্তর ও আশির দশকে ডন পাবলিসিটি, এম আর্ট, রূপায়ণ, বিকেডি, ইউনিভার্সাল, নান্দনিক প্রভৃতি বিজ্ঞাপনী সংস্থা চলচ্চিত্রের পোস্টারের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নান্দনিকতা ও শিল্পগুণের কারণে বেশ কিছু চলচ্চিত্রের পোস্টার বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। যেমন : জীবন থেকে নেয়া, অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী, সূর্য সংগ্রাম, সূর্যদীঘল বাড়ী, গোলাপী এখন ট্রেনে, পালঙ্ক, ধীরে বহে মেঘনা, সুন্দরী, সীমানা পেরিয়ে, তিতাস একটি নদীর নাম, দহন ইত্যাদি।

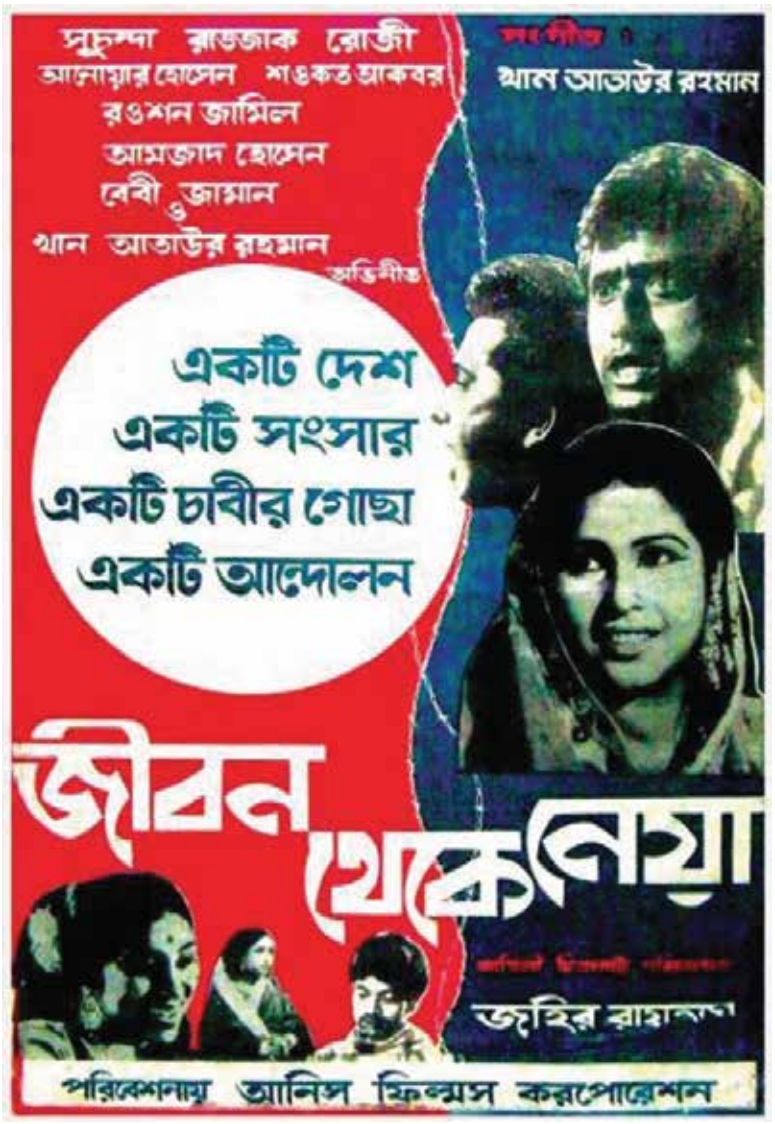

চিত্র ৩.২৫ : চলচ্চিত্রের পোস্টার 'জীবন থেকে নেয়া'; সূত্র :[৭৩]

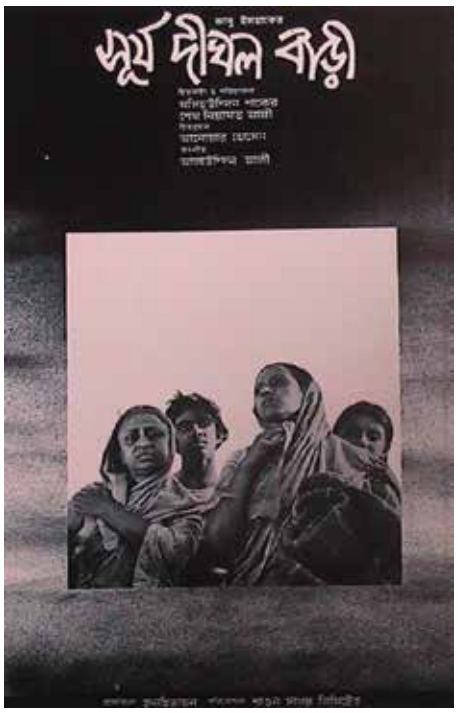

চিত্র ৩.২৬ : চলচ্চিত্রের পোস্টার 'সূর্য দীঘল বাড়ী'; সূত্র : শিল্পকলা একাডেমি

চিত্র ৩.২৭ : চলচ্চিত্রের পোস্টার 'গোলাপী এখন ট্রেনে' ; সূত্র : শিল্পকলা একাডেমি

চিত্র ৩.২৭ পোস্টারটিতে প্রধান অভিনয়শিল্পীদের ছবি নিয়ে পোস্টারটি নির্মাণ করা হলেও চলচ্চিত্রের নামের (গোলাপী এখন ট্রেনে) প্রয়োজনে ট্রেনের কোনো ছবির ব্যবহার নেই। তবুও টাইপোগ্রাফির বলিষ্ঠ আঁচড়ে ছুটে চলা ট্রেনের নির্গত ধোঁয়াকে উপজীব্য করে 'গোলাপী এখন ট্রেনে' নামটিকে শিল্পী টাইপোগ্রাফির মাধ্যমে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।

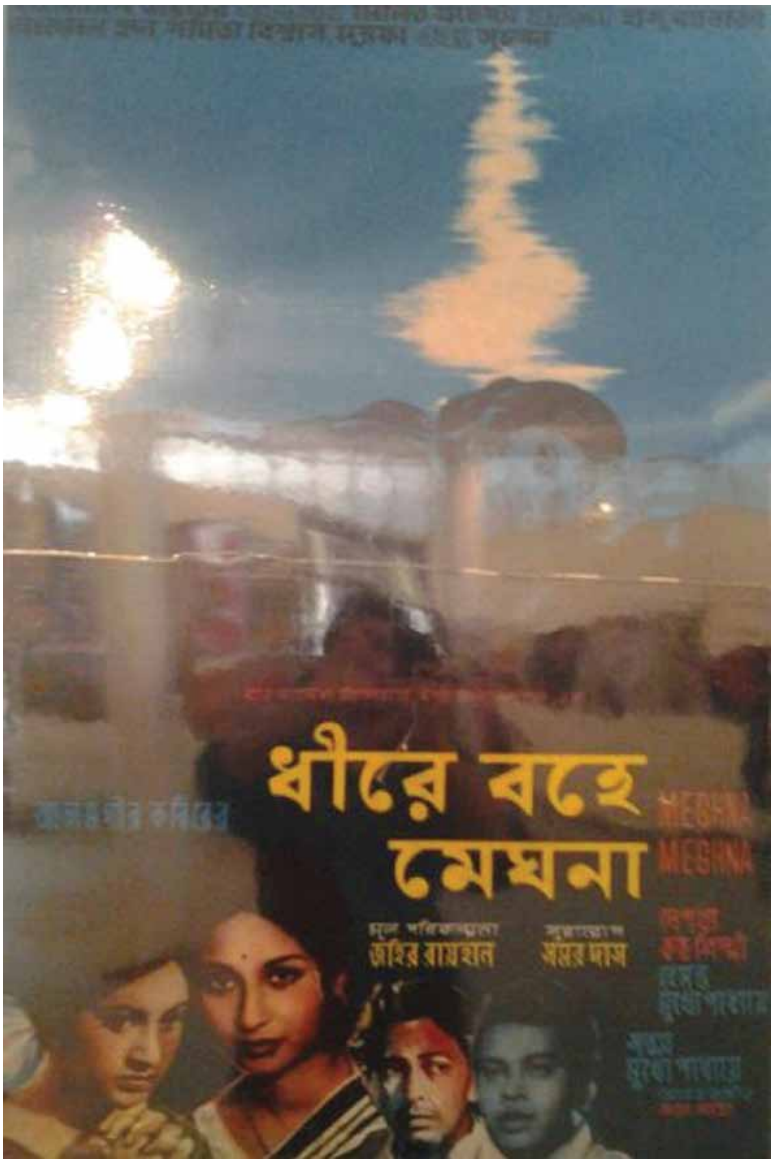

চিত্র ৩.২৮ : চলচ্চিত্রের পোস্টার 'ধীরে বহে মেঘনা'; সূত্র :[৭৪]

একসময় ডাবল ডিমাই সাইজের পোস্টার ২৩"×৩৬" ছিল সবচেয়ে বড় পোস্টার। ইদানীং অতিকায় চলচ্চিত্রের পোস্টার হচ্ছে, যা খণ্ডে খণ্ডে আলাদা করে ছেপে একসঙ্গে লাগানো হয়।[৭৫]

৩.৩ নাটকের পোস্টার

বাংলাদেশের নাটকের চর্চার ইতিহাস অনেক পুরনো হলেও নাটকের পোস্টারগুলোর ইতিহাস খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কোনো জাদুঘর বা আর্কাইভ করে নাটকের পোস্টারগুলো সংরক্ষণ করা হয়নি। বিভিন্ন উৎস থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু নাটকের পোস্টারের সন্ধান পাওয়া যায়। সৈয়দ শামসুল হকের লেখা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' প্রথম মঞ্চে এনেছিল ঢাকার নাট্যদল থিয়েটার (বেইলি রোড), যার পরিচালক ছিলেন আব্দুল্লাহ আল মামুন। ১৯৮১ সালে পঞ্চম তৃতীয় বিশ্বনাট্য উৎসবে (5th Third World Theatre Festival) অংশগ্রহণ করার

জন্য থিয়েটার কর্তৃক নাটকটি দক্ষিণ কোরিয়ায় মঞ্চস্থ হয়। এসময় শিল্পী নিতুন কুণ্ডু এই নাটকের পোস্টারটি নির্মাণ করেন। এটা বাংলাদেশের প্রথম চার রঙের নাটকের পোস্টার, যার আয়তন ছিল ৭৬×৫১ সে.মি.।

চিত্র ৩.২৯ : নাটকের পোস্টার– 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'; সূত্র :[৭৬]

বাংলার জমিদারদের কাহিনি অবলম্বনে ১৮৭২ সালে রচিত 'জমিদার দর্পণ' মীর মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ নাটক। মমতাজ উদ্দীন আহমদের পরিচালনায় থিয়েটার (আরামবাগ) নাট্যদল ২১ মে ১৯৮৩ সালে প্রথম নাটকটি মঞ্চস্থ করে। প্রথিতযশা শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী পোস্টারটি এঁকেছেন। এটি দুই রঙে আঁকা এবং এর আয়তন ছিল ৭৬×৫১ সে.মি.।

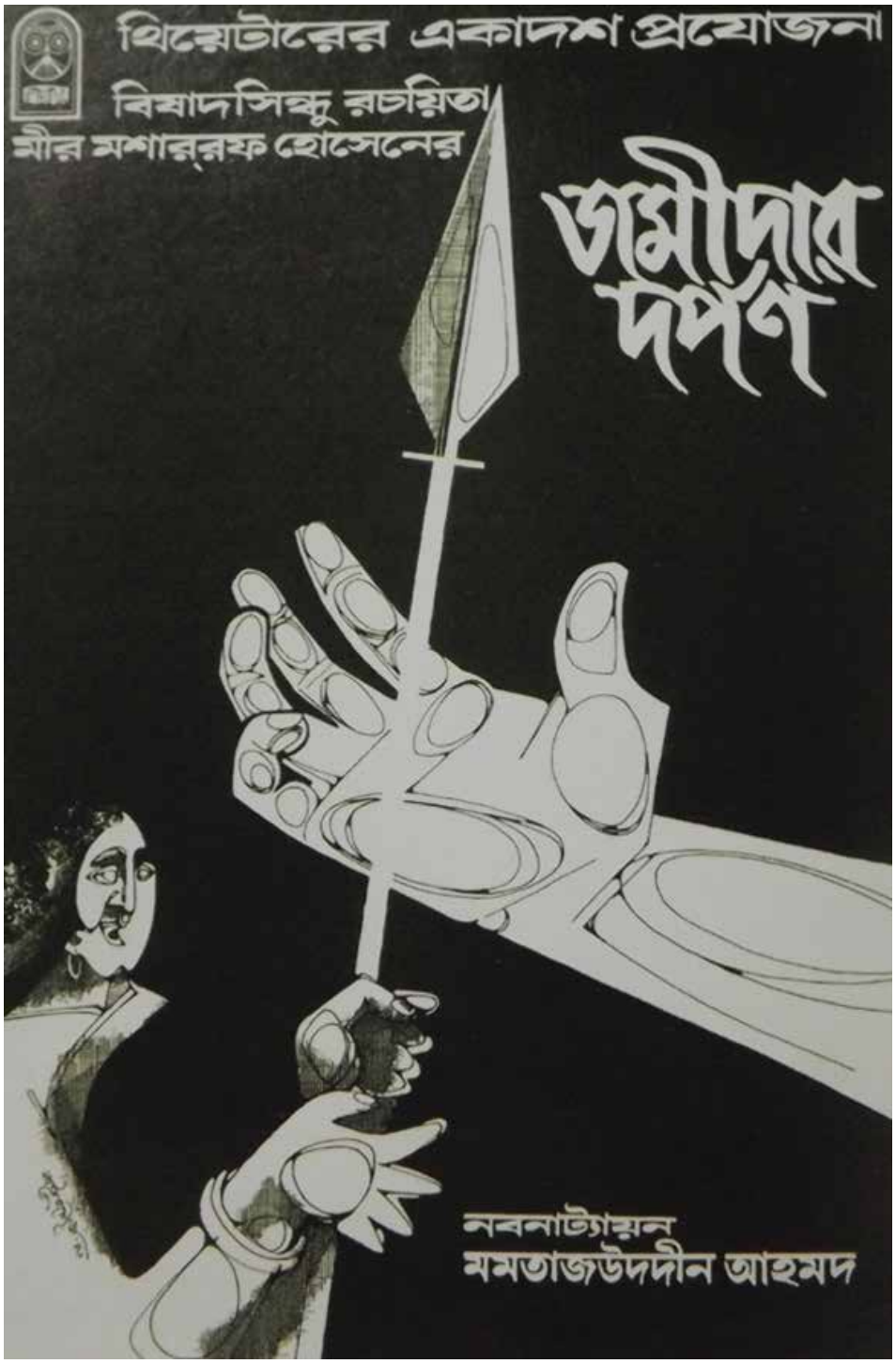

চিত্র ৩.৩০ : নাটকের পোস্টার– 'জমিদারদর্পণ'; সূত্র :[৭৭]

৩.৩০ পোস্টারটিতে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী তৎকালীন জমিদার কর্তৃক প্রজাদের শোষণের নির্মমতা ফুটিয়ে তুলেছেন পোস্টারটিতে ব্যবহৃত বল্লম ও হাতের নান্দনিক উপস্থাপনে। একটি বইয়ের প্রচ্ছদ যেমন পুরো বই সম্পর্কে ধারণা দেয় ঠিক তেমনি এই পোস্টারটির মাধ্যমে 'জমিদার দর্পণ' নাটকটির প্লট সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আর এখানেই শিল্পের সার্থকতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত বিখ্যাত উপন্যাস 'ঘরে-বাইরে'। আব্দুলাহ আল-মামুন ও জিয়া আনসারী এর নাট্যরূপ দান করেন এবং থিয়েটার (বেইলি রোড) নাট্যদল কর্তৃক ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। দুই রঙে আঁকা ৭৬×৫১ সে.মি. আয়তন বিশিষ্ট এই পোস্টারটি পটুয়া কামরুল হাসান এঁকেছেন।

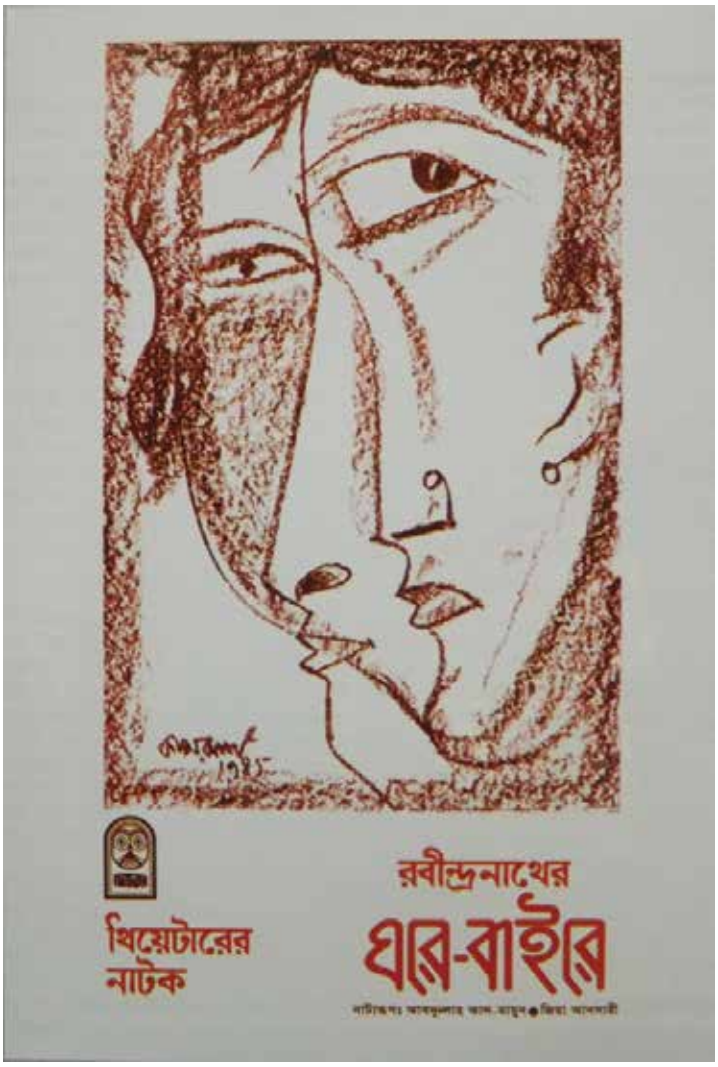

চিত্র ৩.৩১ : নাটকের পোস্টার–'ঘরে-বাইরে'; সূত্র :[৭৮]

ঘরে বাইরে (১৯১৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি উপন্যাস। এটি চলিত ভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম উপন্যাস। পটভূমি স্বদেশি আন্দোলন। এই উপন্যাসে একদিকে আছে স্বদেশপ্রেম ও সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার সমালোচনা, অন্যদিকে আছে সমাজ ও প্রথাপিষ্ট নারী-পুরুষের সম্পর্ক; বিশেষত পরস্পরের আকর্ষণ-বিকর্ষণ। উপন্যাসটিতে বিবৃত হয়েছে নিখিলেশ, বিমলা এবং সন্দীপ এই তিনটি চরিত্রের মিথস্ক্রিয়া, অর্থাৎ ত্রিভুজ প্রেমের সমীকরণ, যা মনস্তাত্ত্বিকও। উপন্যাসের এই বিশেষ দিকটিই শিল্পী বিমূর্তরূপে উপস্থাপন করেছেন এই নাটকের পোস্টারটিতে। যেখানে নেই রঙের আতিশয্য কিংবা বাড়তি কোনো চাকচিক্য; শুধু এই তিন চরিত্রের কল্পিত মুখাবয়ব অঙ্কনের মাধ্যমেই সহজ-সরল ও প্রাঞ্জলভাবে তা উপস্থিত হয়েছে পোস্টারটিতে।

মলয় ভৌমিকের রচনা ও নির্দেশনায় ১২ জানুয়ারি ১৯৯২ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুশীলন নাট্যদল 'শতগ্রন্থি' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। এই বিখ্যাত নাটকের পোস্টারটি এঁকেছেন শিল্পী রফিকুন্ নবী। তিন রঙে আঁকা এই পোস্টারের আয়তন ছিল ৭৬×৫০ সে.মি.।

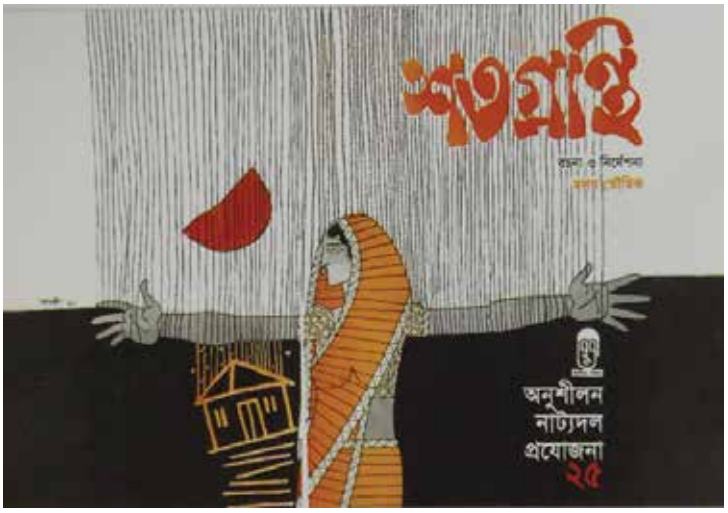

চিত্র ৩.৩২ : নাটকের পোস্টার–'শতগ্রন্থি'; সূত্র :[৭৯]

'খাট্টাতামাশা' নাটকের রচয়িতা সৈয়দ শামসুল হক। নাটকটি পরিচালনা করেছেন আলী যাকের এবং ১৪ জুলাই ১৯৯৫ নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় কর্তৃক এটি মঞ্চস্থ হয়েছে। এই নাটকের পোস্টার ডিজাইন করেছেন শিশির ভট্টাচার্য। চার রঙের এই পোস্টারের আয়তন ছিল ৭৪.৫×৫০ সে.মি.।

চিত্র ৩.৩৩ : নাটকের পোস্টার– 'খাট্টাতামাশা'; সূত্র :[৮০]

চিত্র ৩.৩৩ পোস্টারটির আঙ্গিকে, গঠনে বা নির্মাণে ড্রয়িং ও রঙের ব্যবহারে শিল্পী শিশির ভট্টাচার্য যে কৌশল

অবলম্বন করেছেন তাতে 'খাট্টাতামাশা' নাটকটি যে একটি রম্যধর্মী গল্পকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে সেই আবহ সহজেই অনুমেয়। শিল্পীর ব্যবহৃত টাইপোগ্রাফিতেও একধরনের তামাশার ভাব বিদ্যমান। যা তিনি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন তুলির সূক্ষ্ম আঁচড় ও তার প্রয়োগ পদ্ধতির সুনিপুণ পারঙ্গমতায়। সর্বোপরি পোস্টারটির কেরিক্যাচার, রঙের ব্যবহার, টাইপোগ্রাফি–এই তিন মাধ্যমের যৌক্তিক সমন্বয়ে তৈরি পোস্টারটির শৈল্পিক আবেদন সবাইকে ছুঁয়ে যায়।

৩.৪ বাণিজ্যিক পোস্টার

বাজার অর্থনীতির এই যুগে বিকিকিনির প্রক্রিয়াকে সচল রাখতে পোস্টারের উপযোগিতা অপরিসীম। পোস্টারের পূর্ণতা আনতে এবং গ্রাহক/ক্রেতাকে আকর্ষণ করতে বাণিজ্যিক পোস্টারে মডেলের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বর্তমানে পণ্যের বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে পোস্টারের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। পোস্টারে অনেক ক্ষেত্রে মডেল হিসেবে নারী-পুরুষের ছবি সংযোজন করা হয়। বিখ্যাত অভিনয়শিল্পী, সংগীতশিল্পী, খেলোয়াড় বা কোনো জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বকে মডেল করে বাণিজ্যিক পোস্টার নির্মাণ করা হয়। কোনো নতুন পণ্যকে পরিচিত করার জন্য এবং পণ্যের গুণগত মান সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করার লক্ষ্যেই এ ধরনের পোস্টার নির্মাণ করা হয়।

চিত্র ৩.৩৪ : বাণিজ্যিক পোস্টার; সূত্র :[৮১]

৩.৫. উন্নয়নমূলক/শিক্ষামূলক পোস্টার

সাধারণ মানুষকে লক্ষ করে তথ্য প্রচারের জন্য পোস্টার অতি পরিচিত মাধ্যম। সরকারি, বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী অনেক প্রতিষ্ঠান উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সফল বাস্তবায়নের জন্য ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পোস্টারকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকে। এসব পোস্টার উপযোগিতা অনুসারে রাস্তাঘাট, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, উপাসনালয়, ক্লাব ও পাড়া-মহল্লায়, এমনকি মানুষের বাড়িতে বাড়িতে লাগানো হয়। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসে বিষয়ভিত্তিক পোস্টার প্রকাশ করে থাকে। তথ্য সরবরাহ করার পাশাপাশি এসব পোস্টারের শৈল্পিক আবেদনও কম নয়।

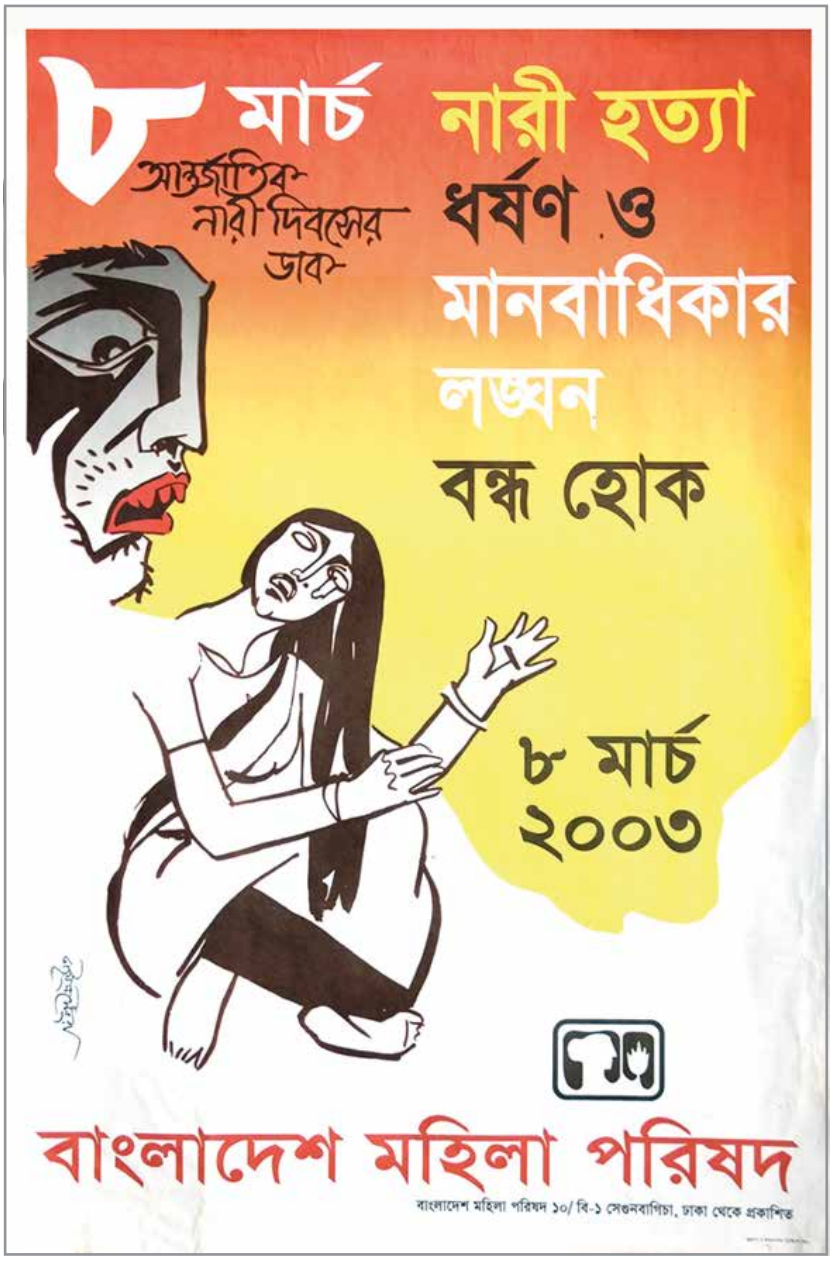

চিত্র ৩.৩৫ : নারী অধিকার বিষয়ক উন্নয়নমূলক পোস্টার; সূত্র :[৮২]

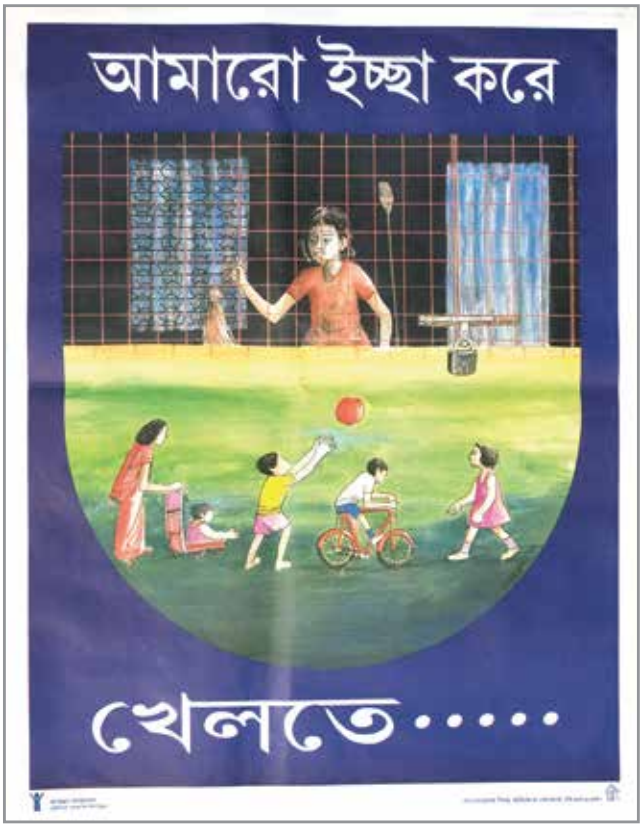

চিত্র ৩.৩৬ : শিশু অধিকার বিষয়ক উন্নয়নমূলক পোস্টার; সূত্র :[৮৩]

চিত্র ৩.৩৭ : স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নয়নমূলক পোস্টার; সূত্র :[৮৪]

চিত্র ৩.৩৮ : কৃষি বিষয়ক উন্নয়নমূলক পোস্টার; সূত্র : কৃষি মন্ত্রণালয়

চিত্র ৩.৩৯ : পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক উন্নয়নমূলক পোস্টার; সূত্র : উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় বদরগঞ্জ, রংপুর

৩.৬ অন্যান্য পোস্টার

উল্লেখিত প্রধান কয়েকটি শ্রেণি বিভাগ ছাড়াও আরও কিছু পোস্টার রয়েছে, যেমন : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপনের জন্য নির্মিত পোস্টার, ওয়াজ-মাহ্‌ফিলের পোস্টার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, জরুরি শোকবার্তা সংবলিত পোস্টার বা হঠাৎ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রতিবাদ সমাবেশ, মানববন্ধন, হরতাল ও ধর্মঘটের আহ্বানে বা সাধারণ মানুষের কাছে বার্তা পোঁছে দেওয়ার জন্য পোস্টারের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন প্রকার প্রতিযোগিতা, মেলা ও শিল্পকর্মের প্রদর্শনীকে সফল করতে নান্দনিক সব পোস্টারের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এছাড়া বাংলাদেশে কোনো কোনো সামাজিক, রাজনৈতিক বা জাতীয় ইস্যু সম্পর্কে সর্বসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও শৈল্পিক পোস্টার ব্যবহার করা হয়। নানা প্রকার প্রদর্শনী ও মেলার জন্যও পোস্টার ব্যবহার করা হয়। আর একটি বিশেষ ধরনের পোস্টার রয়েছে, বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কবি-সাহিত্যিক, ইতিহাসের বিখ্যাত মনীষী, সনাতন ধর্মের বিখ্যাত মনীষী ও পৌরাণিক কাহিনিনির্ভর পোস্টার, বিজ্ঞানী, অভিনয়শিল্পী, সংগীতশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, খেলোয়াড় প্রমুখ ব্যক্তির ছবি পোস্টার আকারে প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন সংগ্রহশালায়, জাদুঘরে এগুলো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা হয়, আবার অনেকে ব্যক্তিগতভাবে বাড়িতেও এ ধরনের পোস্টার সংরক্ষণ করে থাকেন। ইতিহাসখ্যাত মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য পোস্টার প্রকাশ করা হয়। পোস্টারের বহুমুখী ব্যবহার কারো অজানা নয়। এখানে কেবল ১৯৪৭–২০১০ সময়ের মধ্যে সৃষ্ট উল্লেখযোগ্য কিছু পোস্টার সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

চিত্র ৩.৪০ : বর্ষবরণের পোস্টার; সূত্র :[৮৫]

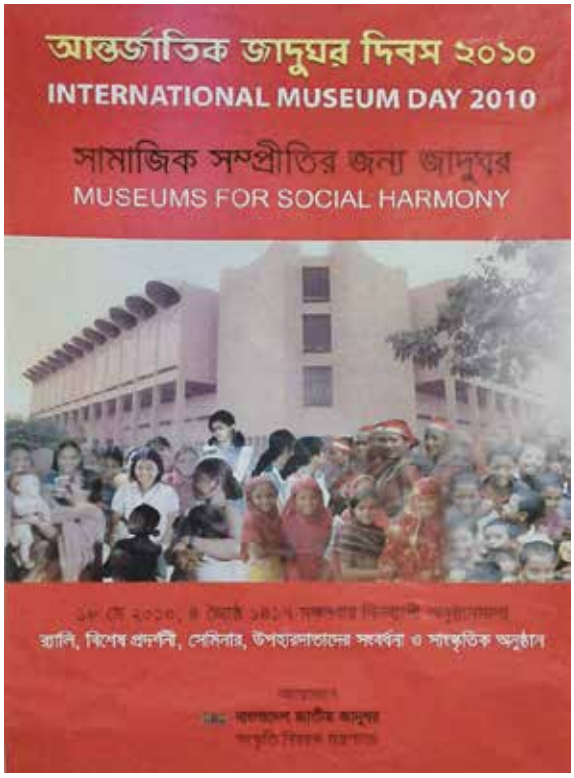

চিত্র ৩.৪১ : আন্তর্জাতিক দিবসের পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

চিত্র ৩.৪২ : জাতীয় দিবসের পোস্টার; সূত্র : জাতীয় কন্যা-শিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম

চিত্র ৩.৪৩ : বিশেষ দিবসের পোস্টার; সূত্র :[৮৬]

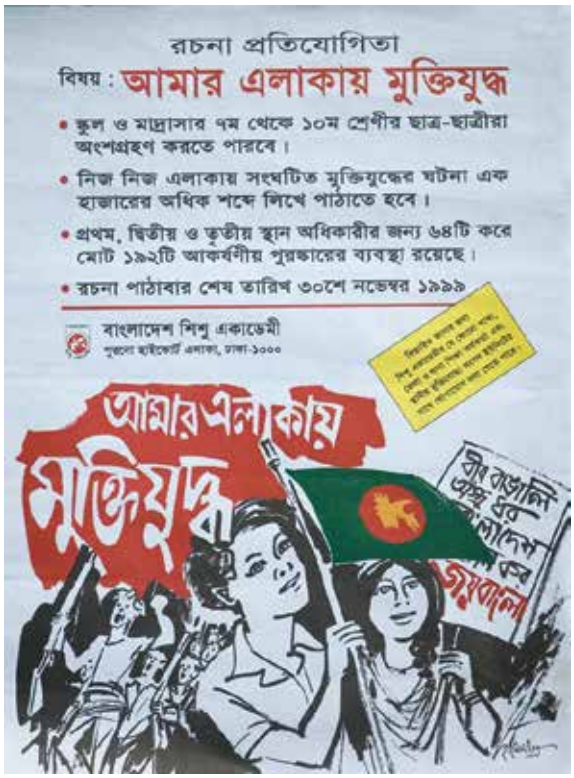

চিত্র ৩.৪৪ : শিশু একাডেমি আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতার পোস্টার; সূত্র :[৮৭]

চিত্র ৩.৪৫ : মেলার পোস্টার; সূত্র :[৮৮]

চিত্র ৩.৪৬ : ওয়াজ-মাহ্‌ফিলের পোস্টার; সূত্র : ব্যক্তিগত সংগ্রহ

চিত্র ৩.৪৭ : প্ল্যাকার্ডে ব্যবহৃত হাতে লেখা পোস্টার; সূত্র : Good Neighbors Bangladesh

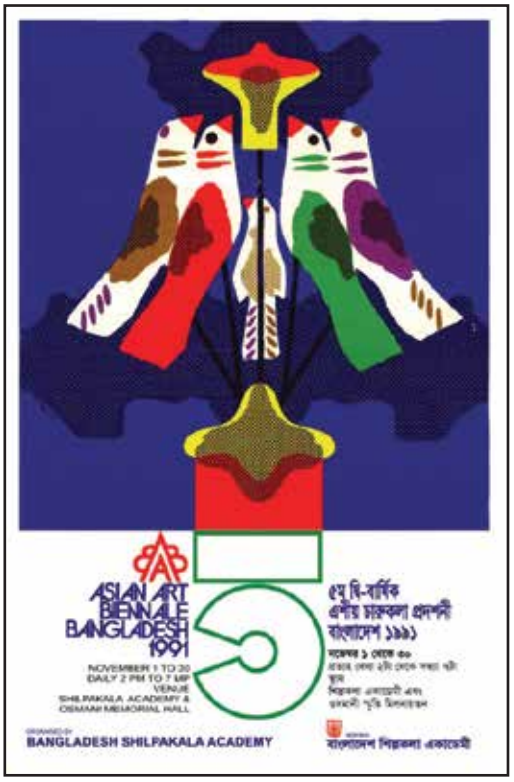

চিত্র ৩.৪৮ : চারুকলা প্রদর্শনীর পোস্টার; সূত্র : শিল্পকলা একাডেমি

চিত্র ৩.৪৯ : সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তৈরি পোস্টার; সূত্র :[৮৯]

চিত্র ৩.৫০ : সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তৈরি পোস্টার; সূত্র :[৯০]

চিত্র ৩.৫১ : সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তৈরি পোস্টার; সূত্র :[৯১]

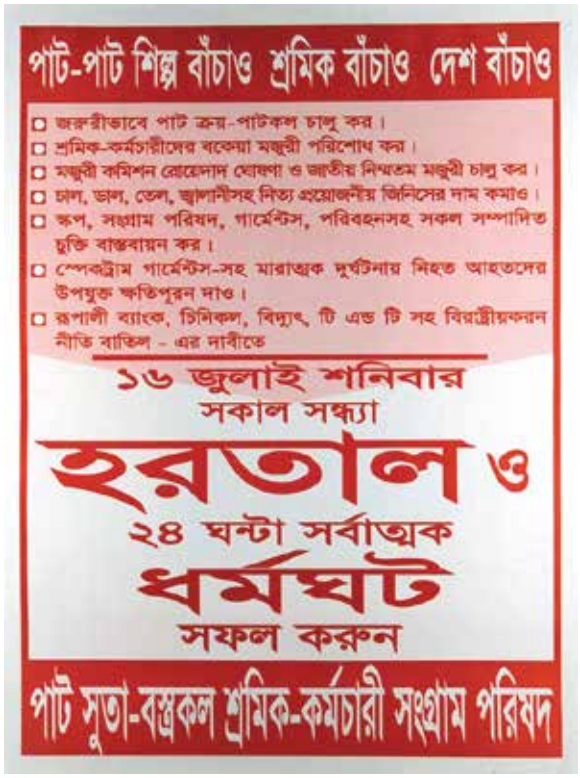

চিত্র ৩.৫২ : হরতাল ও ধর্মঘটের পোস্টার; সূত্র :[৯২]

চিত্র ৩.৫৩ : বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের পোস্টার; সূত্র : ব্যক্তিগত সংগ্রহ

চিত্র ৩.৫৪ : বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের জন্মশতবার্ষিকীর পোস্টার; সূত্র : ব্যক্তিগত সংগ্রহ

চিত্র ৩.৫৫ : জনপ্রিয় নাট্যব্যক্তিত্বের পোস্টার; সূত্র : ব্যক্তিগত সংগ্রহ

চিত্র ৩.৫৬ : জনপ্রিয় খেলোয়াড়ের পোস্টার; সূত্র : ব্যক্তিগত সংগ্রহ

৩.৭ শিল্পী কামরুল হাসানের অপ্রকাশিত পোস্টার

শিল্পী কামরুল হাসানের বেশ কিছু বিখ্যাত পোস্টার রয়েছে, যার সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সেসব পোস্টার সম্পর্কে অনেক তথ্য, চিত্র, প্রবন্ধ বা লেখা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেসব প্রকাশিত পোস্টারের বাইরেও তাঁর প্রায় শতাধিক অপ্রকাশিত পোস্টার রয়েছে। এই অপ্রকাশিত পোস্টার বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। এসব পোস্টারের কথা নিতান্ত অল্প কিছু লোক হয়তো জানেন। কারণ এগুলোর তেমন কোনো প্রচার নেই। এই গবেষণায় কিছু নির্বাচিত অপ্রকাশিত পোস্টারের ছবি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই পোস্টারগুলো সম্পূর্ণ হাতে তৈরি অর্থাৎ এগুলোর লেখা এবং ছবি সবই হাতে করা।

চিত্র ৩.৫৭ : শিল্পী কামরুল হাসানের অপ্রকাশিত পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

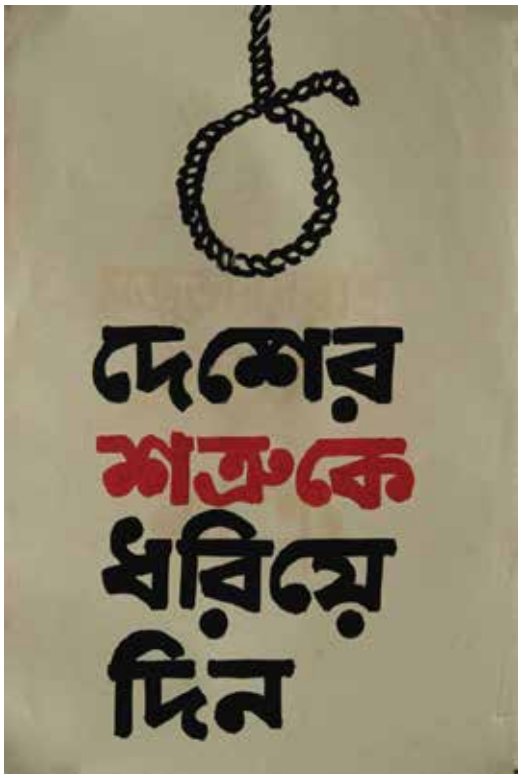

চিত্র ৩.৫৮ : শিল্পী কামরুল হাসানের অপ্রকাশিত পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

চিত্র ৩.৫৯ : শিল্পী কামরুল হাসানের অপ্রকাশিত পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

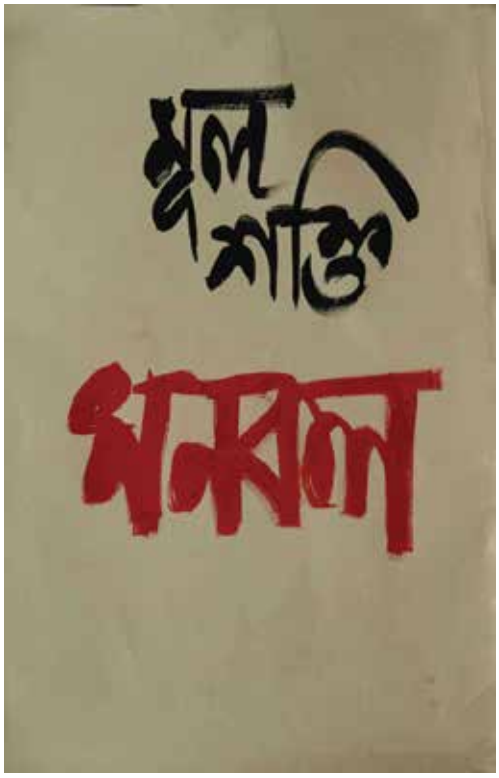

চিত্র ৩.৬০ : শিল্পী কামরুল হাসানের অপ্রকাশিত পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

চিত্র ৩.৬১ : শিল্পী কামরুল হাসানের অপ্রকাশিত পোস্টারের খসড়া; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

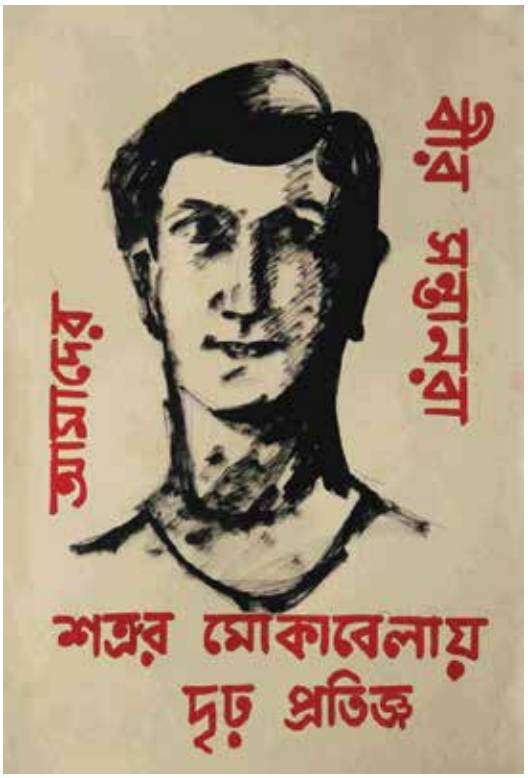

চিত্র ৩.৬২ : শিল্পী কামরুল হাসানের অপ্রকাশিত পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

চিত্র ৩.৬৩ : শিল্পী কামরুল হাসানের অপ্রকাশিত পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

চিত্র ৩.৬৪ : শিল্পী কামরুল হাসানের অপ্রকাশিত পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

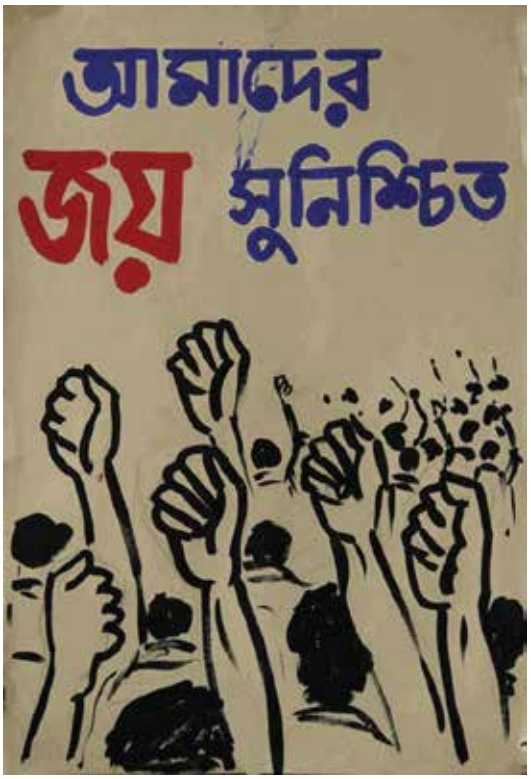

চিত্র ৩.৬৫ : শিল্পী কামরুল হাসানের অপ্রকাশিত পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

চিত্র ৩.৬৬ : শিল্পী কামরুল হাসানের অপ্রকাশিত পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

চিত্র ৩.৬৭ : শিল্পী কামরুল হাসানের অপ্রকাশিত পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

চিত্র ৩.৬৮ : শিল্পী কামরুল হাসানের অপ্রকাশিত পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

চতুর্থ অধ্যায়

পোস্টারের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশে টাইপোগ্রাফি

পোস্টারের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশে টাইপোগ্রাফি

৪.১ টাইপোগ্রাফি

মনের ভাব প্রকাশ বা কোনো বক্তব্য লিখে প্রকাশ করার তাগিদ থেকেই বর্ণমালার জন্ম। কয়েকটি চিহ্ন অর্থাৎ বর্ণ একত্রে মিলিত হয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ গঠন করে এবং শব্দগুলোর সম্মিলিত অর্থপূর্ণ প্রয়োগের মাধ্যমে বাক্য গঠিত হয়। এভাবেই মূলত একটি ভাষা তার লিখিত রূপ লাভ করে, প্রকাশ করে মানুষের যাবতীয় কথা। বর্ণমালার মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোনো ভাষাই বোধগম্য হয়ে ওঠে, স্থায়ী রূপ লাভ করে।[৯৩]

কিন্তু শুধু বক্তব্য প্রকাশের মধ্যেই লিখন পদ্ধতি সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি। শিল্পীর হাতের স্পর্শে লেখাও হয়ে উঠেছে অনন্য এক শিল্প। আর এ শিল্পকেই বলা হয় টাইপোগ্রাফি। সহজ কথায়, টাইপোগ্রাফি হলো টাইপ অর্থাৎ অক্ষর নিয়ে সাজানোর কলা ও কৌশল। বিভিন্ন ধরনের অক্ষরকে নানা পদ্ধতিতে সাজানোকেই বলে টাইপোগ্রাফি।

হরফ বা বর্ণকে সুন্দর করে লেখা, অলংকৃত রূপে উপস্থাপন করা, এমনকি নিজস্ব মর্যাদায় শিল্পকর্মে উন্নীত করার প্রমাণ মেলে প্রাচীন পুথি-পাণ্ডুলিপির যুগ থেকে শুরু করে আজকের আধুনিক প্রকাশনা শিল্পে। শিল্পীর সৃজনশীলতায় এটা নানাভাবে শিল্প হয়ে ওঠে। সৃজনশীল শিল্প কিংবা বাণিজ্যিক প্রকাশনা উভয় ক্ষেত্রেই লেখাকে নান্দনিক করে তুলেছেন শিল্পীরা।[৯৪]

প্রকাশনা শিল্পের ক্রমবিকাশের সাথে টাইপোগ্রাফির ক্রমবিকাশের ইতিহাস লীন হয়ে গেছে। অর্থাৎ প্রকাশনার জন্য বর্ণমালার বর্ণগুলোকে একটি সুনির্দিষ্ট অবয়ব প্রদানের প্রয়োজনীয়তা থেকেই টাইপোগ্রাফির উদ্ভব এবং প্রকাশনার উৎকর্ষ সাধনের জন্য টাইপোগ্রাফিরও ক্রমেই উন্নতি সাধিত হয়েছে। টাইপোগ্রাফির উদ্ভবের পূর্বে প্রাচীন পুথি, ধর্মগ্রন্থ, পৌরাণিক গাথা ইত্যাদিতে হাতে লেখা বাংলা লিপির শৈল্পিক ও নান্দনিক রূপটি একটু ব্যতিক্রম। প্রাচীন লিপিকারগণ কোনো যন্ত্রপাতি ছাড়াই হাতে লিখে দীর্ঘ লেখা সমাপ্ত করেছেন, যা নান্দনিকতার অনন্য উদাহরণ। এগুলোকে বলা হয়ে থাকে ক্যালিগ্রাফি।

ক্যালিগ্রাফি ও টাইপোগ্রাফির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সাধারণভাবে ক্যালিগ্রাফি বলতে বোঝায় সুন্দর হাতের লেখা। নন্দলাল বসু ক্যালিগ্রাফির বাংলা প্রতিশব্দ করেছিলেন 'লেখাঙ্কন'।[৯৫] ক্যালিগ্রাফিকে 'অক্ষরচিত্র' হিসেবেও অনেকে উল্লেখ করে থাকেন। এটি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। এই পদ্ধতির জন্য দরকার হয় বিশেষ ধরনের তুলি ও কলম। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের অনেক পুথি-পুস্তকে বাংলা ক্যালিগ্রাফির সন্ধান পাওয়া যায়।[৯৬]

৪.২ টাইপোগ্রাফির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

বাংলা টাইপোগ্রাফির সূত্রপাত হয় আঠারো শতকের শেষার্ধে। এর কারণ হলো, যেকোনো ভাষার হরফ যখন লেখা

হয়, কিংবা খোদাই করা হয়, তখন হরফের অবয়ব সুনির্দিষ্ট রাখা জরুরি হয়। অর্থাৎ কোনো ভাষা ছাপতে গেলে অবশ্যই অক্ষরগুলো সুনির্দিষ্ট রাখতে হবে। টাইপোগ্রাফির সূত্রপাত ঠিক এখান থেকেই।[৯৭]

হুগলি থেকে ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে নাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেডের 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাংগুয়েজ' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের অক্ষর তৈরি করেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী চার্লস উইলকিনস। তবে তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন একজন বাঙালি– পঞ্চানন কর্মকার। এ বইটিতে বাংলা বিচল হরফ বা 'মুভেবল টাইপ' প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল। আধুনিক টাইপোগ্রাফির সূত্রপাত এখান থেকেই। গবেষকদের মতে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথিতে প্রাপ্ত বাংলা লিপির আদি রূপটির ক্রমবিকশিত চেহারাটি সামনে রেখে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা হস্তলিপি শিক্ষক কালীকুমার রায় ও হুগলির খুশমত মুনশীর হাতের লেখাকে উৎস হিসেবে ব্যবহার করে এই হরফগুলো তৈরি করা হয়েছিল। মুদ্রিত এ হরফগুলোই ক্রমে উন্নত হয়ে বর্তমানের বিদ্যাসাগর টাইপের রূপ লাভ করে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা হরফের সংস্কার করে একটি আদর্শ রূপ প্রস্তাব করেন ১৮৫৫ সালে যথাক্রমে বর্ণ পরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করে। এরপর বেশ কয়েকটি স্টাইলে বাংলা টাইপ তৈরি হয়েছে। যেমন : পাইকা, পাইকা আধুনিক, পাইকা অ্যান্টিক, ভারতী, পূরবী ইত্যাদি।[৯৮]

উনিশ শতকের শেষার্ধে লাইনোটাইপ (linotype) পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটে। এর ফলে যান্ত্রিকভাবে ধাতু ঢালাই করে 'টাইপ'-এর সম্পূর্ণ একটি একক লাইন তৈরি করা যায়। বিচল পদ্ধতিতে যেখানে একই বর্গের কয়েকশ টাইপ প্রয়োজন, সেখানে লাইনোটাইপ পদ্ধতিতে সে বর্গের কয়েকটি ছাঁচ দিয়েই প্রয়োজনমতো টাইপ তৈরি করা যায়। সুরেশচন্দ্র মজুমদারের উদ্যোগে ১৯৩৫ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় সর্বপ্রথম বাংলা লাইনোটাইপের প্রচলন ঘটে। লাইনোটাইপ উদ্ভাবনে সুরেশ চন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন রাজ শেখর বসু। মূল বাংলা অক্ষরগুলোর আকৃতি অঙ্কন করেছিলেন শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেনের তত্ত্বাবধায়নে সুশীল কুমার ভট্টাচার্য। বাংলাদেশে লাইনোটাইপের প্রবর্তন ঘটে ষাটের দশকে।[৯৯]

বিশ শতকের আশির দশকে ফটোকম্পোজ বা ফটোটাইপ (phototype) আবিষ্কৃত হয়। সীসার টাইপে প্রতিটি হরফের মধ্যে যে ফাঁক থেকে যায়– এই সমস্যা দূর হয় ফটোটাইপের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে কম্পিউটার প্রযুক্তির উন্নতি টাইপকে আরও সহজ ও উন্নত করেছে। বর্তমানে কয়েক হাজার ধরনের টাইপ রয়েছে।[১০০]

বিজ্ঞানের কল্যাণে প্রযুক্তির ধাপে ধাপে উন্নয়নের ফলে বর্তমানে সীসার টাইপের ব্যবহার ও লেটার প্রেসের মুদ্রণ ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে। দ্রুত জায়গা দখল করে নিচ্ছে ফটোটাইপ ও কম্পিউটার। ফলে টাইপের চেহারার পরিবর্তন ঘটছে দ্রুত। প্রযুক্তি ও কম্পিউটারের কারণে হরফের চেহারা, আকার-আকৃতি যত দ্রুতই পরিবর্তন হোক না কেন মূল চেহারাটা তৈরি করে দিচ্ছেন শিল্পীরাই। সেই আদিকালের কাঠের হরফের আমল থেকে বর্তমান কম্পিউটার যুগ পর্যন্ত হরফের মূল চেহারাটা শিল্পীদের দ্বারাই সম্পন্ন হচ্ছে।

এক সময় ক্যালিগ্রাফি বা হাতের লেখাকে পূর্বসূত্র হিসেবে ব্যবহার করে বাংলা টাইপোগ্রাফি তৈরি করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বাংলা হরফের সৌন্দর্য প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে আছে হাতের লেখার মধ্যে। বইয়ের প্রচ্ছদে, পোস্টারে, ব্যানারে, প্রশংসাপত্রে, নিমন্ত্রণপত্রে, পত্রিকার অঙ্গসজ্জায়, কিংবা বিজ্ঞাপনে ক্যালিগ্রাফি ও টাইপোগ্রাফির সমন্বিত রূপ লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশে মুদ্রণশিল্পের সূচনা পর্বে কলকাতা থেকে টাইপ আমদানি করা হতো। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফসল বাংলা একাডেমি। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বাংলা টাইপকে উন্নত করার জন্য বাংলা একাডেমি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।[১০১]

আধুনিক টাইপোগ্রাফিতেও ক্যালিগ্রাফিক ধাঁচের বর্ণমালা তৈরি করা হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে টাইপোগ্রাফিতে একটি ধ্রুপদী চেহারা এবং গাম্ভীর্য আনার চেষ্টা করা হয়। হাতে লিখে ক্যালিগ্রাফিক ধাঁচের টাইপোগ্রাফি নির্মাণে বাংলাদেশের যেসকল শিল্পী বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন, তাঁদের মধ্যে কাইয়ুম চৌধুরী অগ্রগণ্য। এছাড়া কামরুল হাসান, হাশেম খান, রফিকুন্ নবি, সমরজিৎ রায়চৌধুরী, কাজী হাসান হাবীব, গোলাম সারোয়ার, আফজাল হোসেন, আনোয়ার ফারুক, মাসুক হেলাল, মাকসুদুর রহমান, ধ্রুব এষ, সব্যসাচী হাজরা প্রমুখ নিজস্ব ধরনের টাইপোগ্রাফি উ দ্ভাবন করেছেন।[১০২] বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কিংবা শুধু গঠনগত সৌন্দর্যের জন্যই এসব টাইপোগ্রাফি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন বিজ্ঞাপনী সংস্থা নিত্যনতুন টাইপোগ্রাফি নির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। পোস্টার, প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে মুদ্রণশিল্পের সব ক্ষেত্রেই শৈল্পিক টাইপোগ্রাফি ব্যবহারের প্রবণতা দিনে দিনে বাড়ছে।[১০৩] গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে টাইপোগ্রাফির উন্নতির একটা প্রধান কারণ প্রযুক্তির উন্নতি। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে যেকোনো টাইপ প্রয়োজনে চট করে লিখে দ্রুত ছাপার কাজে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা যায়।

৪.৩ পোস্টারে টাইপোগ্রাফির ব্যবহার

নাটক বা চলচ্চিত্রের পোস্টারে সাধারণত নাটক বা চলচ্চিত্রের নামটিকে আকর্ষণীয় হরফে লেখা হয়ে থাকে, যাতে দর্শক পোস্টারটি দেখতে আগ্রহী হয় এবং এর তথ্যগুলো জানার জন্য কৌতূহলী হয়। শিল্পী নামের বর্ণগুলোকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী ছোট-বড়, সোজা-বাঁকা, হালকা-গাঢ়, এমনকি দুমড়ে-মুচড়ে নানাভাবে নানা ঢঙে উপস্থাপন করে থাকেন। নাম ব্যতীত অন্য তথ্যগুলো উপস্থাপনের জন্য সাধারণত সাদামাটা ধরনের টাইপোগ্রাফি ব্যবহার করা হয় এবং এগুলোর আকারও অপেক্ষাকৃত ছোট থাকে।

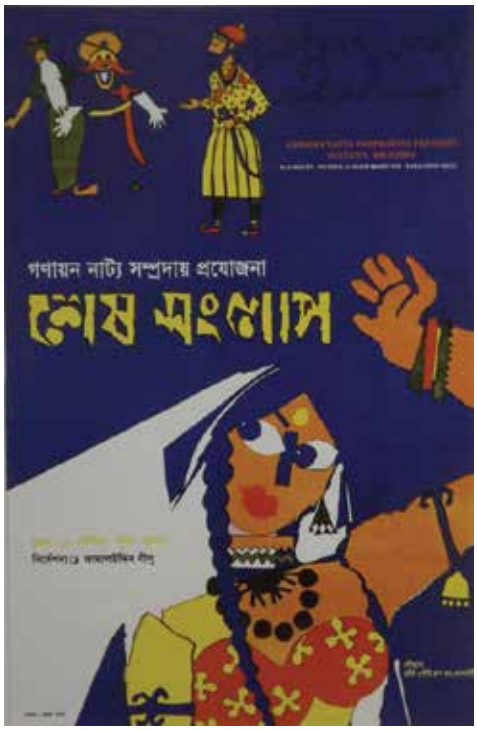

চিত্র ৪.১ : পোস্টারে ব্যবহৃত বিশেষ টাইপোগ্রাফি; সূত্র :[১০৪]

চিত্র ৪.২ : পোস্টারে ব্যবহৃত বিশেষ টাইপোগ্রাফি; সূত্র :[১০৫]

চিত্র ৪.২-এ পোস্টারটিতে চলচ্চিত্রের নাম 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী' লেখার জন্য বর্ণগুলোকে সাজিয়ে একটা শৈল্পিক রূপদান করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর সাথে সংগতি রেখে বর্ণগুলোতে আগুনের শিখার একটা বিমূর্ত চিত্র লক্ষ করা যায়। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এই চলচ্চিত্রের নামে লাল রং ব্যবহার করে মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের তেজকেই অগ্নিশিখার

মধ্যে বিলীন করে গোটা পোস্টারটিকেই এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন শিল্পী। তার ব্যাকগ্রাউন্ডে মুক্তিযুদ্ধের খণ্ডচিত্র পোস্টারটিকে জীবন্ত করে তুলেছে।

চিত্র ৪.৩ : পোস্টারে ব্যবহৃত বিশেষ টাইপোগ্রাফি; সূত্র :[১০৬]

'ছুটির ঘণ্টা' চলচ্চিত্রের পোস্টারে নামের টাইপোগ্রাফির উল্লেখযোগ্য দিকটি হলো, এখানে লেখার একটি অংশকে ছবি হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ 'ছুটির' শব্দের 'র' বর্ণের বিন্দুটিকে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বড় করে এঁকে ঘণ্টার ছবি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে তাই নামের সাথে 'ঘণ্টা' শব্দটিকে গৌণ করে দেওয়ার জন্য ছোট আকারে খুব সাদামাটাভাবে লেখা হয়েছে এবং তার ঠিক পাশেই ঘণ্টার ছবি সংযোজন করা হয়েছে। শিল্পী তাঁর কল্পনাশক্তিকে ব্যবহার করে 'ছুটির ঘণ্টা' নামটিকে এঁকেছেন বা লিখেছেন যা-ই বলা হোক না কেন, টাইপোগ্রাফির এমন উদাহরণ সত্যিই চমকপ্রদ।

আবার যেসব পোস্টারে সাধারণত শৈল্পিক ইমেজ ব্যবহার করা হয় সেখানে টাইপোগ্রাফির ক্ষেত্রে খুব একটা বিশেষত্ব লক্ষ করা যায় না। ইমেজটাই দর্শককে আকর্ষণ করার জন্য এক্ষেত্রে যথেষ্ট।

চিত্র ৪.৪ : ইমেজ-নির্ভর পোস্টার (টেক্সটের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে সাদামাটা ধরনের কম্পিউটার টাইপ); সূত্র :শিল্পকলা একাডেমি

যেসব পোস্টার শুধুই টাইপোগ্রাফি-নির্ভর, অর্থাৎ যেখানে কোনো ইমেজ ব্যবহার করা হয় না সেক্ষেত্রে টাইপোগ্রাফিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধের কিছু পোস্টারে বেশ বড় হরফে নান্দনিক টাইপোগ্রাফি ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলোতে কোনো ইমেজ না থাকা সত্ত্বেও শিল্পের বিচারে নিঃসন্দেহে অতি উচ্চমানের।

চিত্র ৪.৫ : টাইপোগ্রাফি-নির্ভর মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

চিত্র ৪.৬ : টাইপোগ্রাফি-নির্ভর মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার ছাড়াও আরও অনেক পোস্টার রয়েছে যেগুলো প্রধানত টাইপোগ্রাফি-নির্ভর।

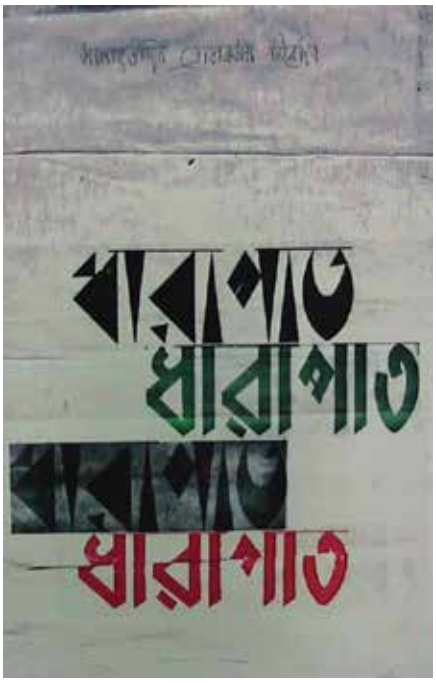

চিত্র ৪.৭ : টাইপোগ্রাফি-নির্ভর চলচ্চিত্রের পোস্টারে ব্যবহৃত বিশেষ টাইপোগ্রাফি; সূত্র : শিল্পকলা একাডেমি

পরিশেষে বলা যায়, লেখাকে শৈল্পিক ও নান্দনিক করে তোলার ক্ষেত্রে টাইপোগ্রাফির ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রকাশনা শিল্পের বিকাশ টাইপোগ্রাফির উপর নির্ভরশীল। সঠিক টাইপোগ্রাফি ব্যবহার করতে না পারলে কোনো প্রকাশনাই তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে অর্জন করতে পারে না। আর পোস্টার হলো এমন একটি মাধ্যম যেখানে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাটা অত্যন্ত জরুরি। একটি নান্দনিক টাইপোগ্রাফি পোস্টারের প্রতি দর্শকের আগ্রহ সৃষ্টি করতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ক্রমবিকাশের ধারায় পোস্টার বর্তমান সময়ে এক পরিপূর্ণ প্রচারমাধ্যম। নানা আধুনিক প্রচারমাধ্যমের সহজলভ্যতা স্বত্ত্বেও আজও পোস্টারের ব্যবহার একই রকম জনপ্রিয়। তবে প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে হাতে লেখা পোস্টারের ব্যবহার ক্রমশ কমে এসেছে এবং তা প্রায় বিলুপ্তির পথে। নতুনের আগমনে পুরাতনের বিদায় একটি স্বাভাবিক নিয়ম। সব শিল্পেরই একটা নিজস্ব ধারা বা একটা ট্রেন্ড থাকে। সময়ের সাথে সাথে ট্রেন্ড বদলায়। প্রযুক্তির ফলে খুব দ্রুত অনেক মানুষের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে। আগে একটি পোস্টার যেসব এলাকায় লাগানো হতো বা যাদেরকে উদ্দেশ্য করে তৈরি করা হতো শুধু ওই জনগোষ্ঠীর মধ্যেই থাকত। এখন প্রযুক্তির কল্যাণে পোস্টারের অনুলিপি (সফট কপি) নিমেষেই দেশের এমনকি পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে। কাজেই শিল্প ও সংস্কৃতির বিস্তৃতি এখন অনেক সহজে ও দ্রুত হচ্ছে।

আগে শিল্পীরাই পোস্টার তৈরি করতেন। কোনো একটা বিষয়ের সাথে শিল্পীরা সরাসরি যুক্ত থাকতেন। বর্তমানে উদ্যোক্তা কিছুটা পরিবর্তন হচ্ছে। কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের মার্কেটিং ম্যানেজার পোস্টারের আইডিয়া করতে পারেন, তারপর তিনি শিল্পীর কাছে সাহায্য চাইতে পারেন। শিল্পী নয় এমন ব্যক্তিরাও এখন পোস্টার তৈরির ক্ষেত্রে কাজ করছেন। পোস্টারের শিল্পমান নির্ভর করে কে পোস্টারটি তৈরি করছেন তার উপর। যারা কম্যুনিকেশনের জন্য বা প্রচারের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করেন তারা যদি একজন প্রকৃত শিল্পীকে নিয়োগ করেন, তার কাছ থেকে শিল্পকর্মটি নেন, তাহলে তার শিল্পমান বজায় থাকবে। শিল্পীর পরিবর্তে যদি যেকোনো একজন বা কোনো কম্পিউটার অপারেটর পোস্টারটি করেন তাহলে ওই শিল্পমানটা থাকবে না। সুকুমার শিল্পের অধীনে গ্রাফিক ডিজাইন অধ্যয়ন করা হয়। এখানে সুকুমার শিল্পীদের নিয়েই কাজ করতে হবে। তথ্য-প্রযুক্তির অধীনে যারা গ্রাফিক ডিজাইনের অধ্যয়ন করেন তাদের কাজের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ধরন চারুশিল্পীদের মতো নয়।

পোস্টারের আইডিয়া, কম্পোজিশন, উপস্থাপনা সবকিছু মিলিয়ে শিল্পের যে মান সেটা যদি বজায় থাকে তাহলে সেটা ভালো শিল্প হবে। পোস্টারের প্রধান বিষয় হলো ইমেজ এবং টেক্সট। পোস্টার যেহেতু তাৎক্ষণিক কম্যুনিকেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় পোস্টারের শিল্পমান যদি ভালো হয়, তাহলেই সেটা দর্শকের অন্তর্দৃষ্টিতে চলে যাবে সাথে সাথে। তিনি ওটাকে নিয়ে ভাববেন, কিছু দূর যাওয়ার পর আবার যদি ওই পোস্টারটা দেখেন তাহলে তার স্মৃতিতে এটার পুনরাবৃত্তি হয়। এভাবে দুই তিনবার দেখলেই এটা তার ভেতরে গেঁথে যায়। অর্থাৎ যে বিষয়ের জন্য পোস্টারটা দেওয়া সে বিষয়ের সাথে কম্যুনিকেশন হয়ে গেল।

১৯৪৭ থেকে ২০১০ সময়ে বাংলাদেশে প্রকাশিত পোস্টারের বিশাল সম্ভারের কিছু নির্বাচিত পোস্টার এই অভিসন্দর্ভে স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য, এগুলোর বাইরে আরও অনেক পোস্টার রয়েছে যা সত্যিই শিল্পগুণের বিচারে অনন্য। পরিতাপের বিষয়, আরও অনেক মানসম্পন্ন পোস্টার বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে যেগুলো সংরক্ষণ করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়নি এবং তার কোন হদিশও পাওয়া যায় না।

অনেক কম্যুনিকেশন উপকরণ থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে পোস্টার শিল্পের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়নি। বরং প্রযুক্তির উৎকর্ষে এর ব্যবহার আরও সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছে। বাংলা টাইপোগ্রাফিরও নিঃসন্দেহে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। পোস্টারের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পীরা ক্যালিগ্রাফি ব্যবহার করেন। বাংলাদেশের পোস্টার যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করেই এগিয়ে চলেছে। প্রয়োজন সংরক্ষণের সুব্যবস্থা, পৃষ্ঠপোষকতা এবং চর্চা। প্রচারমাধ্যম হিসেবে শুধু নয়, শিল্প সৃষ্টির মানসে পোস্টারের নির্মাণ করতে হবে, যাতে তার গুণগত মান বজায় থাকে। পোস্টার শিল্পকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জাদুঘরে কিছু কিছু পোস্টারের সন্ধান মেলে। কিন্তু বাংলাদেশে একটি সমন্বিত পোস্টার আর্কাইভ থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন সময়ে নির্মিত পোস্টারগুলো সংরক্ষণে এটা সর্বাধিক কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। আর্কাইভে সংরক্ষিত পোস্টারের তথ্য ও অনুলিপি (সফট কপি) সংরক্ষণে একটি ডেটাবেজ তৈরি করা প্রয়োজন। অতীতের হারিয়ে যাওয়া পোস্টারগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে। অনেকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে থেকে যাওয়া পোস্টারগুলোকে সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলাভিত্তিক পাঠ্যক্রমে পোস্টারকে আরও বেশি গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন করতে হবে। ক্যালিগ্রাফি ও হাতে লেখা টাইপোগ্রাফির ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবে। সর্বোপরি পোস্টারের প্রায়োগিক গুরুত্ব অনুধাবন করে চারুকলার শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিল্প গবেষক ও পোস্টার নির্মাণে জড়িত সকল ব্যক্তিকে পোস্টার শিল্পের অগ্রযাত্রায় যত্নবান হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. সাইদুল রোমান, "শিল্পের সংজ্ঞা"– বাঁধ ভাঙার আওয়াজ ঝড় সব whereinblog.net, ১১ জানুয়ারি, ২০১৪
http://www.somewhereinblog.net/blog/nadanbanda007/29915453
ইন্টারনেট অনুসন্ধানের তারিখ : ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬

২. নির্মাল্য নাগ, *শিল্প চেতনা*, ২য় সং, কলকাতা, দীপায়ন, নভেম্বর ২০০০, পৃষ্ঠা ১৬৪

৩. সাইদুল রোমান, প্রাগুক্ত

৪. সাইদুল রোমান, প্রাগুক্ত

৫. সাইদুল রোমান, প্রাগুক্ত

৬. সাইদুল রোমান, প্রাগুক্ত

৭. "শিল্পকলার ইতিহাস"– উইকিপিডিয়া
http://bn.wikipedia.org/wiki/শিল্পকলার ইতিহাস
ইন্টারনেট অনুসন্ধানের তারিখ : ২২ জুন ২০১৪

৮. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া : বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, খণ্ড ৪, ২য় সং, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, জুন ২০১১, পৃষ্ঠা ১৩৩

৯. "গ্রাফিক ডিজাইন বলতে কি বুঝায় ও এর আওতাধীন বিষয় সমূহ", পথিক নিউজ, ২৫ মে ২০১৫
http://www.pothiknews.com/?p=1046
ইন্টারনেট অনুসন্ধানের তারিখ : ২৫ মে ২০১৫

১০. শিল্পকলার ইতিহাস, প্রাগুক্ত

১১. শাওন আকন্দ, "গ্রাফিক ডিজাইন", দ্র. লালারুখ সেলিম (সম্পা.), *চারু ও কারুকলা*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃষ্ঠা ১৭৫

১২. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৩

১৩. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৪

১৪. শাওন আকন্দ, "গ্রাফিক ডিজাইন", প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮২

১৫. মুহম্মদ সবুর, "পোস্টার শিল্পের ইতিহাসে অনন্য মাধ্যম"– পদ্মা পাড়ের মানুষ ০৫/০৬/২০০৯
https://taiyabs.wordpress.com/2009/06/05
ইন্টারনেট অনুসন্ধানের তারিখ : ০৮ জানুয়ারি ২০১৩

১৬. মুহম্মদ সবুর, প্রাগুক্ত

১৭. মুহম্মদ সবুর, প্রাগুক্ত

১৮. মুহম্মদ সবুর, প্রাগুক্ত

১৯. মুহম্মদ সবুর, প্রাগুক্ত

২০. "পোস্টারের ইতিহাস", সম্পাদকীয়, *মানবকণ্ঠ* ১০ মার্চ ২০১৩, ই-পেপার

২১. মুহম্মদ সবুর, প্রাগুক্ত

২২. মুহম্মদ সবুর, প্রাগুক্ত

২৩. নাজনীনআরা বেগম, '*বাংলাদেশের গ্রাফিক ডিজাইন: '৭১ থেকে বর্তমান*', এম.এফ.এ অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), চারুকলা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ২

২৪. আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা ৩১

২৫. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত

২৬. কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কিছু কথা*, দ্র. সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, ২০১০, পৃষ্ঠা ৩৮

২৭. International Institute of Social History
https://socialhistory.org/en/collections/bangladesh-posters
ইন্টারনেট অনুসন্ধানের তারিখ : ০৮ মার্চ ২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

২৮. Internationa Institute of Social History, প্রাগুক্ত

২৯. Internationa Institute of Social History, প্রাগুক্ত

৩০. Internationa Institute of Social History, প্রাগুক্ত

৩১. Advertising Archive Bangladesh, www.adarchivebd.com
ইন্টারনেট অনুসন্ধানের তারিখ : ০৬ জুন ২০১৬

৩২. Internationa Institute of Social History, প্রাগুক্ত

৩৩. Internationa Institute of Social History, প্রাগুক্ত

৩৪. Advertising Archive Bangladesh, প্রাগুক্ত

৩৫. বাবুল বিশ্বাস, *আর্ট অব বাংলাদেশ (Art of Bangladesh)*, ঢাকা, ঐতিহ্য, বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃষ্ঠা ১৮৬

৩৬. "হারিয়ে যাওয়া বাংলা চলচ্চিত্রের পোস্টারগুলো (শেষ পর্ব)"
সামহোয়্যার ইন ব্লগ– বাঁধ ভাঙার আওয়াজ, ১৪ মে ২০১৩,
http://www.somewhereinblog.net/blog/Kobiokabbo/29830654
ইন্টারনেট অনুসন্ধানের তারিখ : ০৮ নভেম্বর ২০১৬

৩৭. "সংগ্রামে সৃজনে আবার সোচ্চার চারুশিল্পীরা", সম্পাদকীয়, *কালের কণ্ঠ* ২০ জানুয়ারি ২০১৩, ই-পেপার

৩৮. রুবেল আহম্মদ, "আজ নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম সুফিয়া কামালের মৃত্যুবার্ষিকী", সামহোয়্যারইন...নেট লিমিটেড, ২০ নভেম্বর ২০১০
http://www.somewhereinblog.net/blog/rubelmadrid/29274653
ইন্টারনেট অনুসন্ধানের তারিখ : ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩

৩৯. কামরুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩২

৪০. কামাল লোহানী, "প্রচার বিমুখ সংগ্রামী পুরুষ শিল্পী ইমদাদ হোসেন", Bdnews24.com, ১৪ নভেম্বর ২০১১
http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/4038
ইন্টারনেট অনুসন্ধানের তারিখ : ১৪ নভেম্বর ২০১১

৪১. Fazle Rezowan Karim, "মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার", প্রকাশিক , ১২ ডিসেম্বর ২০১২
https://prokasik.wordpress.com/২০১২/১২/১২/মুক্তিযুদ্ধের-পোস্টার/
ইন্টারনেট অনুসন্ধানের তারিখ : ০৮ জানুয়ারী ২০১৩

৪২. প্রতাপ চন্দ্র সাহা, "স্বাধীনতার রূপকার শেখ মুজিবুর রহমান", এইবেলা, ১৮ মার্চ ২০১৬
http://eibela.com/article/স্বাধীনতার-রূপকার-শেখ-মুজিবুর-রহমান-
ইন্টারনেট অনুসন্ধানের তারিখ : ০৫ এপ্রিল ২০১৬

৪৩. Fazle Rezowan Karim, প্রাগুক্ত

৪৪. বীরেন সোম, "রাজপথে নেমেছিলেন চিত্রশিল্পীরাও", *কালের কণ্ঠ* ১১ মার্চ ২০১০, ই-পেপার

৪৫. বীরেন সোম, "রাজপথে নেমেছিলেন চিত্রশিল্পীরাও", প্রাগুক্ত

৪৬. এম. এ. মান্নান, "মুক্তিযুদ্ধে চিত্রকলা : একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণা", প্রথম আলো ব্লগ, ১০ ডিসেম্বর ২০১২
http://prothom-aloblog.com
ইন্টারনেট অনুসন্ধানের তারিখ : ০৫ জানুয়ারি ২০১৩

৪৭. এম. এ. মান্নান, প্রাগুক্ত

৪৮. বীরেন সোম, "রাজপথে নেমেছিলেন চিত্রশিল্পীরাও", প্রাগুক্ত

৪৯. Fazle Rezowan Karim, প্রাগুক্ত

৫০. বীরেন সোম, "*বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শিল্পীসমাজ*", দ্র. সুবল কুমার বণিক (সম্পা.), ঢাকা, চন্দ্রাবতী একাডেমি, ২০১৫ পৃষ্ঠা ৬২

৫১. বীরেন সোম, "*বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শিল্পীসমাজ*", প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৩

৫২. Fazle Rezowan Karim, প্রাগুক্ত

৫৩. কাবেরী গায়েন, "মুক্তিযুদ্ধের হারানো প্রতীক, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং বাংলাদেশ", সচলায়তন.com, ০৩ মে ২০১২
http://www.sachalayatan.com/guest_writer/44444

Dhaka University Institutional Repository

ইন্টারনেট অনুসন্ধানের তারিখ : ০৮ জানুয়ারি ২০১৩

৫৪. Fazle Rezowan Karim, প্রাগুক্ত

৫৫. Fazle Rezowan Karim, প্রাগুক্ত

৫৬. Fazle Rezowan Karim, প্রাগুক্ত

৫৭. Fazle Rezowan Karim, প্রাগুক্ত

৫৮. স্বপ্নের ফেরিওয়ালা, "আওয়ামী লীগে মন ভালো করা পরিবর্তন!", আমার ব্লগ ডটকম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩
https://www.amarblog.com/swapnoferiwala/posts/173384
ইন্টারনেট অনুসন্ধানের তারিখ : ১৮ এপ্রিল ২০১৫

৫৯. প্রীতম অংকুশ, "আসছে ভ্যালেন্টাইন আসছে জয়নাল দিপালী", প্রগতির পরিব্রাজক দল (প্রপদ), ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১১
http://www.somewhereinblog.net/blog/Propod/29319871
ইন্টারনেট অনুসন্ধানের তারিখ : ২৭ ডিসেম্বর ২০১২

৬০. প্রীতম অংকুশ, প্রাগুক্ত

৬১. আকিদুল ইসলাম, "কোথায় কবীর চৌধুরী, কামাল লোহানী, আলী যাকের, রামেন্দু মজুমদার?" পদ্মা পাড়ের মানুষ, ২২ নভেম্বর ২০০৮
https://taiyabs.wordpress.com/2008/11/22/akid-7/
ইন্টারনেট অনুসন্ধানের তারিখ : ০৮ জানুয়ারি ২০১৩

৬২. কামরুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০৮

৬৩. আবু বকর চৌধুরী, "শহীদ নূর হোসেন দিবস আজ", *মানবকণ্ঠ* ১০ নভেম্বর ২০১৬, ই-পেপার

৬৪. আবু বকর চৌধুরী, প্রাগুক্ত

৬৫. শাওন আকন্দ, "গ্রাফিক ডিজাইন", প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৩-১৮৪

৬৬. Internationa Institute of Social History, প্রাগুক্ত

৬৭. Internationa Institute of Social History, প্রাগুক্ত

৬৮. শাওন আকন্দ, "সিনেমার ব্যানার পেইন্টিং ও অন্যান্য অনুষঙ্গ", দ্র. লালারুখ সেলিম (সম্পা.), *চারু ও কারুকলা*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃষ্ঠা ৪৫১

৬৯. দারাশিকো, "৫২ বছরের বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে পোস্টার", দারাশিকো'র ব্লগ, ০৩ এপ্রিল ২০১৩,
http://www.darashiko.com/২০১৩/০৪/বাংলাদেশি-চলচ্চিত্রের-পো/
ইন্টারনেট অনুসন্ধানের তারিখ : ০৫ নভেম্বর ২০১৫

৭০. মাহবুবুল হক ওয়াকিম, মুখ ও মুখোশ (১৯৫৬), বাংলা মুভি ডেটাবেজ, ১২ নভেম্বর, ২০১৫
http://www.bmdb.com.bd/movie/106/
ইন্টারনেট অনুসন্ধানের তারিখ : ০৮ নভেম্বর ২০১৬

৭১. শাওন আকন্দ, "গ্রাফিক ডিজাইন", প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৩

৭২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৩

৭৩. "জহির রায়হান : স্বাধীন বাংলার প্রথম গুম হওয়া হতভাগ্য ব্যক্তি", কবি ও কাব্য'র ব্লগ, ২৫ অগাস্ট ২০১৫
https://kobiokabbo.wordpress.com//২০১৫/০৮/২৫/জহির-রায়হানঃ-স্বাধীন-বাং/
ইন্টারনেট অনুসন্ধানের তারিখ : ০৮ নভেম্বর ২০১৬

৭৪. "হারিয়ে যাওয়া বাংলা চলচ্চিত্রের পোস্টারগুলো", প্রাগুক্ত

৭৫. শাওন আকন্দ, "গ্রাফিক ডিজাইন", প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৩

৭৬. বাবুল বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২

৭৭. বাবুল বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৪

৭৮. বাবুল বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৪

৭৯. বাবুল বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১০

৮০. বাবুল বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৬

৮১. Advertising Archive Bangladesh, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৮২. International Institute of Social History, প্রাগুক্ত
৮৩. International Institute of Social History, প্রাগুক্ত
৮৪. International Institute of Social History, প্রাগুক্ত
৮৫. Advertising Archive Bangladesh, প্রাগুক্ত
৮৬. International Institute of Social History, প্রাগুক্ত
৮৭. International Institute of Social History, প্রাগুক্ত
৮৮. শর্বরী রায় চৌধুরী, *কাইয়ুম চৌধুরীর পোস্টার চিত্র*, এম.এফ.এ অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), চারুকলা ইন্সটিটিউট গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৩৮
৮৯. International Institute of Social History, প্রাগুক্ত
৯০. International Institute of Social History, প্রাগুক্ত
৯১. International Institute of Social History, প্রাগুক্ত
৯২. International Institute of Social History, প্রাগুক্ত
৯৩. অশোক উপাধ্যায় (সম্পা.), "অক্ষর শিল্প", *'১৭৭৮ গ্রন্থচর্চা'*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, চার্বাক, জুন ২০১৪, পৃষ্ঠা ১৩
৯৪. অশোক উপাধ্যায় (সম্পা.), "লিখন শিল্প", প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫
৯৫. শুভেন্দু দাশমুন্সী, "লেখাঙ্কন থেকে হরফসজ্জা", সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, *ধ্রুবপদ*, প্রসঙ্গ দৃশ্যরূপ, বার্ষিক সংকলন ৬, ২০০২, পৃষ্ঠা ৩২৯
৯৬. শাওন আকন্দ, "গ্রাফিক ডিজাইন", প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৮
৯৭. শাওন আকন্দ, "গ্রাফিক ডিজাইন", প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৮
৯৮. মাকসুদুর রহমান, *টাইপোগ্রাফি ও এর যথাযথ ব্যবহার*, এম.এফ.এ অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), চারুকলা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১৬
৯৯. শাওন আকন্দ, "গ্রাফিক ডিজাইন", প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৯
১০০. শাওন আকন্দ, "গ্রাফিক ডিজাইন", প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৯
১০১. শাওন আকন্দ, "গ্রাফিক ডিজাইন", প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৯-২০০
১০২. শাওন আকন্দ, "গ্রাফিক ডিজাইন", প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০০
১০৩. GR Rafi, "টাইপোগ্রাফি কি, কেন এবং টাইপোগ্রাফি ঠিক রাখার জন্য কিছু টিপস", আর. আর. ফাউন্ডেশন, জুন ২৭, ২০১৪ https://rrf.com.bd/article-id/402 ইন্টারনেট অনুসন্ধানের তারিখ : ২৫ মে ২০১৫
১০৪. বাবুল বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৬
১০৫. "হারিয়ে যাওয়া বাংলা চলচ্চিত্রের পোস্টারগুলো", প্রাগুক্ত
১০৬. "হারিয়ে যাওয়া বাংলা চলচ্চিত্রের পোস্টারগুলো", প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রসূচি

পৃষ্ঠা

১. চিত্র ২.১ : টাইপোগ্রাফিক পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ১৯

২. চিত্র ২.২ : ইলাস্ট্রেটিভ পোস্টার; সূত্র :[২৭] ২০

৩. চিত্র ২.৩ : ইলাস্ট্রেটিভ পোস্টার; সূত্র :[২৮] ২১

৪. চিত্র ২.৪ : ফটোগ্রাফিক পোস্টার; সূত্র :[২৯] ২২

৫. চিত্র ২.৫ : ফটোগ্রাফিক পোস্টার সূত্র :[৩০] ২২

৬. চিত্র ২.৬ : মিশ্র পোস্টার, সূত্র : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ২৩

৭. চিত্র ২.৭ : ইনডোর পোস্টার সূত্র : ব্যক্তিগত সংগ্রহ ২৪

৮. চিত্র ২.৮ : আউটডোর পোস্টার; সূত্র :[৩১] ২৫

৯. চিত্র ২.৯ : রাজনৈতিক পোস্টার; সূত্র :[৩২] ২৬

১০. চিত্র ২.১০ : রাজনৈতিক পোস্টার; সূত্র :[৩৩] ২৭

১১. চিত্র ২.১১ : বাণিজ্যিক পোস্টার; সূত্র :[৩৪] ২৮

১২. চিত্র ২.১২ : নাটকের পোস্টার; সূত্র :[৩৫] ২৯

১৩. চিত্র ২.১৩ : চলচ্চিত্রের পোস্টার (বিজ্ঞজন ও শিক্ষিত শ্রেণির জন্য); সূত্র : ব্যক্তিগত সংগ্রহ ৩০

১৪. চিত্র ২.১৪ : চলচ্চিত্রের পোস্টার (অতি সাধারণ মানুষের জন্য) সূত্র :[৩৬] ৩২

১৫. চিত্র ২.১৫ : উন্নয়নমূলক পোস্টার; সূত্র : ব্যক্তিগত সংগ্রহ ৩৩

১৬. চিত্র ৩.১ : প্ল্যাকার্ডে ব্যবহৃত হাতে লেখা রাজনৈতিক পোস্টার; সূত্র :[৩৮] ৩৮

১৭. চিত্র ৩.২ : ভাষা আন্দোলনের সময় হাতে লেখা পোস্টার নির্মাণ করছেন শিল্পীরা; সূত্র :[৪১] ৩৮

১৮. চিত্র ৩.৩ : ছয় দফা দাবির মিছিলে প্ল্যাকার্ডে ব্যবহৃত হাতে লেখা পোস্টার; সূত্র :[৪২] ৩৯

১৯. চিত্র ৩.৪ : ছয় দফা দাবির মিছিলে প্ল্যাকার্ডে ব্যবহৃত হাতে লেখা পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ৩৯

২০. চিত্র ৩.৫ : হাতে লেখা পোস্টার নিয়ে চারুশিল্পীদের মিছিলে অংশগ্রহণ; সূত্র :[৪৭] ৪১

২১. চিত্র ৩.৬ : মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার– এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে; সূত্র :[৪৯] ৪২

২২. চিত্র ৩.৭ : 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' পোস্টারের জন্য অঙ্কিত ইয়াহিয়ার হিংস্র প্রতিকৃতি; সূত্র :[৫০] ৪৩

২৩. চিত্র ৩.৮ : 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' পোস্টারের জন্য অঙ্কিত ইয়াহিয়ার হিংস্র প্রতিকৃতি; সূত্র :[৫১] ৪৩

২৪. চিত্র ৩.৯ : মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার– 'বাংলার হিন্দু, বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান– আমরা সবাই বাঙালী'; সূত্র :[৫২] ৪৪

২৫. চিত্র ৩.১০ : মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার– বাংলার মায়েরা মেয়েরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা; সূত্র :[৫৪] ৪৫

২৬. চিত্র ৩.১১ : মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার– এক একটি বাংলা অক্ষর অ আ ক খ, এক একটি বাঙালির জীবন; সূত্র :[৫৫] ৪৬

২৭. চিত্র ৩.১২ : মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার– এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম; সূত্র :[৫৬] ৪৭

২৮. চিত্র ৩.১৩ : মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার– সদা জাগ্রত বাংলার মুক্তিবাহিনী; সূত্র :[৫৭] ৪৮

২৯. চিত্র ৩.১৪ : মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার– সোনার বাঙলা শ্মশান কেন; সূত্র :[৫৮] ৪৯

৩০. চিত্র ৩.১৫ : শিশুদের মিছিলে প্ল্যাকার্ডে ব্যবহৃত মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ৫০

Dhaka University Institutional Repository

৩১. চিত্র ৩.১৬ : ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের হাতে লেখা পোস্টার; সূত্র :[৬০] ৫১

৩২. চিত্র ৩.১৭ : 'দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে' পোস্টারের স্কেচ; সূত্র :[৬২] ৫২

৩৩. চিত্র ৩.১৮ : গণতন্ত্রের জীবন্ত পোস্টার; সূত্র :[৬৪] ৫৩

৩৪. চিত্র ৩.১৯ : নির্বাচনী পোস্টার; সূত্র :[৬৬] ৫৪

৩৫. চিত্র ৩.২০ : নির্বাচনী পোস্টার; সূত্র :[৬৭] ৫৪

৩৬. চিত্র ৩.২১ : চলচ্চিত্রের পোস্টার 'মুখ ও মুখোশ'; সূত্র :[৭০] ৫৫

৩৭. চিত্র ৩.২২ : চলচ্চিত্রের পোস্টার– 'নবাব সিরাজউদ্দোলা'; সূত্র : শিল্পকলা একাডেমি ৫৬

৩৮. চিত্র ৩.২৩ : চলচ্চিত্রের পোস্টার 'সুতরাং'; সূত্র : শিল্পকলা একাডেমি ৫৭

৩৯. চিত্র ৩.২৪ : চলচ্চিত্রের পোস্টার 'নীল আকাশের নীচে'; সূত্র : শিল্পকলা একাডেমি ৫৭

৪০. চিত্র ৩.২৫ : চলচ্চিত্রের পোস্টার 'জীবন থেকে নেয়া'; সূত্র :[৭৩] ৫৮

৪১. চিত্র ৩.২৬ : চলচ্চিত্রের পোস্টার 'সূর্য দীঘল বাড়ী'; সূত্র : শিল্পকলা একাডেমি ৫৯

৪২. চিত্র ৩.২৭ : চলচ্চিত্রের পোস্টার 'গোলাপী এখন ট্রেনে' ; সূত্র : শিল্পকলা একাডেমি ৫৯

৪৩. চিত্র ৩.২৮ : চলচ্চিত্রের পোস্টার 'ধীরে বহে মেঘনা'; সূত্র :[৭৪] ৬০

৪৪. চিত্র ৩.২৯ : নাটকের পোস্টার– 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'; সূত্র :[৭৬] ৬১

৪৫. চিত্র ৩.৩০ : নাটকের পোস্টার– 'জমিদারদর্পণ'; সূত্র :[৭৭] ৬২

৪৬. চিত্র ৩.৩১ : নাটকের পোস্টার–'ঘরে-বাইরে'; সূত্র :[৭৮] ৬৩

৪৭. চিত্র ৩.৩২ : নাটকের পোস্টার–'শতগ্রন্থি'; সূত্র :[৭৯] ৬৪

৪৮. চিত্র ৩.৩৩ : নাটকের পোস্টার– 'খাট্টাতামাশা'; সূত্র :[৮০] ৬৪

৪৯. চিত্র ৩.৩৪ : বাণিজ্যিক পোস্টার; সূত্র :[৮১] ৬৫

৫০. চিত্র ৩.৩৫ : নারী অধিকার বিষয়ক উন্নয়নমূলক পোস্টার; সূত্র :[৮২] ৬৬

৫১. চিত্র ৩.৩৬ : শিশু অধিকার বিষয়ক উন্নয়নমূলক পোস্টার; সূত্র :[৮৩] ৬৭

৫২. চিত্র ৩.৩৭ : স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নয়নমূলক পোস্টার; সূত্র :[৮৪] ৬৭

৫৩. চিত্র ৩.৩৮ : কৃষি বিষয়ক উন্নয়নমূলক পোস্টার; সূত্র : কৃষি মন্ত্রণালয় ৬৮

৫৪. চিত্র ৩.৩৯ : পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক উন্নয়নমূলক পোস্টার; সূত্র : উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় বদরগঞ্জ, রংপুর ৬৮

৫৫. চিত্র ৩.৪০ : বর্ষবরণের পোস্টার; সূত্র :[৮৫] ৬৯

৫৬. চিত্র ৩.৪১ : আন্তর্জাতিক দিবসের পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ৭০

৫৭. চিত্র ৩.৪২ : জাতীয় দিবসের পোস্টার; সূত্র : জাতীয় কন্যা-শিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম ৭০

৫৮. চিত্র ৩.৪৩ : বিশেষ দিবসের পোস্টার; সূত্র :[৮৬] ৭১

৫৯. চিত্র ৩.৪৪ : শিশু একাডেমি আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতার পোস্টার; সূত্র :[৮৭] ৭১

৬০. চিত্র ৩.৪৫ : মেলার পোস্টার; সূত্র :[৮৮] ৭২

Dhaka University Institutional Repository

৬১. চিত্র ৩.৪৬ : ওয়াজ-মাহ্‌ফিলের পোস্টার; সূত্র : ব্যক্তিগত সংগ্রহ ৭২

৬২. চিত্র ৩.৪৭ : প্ল্যাকার্ডে ব্যবহৃত হাতে লেখা পোস্টার; সূত্র : Good Neighbors Bangladesh ৭৩

৬৩. চিত্র ৩.৪৮ : চারুকলা প্রদর্শনীর পোস্টার; সূত্র : শিল্পকলা একাডেমি ৭৩

৬৪. চিত্র ৩.৪৯ : সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তৈরি পোস্টার; সূত্র :[৮৯] ৭৪

৬৫. চিত্র ৩.৫০ : সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তৈরি পোস্টার; সূত্র :[৯০] ৭৪

৬৬. চিত্র ৩.৫১ : সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তৈরি পোস্টার; সূত্র :[৯১] ৭৫

৬৭. চিত্র ৩.৫২ : হরতাল ও ধর্মঘটের পোস্টার; সূত্র :[৯২] ৭৫

৬৮. চিত্র ৩.৫৩ : বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের পোস্টার; সূত্র : ব্যক্তিগত সংগ্রহ ৭৬

৬৯. চিত্র ৩.৫৪ : বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের জন্মশতবার্ষিকীর পোস্টার; সূত্র : ব্যক্তিগত সংগ্রহ ৭৬

৭০. চিত্র ৩.৫৫ : জনপ্রিয় নাট্যব্যক্তিত্বের পোস্টার; সূত্র : ব্যক্তিগত সংগ্রহ ৭৭

৭১. চিত্র ৩.৫৬ : জনপ্রিয় খেলোয়াড়ের পোস্টার; সূত্র : ব্যক্তিগত সংগ্রহ ৭৭

৭২. চিত্র ৩.৫৭ : শিল্পী কামরুল হাসানের অপ্রকাশিত পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ৭৮

৭৩. চিত্র ৩.৫৮ : শিল্পী কামরুল হাসানের অপ্রকাশিত পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ৭৯

৭৪. চিত্র ৩.৫৯ : শিল্পী কামরুল হাসানের অপ্রকাশিত পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ৭৯

৭৫.চিত্র ৩.৬০ : শিল্পী কামরুল হাসানের অপ্রকাশিত পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ৮০

৭৬. চিত্র ৩.৬১ : শিল্পী কামরুল হাসানের অপ্রকাশিত পোস্টারের খসড়া; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ৮০

৭৭. চিত্র ৩.৬২ : শিল্পী কামরুল হাসানের অপ্রকাশিত পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ৮১

৭৮. চিত্র ৩.৬৩ : শিল্পী কামরুল হাসানের অপ্রকাশিত পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ৮১

৭৯. চিত্র ৩.৬৪ : শিল্পী কামরুল হাসানের অপ্রকাশিত পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ৮২

৮০. চিত্র ৩.৬৫ : শিল্পী কামরুল হাসানের অপ্রকাশিত পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ৮২

৮১. চিত্র ৩.৬৬ : শিল্পী কামরুল হাসানের অপ্রকাশিত পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ৮৩

৮২. চিত্র ৩.৬৭ : শিল্পী কামরুল হাসানের অপ্রকাশিত পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ৮৩

৮৩. চিত্র ৩.৬৮ : শিল্পী কামরুল হাসানের অপ্রকাশিত পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ৮৪

৮৪. চিত্র ৪.১ : পোস্টারে ব্যবহৃত বিশেষ টাইপোগ্রাফি; সূত্র :[১০৪] ৮৯

৮৫. চিত্র ৪.২ : পোস্টারে ব্যবহৃত বিশেষ টাইপোগ্রাফি; সূত্র :[১০৫] ৮৯

৮৬. চিত্র ৪.৩ : পোস্টারে ব্যবহৃত বিশেষ টাইপোগ্রাফি; সূত্র :[১০৬] ৯০

৮৭. চিত্র ৪.৪ : ইমেজ-নির্ভর পোস্টার (টেক্সটের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে সাদামাটা ধরনের কম্পিউটার টাইপ); সূত্র :শিল্পকলা একাডেমি ৯১

৮৮. চিত্র ৪.৫ : টাইপোগ্রাফি-নির্ভর মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ৯১

৮৯. চিত্র ৪.৬ : টাইপোগ্রাফি-নির্ভর মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার; সূত্র : বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ৯২

৯০. চিত্র ৪.৭ : টাইপোগ্রাফি-নির্ভর চলচ্চিত্রের পোস্টারে ব্যবহৃত বিশেষ টাইপোগ্রাফি; সূত্র : শিল্পকলা একাডেমি ৯২

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. নির্মাল্য নাগ। *শিল্প চেতনা*। ২য় সং। কলকাতা, দীপায়ন, নভেম্বর ২০০০।

২. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.)। *বাংলাপিডিয়া : বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*। ২য় সং। ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, জুন ২০১১। খণ্ড ৪।

৩. লালারুখ সেলিম (সম্পা.)। *চারু ও কারুকলা*। ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭।

৪. নাজনীনআরা বেগম। *'বাংলাদেশের গ্রাফিক ডিজাইন : '৭১ থেকে বর্তমান'*। এম.এফ.এ অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত)। চারুকলা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯।

৫. আমিনুল ইসলাম। *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*। ঢাকা, ২০০৩।

৬. কামরুল হাসান। *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কিছু কথা*। দ্র. সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.)। ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, ২০১০।

৭. বাবুল বিশ্বাস। *আর্ট অব বাংলাদেশ (Art of Bangladesh)*। ঢাকা, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০০৬।

৮. বীরেন সোম। "*বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শিল্পীসমাজ*"। দ্র. সুবল কুমার বণিক (সম্পা.)। ঢাকা, চন্দ্রাবতী একাডেমি, ২০১৫।

৯. শর্বরী রায় চৌধুরী। *কাইয়ুম চৌধুরীর পোস্টার চিত্র*। এম.এফ.এ অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত)। চারুকলা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬।

১০. অশোক উপাধ্যায়। "অক্ষর শিল্প"। দ্র. অশোক উপাধ্যায় (সম্পা.)। *'১৭৭৮ গ্রন্থচর্চা'*। চার্বাক, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুন ২০১৪।

১১. শুভেন্দু দাশমুন্সী। "লেখাঙ্কন থেকে হরফসজ্জা"। দ্র. সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত। *ধ্রুবপদ*, প্রসঙ্গ দৃশ্যরূপ, বার্ষিক সংকলন ৬, ২০০২।

১২. মাকসুদুর রহমান। *টাইপোগ্রাফি ও এর যথাযথ ব্যবহার*। এম.এফ.এ অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত)। চারুকলা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০।